বার্ষিক প্রতিবেদন | ২০১৮-২০১৯

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৮-২০১৯)

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

প্রকাশকাল	■	**অক্টোবর, ২০১৯**		
উপদেষ্টা	■	**মোহাম্মদ ইউসুফ, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।**		
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি	■	ইকবাল হোসেন চাকলাদার (উপ-সচিব) উপ-পরিচালক (আরইটিসি)	ঃ	আহবায়ক
	■	মোঃ মজিবর রহমান সহকারী পরিচালক (বাজার সংযোগ-০১)	ঃ	সদস্য
	■	তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান সহকারী পরিচালক (বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ)	ঃ	সদস্য
	■	বেগম মমতা হক সহকারী পরিচালক (বাজার সংযোগ-০২)	ঃ	সদস্য
	■	মোঃ বায়েজীদ বোস্তামী সহকারী পরিচালক (আইসিটি)	ঃ	সদস্য
	■	মোঃ রশিদুল ইসলাম সহকারী পরিচালক (গষেণা শাখা)	ঃ	সদস্য
	■	বেগম নাসরিন সুলতানা সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	ঃ	সদস্য
	■	বেগম সুলতানান নাসিরা সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	ঃ	সদস্য
	■	মোঃ জাহিদুল ইসলাম সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়)	ঃ	সদস্য সচিব
স্বত্ব	■	**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।**		

মোহাম্মদ ইউসুফ
মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

মুখবন্ধ

কৃষি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ক্ষুধা, দারিদ্র ও নিরক্ষরতা মুক্ত জাতি বিনির্মাণে সরকার অঙ্গিকারাবদ্ধ । এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার কৃষক ও কৃষিকে সর্বাধিক গুরত্ব দিয়ে নানামুখী কর্মসূচী ও নীতিমালা গ্রহণ এবং এর সফল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত হলো কৃষিপণ্যের সময়োপযোগী ও বাস্তব বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারলে অর্থাৎ কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে না পারলে উৎপাদন ধারা টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রতিযোগীতামূলক বাজার ব্যবস্থা এবং কৃষি খাতের অপার সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি সমন্বিত, দক্ষ ও বাজারমূখী বিপণন ব্যবস্থা কার্যকর করে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, ভোক্তাদের সহনীয় মুল্যে কৃষিপণ্য সরবরাহ এবং সার্বিকভাবে কৃষিখাত থেকে অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সমবায় বিপণন ব্যবস্থা জোরদারকরাসহ প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরী বলে মনে করি।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সারাদেশ হতে সুদীর্ঘকাল ধরে কৃষিপণ্যের বাজারদর সংগ্রহ করে সরকারী, বেসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ কৃষক ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে তা সরবরাহ করে আসছে। কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরুপন, মজুত ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, গুণগতমান পরিবীক্ষণ, গুরত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ নির্ণয় ও মূল্য বিস্তৃতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। এ সংস্থা গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের কাছে বিপণন সুবিধা পৌছে দেয়ার জন্য বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষক বিপণন দল গঠন, উৎপাদক ও ক্রেতা সাধারণের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক কৃষি শিল্প স্থাপনের জন্য সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (বিএডিপি) এর মাধ্যমে প্রায় ৩৩,৪৩২ জন ক্ষুদ্র মাঝারী কৃষি শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হয়েছে যা গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তার জন্য মৌসুমে নিম্নমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয় রোধকল্পে গুদামে শস্য জমা রাখার বিপরীতে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। ৬৪টি জেলা হতে কৃষি বিপণন তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটের (www.dam.gov.bd) মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। কৃষক ও ব্যবসায়ীগণের কাছে এসব তথ্য সহজলভ্য করা হয়েছে যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষিপণ্য বিপণনেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে । আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা উন্নয়নের সাথে কৃষি পণ্য বিপণন

ব্যবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে । উপর্যুক্ত চ্যালেঞ্জিং কাজগুলো মোকাবেলার জন্য সরকার কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পূনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং পূনর্গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কৃষি উন্নয়ন সহায়ক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর "বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৮-১৯" প্রকাশ করছে। প্রতিবেদনটিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন তথ্য রয়েছে, যা কৃষক ব্যবসায়ীসহ সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের উপকারে আসবে বলে আমি আশা করি। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

ইকবাল হোসেন চাকলাদার (উপ-সচিব)
উপ-পরিচালক (আরইটিসি)

সম্পাদকীয়

কৃষি প্রধান দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। এক কথায় আমরা বলি সোনার বাংলা। ফসলের সমারোহে সবুজে শ্যামলে এ দেশ ভরপুর। খাদ্যশস্য উৎপাদনে যদিও বাংলাদেশ অনেকদুর এগিয়েছে কিন্তু ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মানে কিছু প্রতিবন্ধকতা আমাদের এখনও অতিক্রম করতে হবে। ক্ষুধা, দারিদ্রমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার বঙ্গ বন্ধুর লালিত স্বপ্নকে ধারন করে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার টেকসই কৃষির প্রসারের জন্য বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করছে। ফলে বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্নতা অর্জন করে পরিণত হয়েছে খাদ্য রপ্তানীকারক দেশে। রূপান্তরিত হয়েছে উন্নয়নশীল দেশে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সম্ভব ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষি পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে শুরু থেকে বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার, বাজার গবেষণা, বিপণন অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন, কর্তনোত্তর অপচয় হ্রাস, পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিতকরণ, দলগত বিপণন ব্যবস্থার প্রচলন, উৎপাদক ও ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণ, কৃষির বানিজ্যিকীকরণ, কৃষি ব্যবসা ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসার, কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হচ্ছে কৃষি। কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে দেশজ অর্থনীতি। খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, শিল্পায়ন, দারিদ্র বিমোচন ইত্যাদির মাধ্যমে দেশজ অর্থনীতির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে কৃষি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কৃষকের দারিদ্র, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারনে জমির স্বল্পতা, উন্নত প্রযুক্তির অভাব, কৃষিকাজে দক্ষতার অভাব, রোগ ও পোকা মাকড় আক্রমন, শস্য গুদামজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাব নানা সীমাবদ্ধতার পরেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের রয়েছে ব্যাপক সাফল্য।

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত হলো কৃষিপণ্যের সময়োপযোগী ও বাস্তব বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রন, পণ্য সংরক্ষনাগার স্থাপন, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষক পর্যায়ে বীজ সংরক্ষরণে প্রযুক্তিগত সহায়তা দান। সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারলে অর্থাৎ কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে না পারলে উৎপাদন ধারা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, ভোক্তাদের সহনীয় মূল্যে পণ্য সরবরাহ এবং সার্বিকভাবে কৃষিখাত থেকে অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষিতে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। অনেকটা নিশ্চিত করে বলা যায় গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে কৃষিখাতে অভাবনীয় বিপ্লব সাধিত হয়েছে। কৃষির বিভিন্ন উপখাতের ক্রম অগ্রগতি বিশ্বের বিভিন্ন সূচকেও প্রভাব বিস্তার করেছে। পাল্টে দিয়েছে কৃষি উৎপাদনের পুরোনো হিসাব নিকাশ। ১৬ কোটি মানুষের এই দেশে সীমিত ভূখন্ডে অসীম সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে বাংলাদেশ ।

প্রতিবেদনটিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের যে সকল তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে তা কৃষক, ব্যবসায়ীসহ ভোক্তার চাহিদা মেটাবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী তথ্য উপাত্ত ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন এবং যারা মূল্যবান অবদান রেখেছেন তাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। পরিশেষে বলা যায় 'কৃষক বাঁচলে বাঁচবে দেশ/গড়বে সোনার বাংলাদেশ' ।বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিই এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পূর্বশর্ত। তাই কৃষি খাতকে বাঁচাতে সুদূরপ্রসারী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা পরিষদ

	মোহাম্মদ ইউসুফ মহাপরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।	উপদেষ্টা
	ইকবাল হোসেন চাকলাদার (উপ-সচিব) উপ-পরিচালক (আরইটিসি) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।	আহবায়ক
	মোঃ মজিবর রহমান সহকারী পরিচালক (বাজার সংযোগ-০১) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
	তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান সহকারী পরিচালক (বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
	বেগম মমতা হক সহকারী পরিচালক (বাজার সংযোগ-০২) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
	মোঃ বায়েজীদ বোস্তামী সহকারী পরিচালক (আইসিটি) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
	মোঃ রশিদুল ইসলাম সহকারী পরিচালক (গষেণা শাখা) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
	বেগম নাসরিন সুলতানা সহকারী পরিচালক (গবেষণা) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
	মোঃ জাহিদুল ইসলাম সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য সচিব

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি	**৯-১১**
অধিদপ্তর গঠনের প্রেক্ষাপট	
ভিশন	**১০**
মিশন	**১০**
অধিদপ্তরের কার্যাবলী	
সিটিজেন চার্টার	**১১-১৪**
জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো	**১৪**
অধিদপ্তরের বিগত দপ্তর প্রধানগণের নামের তালিকা	**১৫**
অধিদপ্তরের গুরত্বপূর্ণ বিপণন সেবাসমূহ	**১৬-২২**
বাজার সংযোগ সম্পর্কিত সেবা	
বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি	
সাপ্লাই চেইন সম্পর্কিত সেবা	
কৃষক বিপণন দল গঠন	
কৃষি ব্যবসায় ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন	
লাইসেন্সিং ও বিপণন সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ	
বিপণন সহায়ক ঋণ কার্যক্রম	
শস্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান	
মূল্য সংযোজন সহায়ক সেবা	
ই-বিপণন সেবা	
কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও চ্যালেঞ্জ	**২৩-২৭**
অধিদপ্তরের কার্যক্রম	**২৮-২৯**
সদও দপ্তরের কার্যক্রম	**৩০**
বাজার সংযোগ শাখা	**৩০-৩২**
নীতি ও পরিকল্পনা শাখা	**৩৩-৩৫**
ফিল্ড সার্ভিস শাখা	**৩৫**
গবেষণা শাখা	**৩৬-৩৯**
শস্য গুদাম ব্যবস্থাপনা	**৪০-৪১**
প্রশাসন ও হিসাব শাখা	**৪২-৪৫**
প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা	**৪৬-৪৯**
বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ শাখা	**৫০-৫১**
বাজার ব্যবস্থাপনা শাখা	**৫২-৫৬**
আইসিটি সেল	**৫৬-৫৮**

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিভাগীয় কার্যক্রম	**৫৯-৬৭**
ঢাকা বিভাগ	**৫৯-৬০**
সিলেট বিভাগ	**৬০-৬১**
খুলনা বিভাগ	**৬২**
রাজশাহী বিভাগ	**৬৩**
রংপুর বিভাগ	**৬৪-৬৫**
বরিশাল বিভাগ	**৬৫-৬৬**
চট্টগ্রাম বিভাগ	**৬৬-৬৭**
অধিদপ্তরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও কর্মসূচী সংক্রান্ত কার্যক্রম	**৬৮-৭৪**
সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (বিপনন অংগ) প্রকল্প	**৬৯-৭০**
স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি)	**৭০-৭১**
বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।	**৭২**
ফ্রেশকাট শাক-সবজী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী	**৭২-৭৩**
অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচী	**৭৪**
কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাজেট (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন)	**৭৫-৭৬**
অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা	**৭৭-৮০**
উল্লেখযোগ্য কৃষিপণ্যের বিপণন চিত্র	**৮১-৯৩**
মানচিত্রে অধিদপ্তরের অবকাঠামো	**৯৪-৯৯**
ফটো গ্যালারী	**১০০-১০২**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি

পটভূমিঃ

অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে ১৯২৮ সনের 'রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার' কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে একটি ব্যাপক ভিত্তিক কৃষি বিপণন কাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে উৎপাদকদের উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য প্রদানের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে।

অধিদপ্তরের সৃষ্টি :

- নয়াদিল্লিতে সদর দপ্তর করে ১৯৩৪ সনে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এডভাইজার নিয়োগ করা হয় । অতঃপর ১৯৩৫ সনে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে মার্কেটিং স্টাফ নিয়োগ করা হয়।
- ১৯৪৩ সনে অবিভক্ত বাংলায় মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট স্থায়ী করা হয় এবং সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের পদবীকে ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এ রূপান্তর করা হয়।
- ১৯৮২ সন পযন্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নাম ছিল " কৃষি বাজার পরিদপ্তর "।
- ১৯৮২ সনে এনাম কমিটি কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৮৩ সনে যে সকল পরিদপ্তরের অফিস প্রধানের বেতন স্কেল যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ পদমর্যাদার ছিল, সে সকল পরিদপ্তরকে সরকার "অধিদপ্তর " হিসেবে ঘোষনা করে।

রূপকল্প (Vision):

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission):

আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরূপন, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্য ধারার আগাম প্রক্ষেপণ এবং এ বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার।

প্রধান কার্যাবলী (Functions):

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুসারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলি নিম্নরুপঃ-

১) কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা;
২) কৃষিপণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩) কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ
৪) কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
৫) কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং বিপণন ও ব্যবসা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক গবেষণা পরিচালনা;
৬) কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ;
৭) সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেম্বার, ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
৮) কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মজুদ বা গুদামজাতকরণ, পণ্যের গুণগতমান, মেয়াদ, মোড়কীকরণ ও সঠিক ওজনে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
৯) কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;
১০) কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
১১) কৃষিপণ্যের মূল্য সহায়তা প্রদান;
১২) কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীন ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ;

১৩) কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৪) বাজারকারবারি অথবা কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠন, সমিতি, সংস্থা, কৃষিভিত্তিক সংগঠন ও সমবায় সমিতিসমূহকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তালিকাভুক্তকরণ এবং, প্রয়োজনে জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে কৃষিভিত্তিক সংগঠন সমূহের ফেডারেশন অথবা কনসোর্টিয়াম গঠন;

১৫) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সুপারশপে সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের গুণগতমান, নির্ধারিত মূল্য ও বিপণন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান;

১৬) কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের বিপণন কার্যক্রম সংক্রান্ত মান সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ; এবং

১৭) সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

সিটিজেন চার্টার

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি:

ক) নাগরিক সেবা:

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীশা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বাজারদর তথ্য সরবরাহ	দৈনিক বাজারদর: i. তথ্য সংগ্রহ ii. সংকলন iii. তথ্য সরবরাহ সাপ্তাহিক বাজারদর: i. সংকলন ii. তথ্য সরবরাহ মাসিক বাজারদর: i. সংকলন ii. তথ্য সরবরাহ বাৎসরিক বাজারদর i. তথ্য সংগ্রহ ii. সংকলন iii. তথ্য সরবরাহ; মৌসুমী ফসলের: i. তথ্য সংগ্রহ ii. সংকলন iii. তথ্য সরবরাহ	আবেদন পত্র, বাজার তথ্য শাখা, সদর দপ্তর, জেলা অফিস এবং ওয়েব সাইট।	বিনামূল্যে	**দৈনিক বাজারদর:** দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত **সাপ্তাহিক বাজারদর:** সকাল ০৯:০০ হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত **মাসিক বাজারদর:** সকাল ০৯:০০ হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত **বাৎসরিক বাজারদর** সকাল ০৯:০০ হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত **মৌসুমী ফসলের:** সকাল ০৯:০০ হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত	উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) ফোনঃ ০২-৯১১৩০৫৯ মোবাঃ ০১৫৫২৩৩৬১৬৪ ইমেইলঃ dewanahossain@gmail.com
২	ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিপণন তথ্য সরবরাহ	• www.dam.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ • বাজারদর মেন্যুতে প্রবেশ	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dam.gov.bd	বিনামূল্যে	যে কোন সময়	জেলা বাজার কর্মকর্তাও উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) ফোনঃ ০২-৯১১৩০৫৯ মোবাইল: ০১৫৫২-৩৩৬১৬৪ ই-মেইল: dewanahossain@gmail.com
৩	বাজার	**প্রদানের ক্ষেত্রে:**		নতুন/নবায়ন	০৫ (পাঁচ)	জেলা বাজার কর্মকর্তা।

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীশা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	কারবারীদের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	• আবেদনপত্র গ্রহণ • আবেদনপত্র সহ সংশিণ্টষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাই • সরেজমিনে পরিদর্শন • লাইসেন্স প্রদান **নবায়নের ক্ষেত্রে:** • আবেদনপত্র গ্রহণ • আবেদনপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাই • লাইসেন্স নবায়ন	• নির্ধারিত আবেদন ফরম, ট্রেজারি চালান, সকল জেলা মার্কেটিং অফিস। • সভাপতি, সংশ্লিষ্ট গুদাম কমিটি, মাঠ কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক। • সকল জেলা মার্কেটিং অফিস	লাইসেন্স ফিঃ ১) পাইকারী, ব্যবসায়ী/ আড়ৎদার অথবা মজুদদার- ৫০০/-, ২) কমিশন এজেন্ট, দালাল, ও গুদামজাতকারী- ৪০০/-, ৩) কয়াল, পরিমাপকারী, নমুনা যাচাইকারী, যাচনদার অথবা শ্রেণী বিন্যাসকারী- ১০০/-	কর্মদিবস	
৪	শস্য গুদামজাত ও জমার বিপরীতে ঋণ প্রদান	• গুদামরক্ষক কর্তৃক আদ্রতা, পোকামাকড় পরীক্ষা করা • ওজন করে বিষমুক্ত বস্তায় সংরক্ষণ করা • গুদামজাত করা • গুদামরক্ষকের নিকট থেকে শস্য জমার রশিদ সংগহ • বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত " গুদামে শস্য জমাকারীদের ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ড় নিয়মাবলী অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান। (সোনালী, জনতা, রূপালী, রাকাব, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক)	• শস্য জমার রশিদ • পাশবই • আবেদন ফরম • ঋণ বিতরণপত্র • বন্দোবস্ত পত্র	কুইন্টাল প্রতি ১০ টাকা ভাড়া।	খাদ্য শস্য ০৬ মাস বীজ ০৯ মাস	উপ-পরিচালক (শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা) ফোনঃ ০২-৯১২৩৬৭১
৫	বাজার অবকাঠামো ও পরিবহন সুবিধা প্রদান	• আবেদন গ্রহণ • MMC কর্তৃক আবেদনপত্র যাচাই এবং চূড়ান্ত অনুমোদন • স্পেস বরাদ্দ ও পরিবহন সুবিধা প্রদান	আবেদনপত্র সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলী, ঢাকা এবং জেলা মার্কেটিং অফিস।	বিনামূল্যে	০২ (দুই) কর্মদিবস	• মীর এনামুল ইসলাম (সহকারী পরিচালক) বিভাগীয় কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭২৭-৫৮৫৯৭৪ • ম্যানেজার, সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলী, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭২৭৫৮৫৯৭৪
৬	অভিযোগ গ্রহন ও নিস্পত্তি	• অভিযোগ গ্রহণ • নিস্পত্তিকারীর নিকট প্রেরণ • চূড়ান্ত নিস্পত্তি	বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখা, সদর দপ্তর ও জেলা মার্কেটিং অফিস।	বিনামূল্যে	২১ (একুশ) কর্মদিবস	উপ-পরিচালক (আরইটিসি) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ফোনঃ ৯১১৪৮২২ ই-মেইলঃ dd_retcf@dam.gov.bd

খ) প্রাতিষ্ঠানিক সেবাঃ

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীশা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	গুদাম/ হিমাগার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ।	• তথ্য সংগ্রহ • সংকলন • তথ্য সরবরাহ	সদর দপ্তর ও জেলা মার্কেটিং অফিস।	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্মদিবস	সহকারী পরিচালক (গুদাম সংক্রান্ত তথ্য) ই-মেইলঃ shahid.bc.bd@gmail.com মোবাঃ ০১৯১২২৮৩৮৬৭ নাসরিন সুলতানা, সহকারী পরিচালক (হিমাগার সংক্রান্ত তথ্য) ই-মেইলঃ nasrin.sultana448@gmail.com মোবাইল: ০১৭৩০০৪০৯৬
২	বাজারদর তথ্য সরবরাহঃ	• নিয়মিত তথ্য প্রেরণ	• বাজার তথ্য শাখা, সদর দপ্তর ও জেলা অফিস। • ওয়েব সাইট।	বিনামূল্যে	সকাল ০৯:০০ হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত ওয়েব সাইটের মাধ্যমে যে কোন সময়	উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) ফোনঃ ০২-৯১১৩০৫৯ মোবাঃ ০১৫৫২৩৩৬১৬৪ ইমেইলঃ dewanahossain@gmail.com এবং সংশিণ্টষ্ট জেলা বাজার কর্মকর্তা|
৩	১১ থেকে ২০ গ্রেড পর্যন্ত শুন্য পদে জনবল নিয়োগ	• বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ • আবেদনপত্র গ্রহণ • পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ণ • নিয়োগপত্র জারী	ছবি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফর্মে আবেদন। প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ী, ঢাকা।	নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত আবেদন ফি।	০৪ (চার) মাস।	মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর। ফোনঃ ৯১১৪৩১০ E-mail: dg@ dam.gov.bd

গ) অভ্যন্তরীণ সেবাঃ

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীশা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	জিপিএফ মঞ্জুরী	• আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই • মঞ্জুরীপত্র জারী	i. জিপিএফ এর ব্যালেন্স সীট ii. অধিদপ্তরের হিসাব শাখা	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্ম দিবস	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর। ফোনঃ ৯১১৪৭৬৫ sayed.nandan@yahoo.com
	অর্জিত ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি	• আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই • মঞ্জুরীপত্র জারী	i. ছুটির আবেদন পত্র ii. ছুটি প্রাপ্তির হিসাব iii. অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্ম দিবস	
	পেনশন মঞ্জুরী	• আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই • মঞ্জুরীপত্র জারী	i. নর্ধারিত পেনশন আবেদন ফরম ii. পাসপোর্ট সাইজ ছবি iii. পিআরএল মঞ্জুরীর আদেশ. iv. প্রাপ্য পেনশনের উত্তরাধিকারী ঘোষণাপত্র v. নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কর্মদিবস	

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			আংগুলের ছাপ vi.এস,এস,সি সার্টিফিকেট vii দায়িত্ব হস্তান্তরের কপি viii. সরকারী বাসায় বসবাস না করার প্রত্যয়ন পত্র ix. আনুগত্য সনদপত্র x. নাগরিকত্ব সনদপত্র xi. না-দাবী সনদপত্র xii. অঙ্গীকারনামা xiii. অডিট প্রত্যয়ন পত্র xiv. চাকুরীর বিবরণী। xv. প্রত্যাশিত শেষ বেতন সনদ			
	যানবাহন	প্রাধিকারভূক্ত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের অফিসিয়াল কাজে যানবাহন ব্যবহারের আদেশ জারী	যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন। প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ী, ঢাকা		০৩ (তিন) মাস	

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

সংস্থার নাম	পদের ক্যাটাগরি	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	ক) ১ম শ্রেণি			
	স্থায়ী ক্যাডার (এলআর ব্যতীত)	৯২	২৫	৬৭
	নন ক্যাডার	২৭	১৫	১২
	উপমোট (প্রথম শ্রেনি):	**১১৯**	**৪০**	**৭৯**
	খ) ২য় শ্রেনি	৪৫	০০	৪৫
	গ) ৩য় শ্রেনি	৩৬২	২১৮	১৪৪
	ঘ) ৪র্থ শ্রেনি	৩৪৮	১৬৯	১৭৯
	(ক+খ+গ+ঘ) সর্বমোট:	**৮৭৪**	**৪২৭**	**৪৪৭**

অধিদপ্তর প্রধানগণের নামের তালিকা

ক্রমিক	অধিদপ্তর প্রধানগণ	পদবী	মেয়াদ
০১	জনাব টি হোসেন, টিকিউএ	পরিচালক	০১-০১-১৯৬১ হতে ০৮-০১-১৯৭০
০২	জনাব কাজী মজির উদ্দিন	পরিচালক	০৯-০১-১৯৭০ হতে ০৩-১১-১৯৭৭
০৩	জনাব এ, কে, এম, বজলুর রহমান	পরিচালক	০৪-১১-১৯৭৭ হতে ১১-০১-১৯৮২
০৪	জনাব কাজী মজির উদ্দিন	পরিচালক	১২-০১-১৯৮২ হতে ৩০-০৩-১৯৮৭
০৫	জনাব মোঃ সুজাউদ্দৌলা	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৩১-০৩-১৯৮৭ হতে ৩১-১২-১৯৮৭
০৬	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন শিকদার	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১-০১-১৯৮৮ হতে ৩১-০৬-১৯৮৮
০৭	জনাব এ, কে, এম, বজলুর রহমান	পরিচালক	০১-০৭-১৯৮৮ হতে ৩১-০৩-১৯৯১
০৮	জনাব দবির উদ্দিন আহমেদ	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১-০৪-১৯৯১ হতে ৩১-০৩-১৯৯৩
০৯	জনাব আতিকুর রহমান	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১-০৪-১৯৯৩ হতে ২৮-০১-১৯৯৪
১০	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	২৯-০১-১৯৯৪ হতে ২৭-০১-১৯৯৭
১১	জনাব মোঃ মমিনুল হক	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	২৮-০১-১৯৯৭ হতে ২৪-০৮-২০০৪
১২	জনাব সিরাজুল ইসলাম	পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	২৫-০৮-২০০৪ হতে ৩০-১০-২০০৮
১৩	জনাব ড. এম, এ মোমেন	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১-১১-২০০৮ হতে ১০-০১-২০০৯
১৪	জনাব আকমল হোসেন আজাদ	পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১১-০১-২০০৯ হতে ১৫-০২-২০০৯
১৫	জনাব এ, জেড এম শফিকুল ইসলাম	পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৬-০২-২০০৯ হতে ০২-০৫-২০০৯
১৬	জনাব মোঃ মাহ্‌ফুজ-উল আলম	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	০৩-০৫-২০০৯ হতে ২৪-১১-২০১০
১৭	জনাব মোঃ মমিনুল হক	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	২৪-১১-২০১০ হতে ২৮-০৪-২০১১
১৮	জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ(এনডিসি)	পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	২৮-০৪-২০১১ হতে ০৮-০৫-২০১১
১৯	জনাব ছিদ্দিকুর রহমান	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	০৮-০৫-২০১১ হতে ০৬-০২-২০১২
২০	জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৫-০৩-২০১২ হতে ০২-০৪-২০১২
২১	জনাব আবদুল্লাহ্‌ আল মোহসীন চৌধুরী	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	০২-০৪-২০১২ হতে ০১-০৪-২০১৪
২২	জনাব কাজী ওবায়দুর রহমান	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১-০৪-২০১৪ হতে ২৯-০৫-২০১৪
২৩	জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	২৯-০৫-২০১৪ হতে ৩০-০৯-২০১৫
২৪	জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ	মহাপরিচালক	০১-১০-২০১৫ হতে ২৭-০৯-২০১৮
২৫	ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানুম	মহাপরিচালক	২৭-০৯-২০১৮ হতে ১০-০৩-২০১৯
২৬	মোহাম্মদ ইউসুফ	মহাপরিচালক	১০-০৩-২০১৯ হতে অদ্যবধি

অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ বিপণন সেবা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরত্বপূর্ণ সেবাসমূহ

১) বাজার সংযোগ সম্পর্কিত সেবা ঃ

কৃষক/উৎপাদক/উদ্যোক্তাগণের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তা/টার্মিনাল মার্কেট/সুপার মার্কেটে বিক্রির লক্ষ্যে বাজারকারবারীদের সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে এ সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদানকৃত সেবা ঃ

- ভোক্তা/টার্মিনাল মার্কেট/সুপার মার্কেটের বাজারকারবারীদের সরাসরি সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সভা আয়োজন এবং চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা প্রদান ;
- বাজারকারবারীগণের সাথে উৎপাদক/উদ্যোক্তা/কৃষক বিপণন দল এর সাথে সংযোগ স্থাপনে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন ;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন অবকাঠামো/লজিস্টিক ব্যবহারের সুযোগ প্রদান ;

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ঃ

- অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে বিনামূল্যে বাজার সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া অধিদপ্তরের আওতাধীন অবকাঠামো/লজিস্টিকের সংশ্লিষ্ট ব্যবহার নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত ভাড়া/সার্ভিস চার্জ প্রদান সাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২) বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টিঃ

কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণের সহজে বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন (সমাপ্ত) প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে গ্রোয়ার্স, পাইকারী, সেন্ট্রাল মার্কেট, এসেম্বল সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। এ সকল বাজার অবকাঠামোসমূহ রাজধানী ঢাকা, জেলা সদর এবং উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত। এসকল বাজার অবকাঠামো সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কমিটি কর্তৃক পরিচালনা করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তরাধীন বাজার অবকাঠামোসমূহের আওতায় সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন ধরণের বিপণন সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদানকৃত সেবা ঃ

- ওপেন স্পেসে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/বাজারকারবারীদের জন্য বিপণন কার্যক্রম সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি
- মহিলা কর্নারে মহিলাদের বিপণন সুবিধা প্রদান ;
- দলগত বিপণনের সুবিধার্থে কৃষক বিপণন দল/ব্যবসায়ী/অন্যান্য গ্রুপের সভা আয়োজনের জন্য অফিস কক্ষ ব্যবহারের সুবিধা প্রদান ;
- বাজারে অবস্থিত গুদামে অবিক্রিত পণ্য সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান ;
- বাজারে অবস্থিত দোকানের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে ব্যবসা করার সুবিধা প্রদান;

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ঃ

অধিদপ্তরের আওতাধীন বিপণন অবকাঠামো ব্যবহারের বিষয়ে বিদ্যমান নীতিমালার অধীনে আগ্রহী কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/ উদ্যোক্তাগণ/বাজারকারবারীগণ সংশ্লিষ্ট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে বিদ্যমান স্পেস/দোকান/সংরক্ষণ গুদাম বরাদ্দ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন।

৩) **শস্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান ঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক এবং ভূমিহীন ও বর্গাচাষীদের উৎপাদিত শস্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলের ২৭টি জেলার ৫৬টি উপজেলায় অবস্থিত ৮১টি গুদামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি অব্যাহত আছে। ৮১টি গুদামের মধ্যে ১২টি গুদাম নিজস্ব এবং অবশিষ্ট ৬৯টি গুদাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হতে বার্ষিক ভাড়ার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রদানকৃত সেবা ঃ

- নির্ধারিত গুদামসমূহে এলাকার সংশ্লিষ্ট কৃষক/ভূমিহীন/বর্গাচাষী তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সংরক্ষণ করতে পারেন ;
- সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কৃষক/ভূমিহীন/বর্গাচাষী নির্ধারিত ব্যাংক শাখা হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ঃ

অধিদপ্তরের আওতাধীন শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। গুদামের আওতাধীন তালিকাভূক্ত কৃষকগণ গুদাম পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে গুদামে শস্য জমা রাখতে পারেন।

৪) **ই-বিপণন সেবা ঃ**

বিশ্বব্যাপী কৃষি ক্ষেত্রে ICT-এর প্রয়োগ ও প্রসারের মাধ্যমে e-agriculture, e-marketing, e-commerce, e-trading, virtual market প্রভৃতি পদ্ধতির উন্মেষ ঘটছে। বিশেষ করে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা ও commodity exchange-এর উন্নয়ন ও প্রসারে ICT-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ধরণের তথ্য সেবার পাশাপাশি ই-বিপণন সেবা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকগণ মধ্যস্থ বাজার কারবারীগণকে এড়িয়ে সরাসরি ক্রেতার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- ইন্টারনেট ও মোবাইলের মাধামে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের দেশব্যাপী বাজারদর সংগ্রহ ও প্রচার করা;
- www.dam.gov.bd-ওয়েব-সাইট এর মাধ্যমে কৃষি বিপণন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি প্রচার করা হয়।
- কৃষি বাজার অবকাঠামোগত তথ্য সেবা প্রদান করা হয়।
- ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ই-বিপণন সেবা যেখানে কৃষকগণ বিনামূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিষয়ক তথ্য ক্রেতা সাধারণের জন্য প্রদর্শন করতে পারবেন এবং ক্রেতাগণও তাদের পছন্দ অনুযায়ী সরাসরি কৃষক ভাইদের সাথে যোগাযোগ করে ক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারেন।
- বিভিন্ন গুররত্বপূর্ণ বাজারে ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাজারদর প্রদর্শন।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

- কম্পিউটার, মোবাইল ও ট্যাবের মাধ্যমে যে কেউ কৃষিপণ্যের বাজারদর বিষয়ক তথ্য বিনামূল্যে পেতে পারেন;
- যে কোন কৃষিপণ্যের বাজারদর নিয়মিতভাবে জানার জন্য অত্র অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের মাধ্যমে Push Service-গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারেন;
- ই-বিপণন সেবা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এ (www.dam.gov.bd)ব্রাউজ করে Registration-এর জন্য বিনামূল্যে আবেদন করতে পারেন।

৫) **সাপ্লাই চেইন সম্পর্কিত সেবা ঃ**

বিভিন্ন কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ধরণের লজিস্টিক ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় সংগৃহীত এ সকল লজিস্টিক কৃষিপণ্যের

সাপ্লাই চেইন উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এ সকল লজিস্টিক এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদানকৃত সেবা ঃ

- কুলভ্যান ও ট্রাকের মাধ্যমে পরিবহন সুবিধা প্রদান ;
- কৃষিপণ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত কুল চেম্বার সুবিধা প্রদান ;
- কৃষক দলের জন্য স্বল্প দূরত্বে পরিবহনের জন্য ভ্যান প্রদান ;
- পণ্যের সঠিক ওজন পরিমাপের জন্য ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র প্রদান ;
- পণ্য পরিবহন/প্যাকেজিং এর জন্য প্লাস্টিক ক্যারেট সুবিধা প্রদান ;
- ভারী পণ্য স্থানান্তরের জন্য এ্যাসেম্বল সেন্টারে ক্রেনের ব্যবহার ;

সেবা প্রদান প্রক্রিয়াঃ

অধিদপ্তরের আওতাধীন লজিস্টিকের ব্যবহারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। আগ্রহী কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের জন্য কুলভ্যান, ট্রাক এবং পণ্য সংরক্ষণের জন্য কুলচেম্বার ভাড়া নিতে পারবেন। এছাড়া বাজারে স্থাপিত ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র ও প্লাস্টিক ক্যারেট বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন।

৬. কৃষক বিপণন দল গঠন ঃ

দরিদ্র জনগোষ্ঠির দেশ বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র ও মাঝারী ধরণের যে কারণে তাদের নিজস্ব উৎপাদিত স্বল্প পরিমাণের কৃষিপণ্য বড় বাজারসমূহে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই লাভজনক হয় না। অন্যদিকে কৃষি উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ছোট কৃষকগণের বিভিন্ন খাতে খরচের হারসমূহ বড় কৃষকের তুলনায় অনেক বেশী হয়ে থাকে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণের উপায় হিসেবে দল ভিত্তিক বিপণনে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- কৃষক দল গঠন।
- কৃষক/উদ্যোক্তা/প্রক্রিয়াজাতকারী প্রশিক্ষণ।
- লজিস্টিক সাপোর্ট।
- অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত বাজার অবকাঠামোসমূহে প্রবেশে এবং বিভিন্ন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

- নির্বাচিত এলাকায় দলভিত্তিক বিপণনের সুফল সম্পর্কে অবহিতকরণ, প্রচারণা, ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান।
- অধিদপ্তর কর্তৃক আগ্রহী কৃষক বাছাই, দল গঠন এবং সহযোগিতা প্রদান।
- যে কোন এলাকায় কৃষকগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে দলভিত্তিক বিপণনে আগ্রহ প্রকাশ করলে অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।
- এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য কৃষক ভাইদের কোন বাড়তি খরচ বহন করতে হয় না।

৭. কৃষি ব্যবসায় ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঃ

বাংলাদেশের কৃষি আজ ধীরে-ধীরে বাজারমুখী কৃষিতে রুপান্তরিত হচ্ছে এবং অন্যান্য খাতের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বৃদ্ধির অপার সম্ভাবনা উম্মোচিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে কৃষি ব্যবসা ও কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে অত্র অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। এর আওতায় আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন ধরণের সেবা ও সহযোগীতা দেয়া হয়ে থাকে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শ ও গবেষণা ধর্মী সেবা।
- কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত এবং উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রচারণা ও প্রণোদনা।
- আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে সফল কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তাগণের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য সহযোগীতা।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

- অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের সহযোগী এনজিও এর মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তাগণকে কোন আর্থিক খরচ বহন করতে হয় না।
- বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন সফল উদ্যোগ ও কার্যক্রম পরিদর্শন করানো হয়।
- স্ব-প্রণোদিত হয়ে কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাগণ পরামর্শ সেবা চাইলে তা প্রদান করা হয়।

৮. মূল্য সংযোজন সহায়ক সেবা ঃ

কৃষিখাতের উন্নয়নের সাথেসাথে বিশ্বায়ন এবং ভোক্তাগণের জীবনমান ও খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে কৃষি ও প্রাণীজ পণ্যের প্রক্রিয়াজাত এবং মূল্য সংযোজনী কার্যক্রম সর্বত্রই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের কৃষিখাতেও মূল্য সংযোজনী কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই কার্যক্রমকে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য অত্র অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় শস্য উৎপাদনকারী গুররত্বপূর্ণ এলাকায় স্থাপনকৃত প্রসেসিং-কাম-ট্রেনিং সেন্টার এর মাধ্যমে পণ্যের প্রক্রিয়াজাত এবং মূল্য সংযোজনী সম্পর্কিত প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রসেসিং-কাম-ট্রেনিং সেন্টারসমূহের সুবিধাসমূহ উদ্যোক্তা বা আগ্রহী কৃষকগণ নির্দিষ্ট নমুনা পণ্য (Sample Product) তৈরীর ব্যাপারে ব্যবহার করতে পারেন।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

- অধিদপ্তর সারা বছর ব্যাপী সময়ে-সময়ে নির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে যেখানে আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তাগণ বিনা খরচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন।

- আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তা, কৃষি ব্যবসায়ীগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে দলবদ্ধভাবে আবেদন করলে অধিদপ্তর সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।
- সংশ্লিষ্ট সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে প্রসেসিং -কাম-ট্রেনিং সেন্টারের সুবিধাদি ব্যবহার করতে পারেন।

৯) বিপণন সহায়ক ঋণ কার্যক্রম ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিপণন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নরুপ ০২(দুই) ধরণের ঋণ সুবিধা বিদ্যমানঃ

i. কৃষি ব্যবসা উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ ঃ

সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অধীনে গঠিত রিভলভিং ফান্ডের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী কৃষি ব্যবসা কার্যক্রমকে সহায়তা করার নিমিত্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- কৃষি ব্যবসা কার্যক্রমকে সহায়তার নিমিত্ত ঋণ প্রদান ;
- ঋণের পরিমাণ ৩৫,০০০/- হতে ৩,৫০,০০০/- টাকা ;
- ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বছর ;
- গ্রেস পিরিয়ড সর্বোচ্চ ০৩(তিন) মাস ;
- সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক ঋণ গ্রহিতা উদ্যোক্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ সেবা প্রদান।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ০৩ (তিন)টি এনজিও (যথাঃ ব্র্যাক, আশা, টিএমএসএস)-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশিণ্টষ্ট এনজিও কর্তৃক নির্ধারিত হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়।

ii. শস্য গুদাম ঋণ ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমাপ্ত শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প যা পরবর্তীতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত এবং বর্তমানে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় অভাবতাড়িত বিক্রয়রোধ করার নিমিত্ত জমাকৃত শস্যের বিপরীতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে ।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- দলগতভাবে কাজ করার জন্য গ্রুপ গঠন;
- শস্য সংরক্ষণের সুবিধা;
- জমাকৃত শস্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তফসিলভুক্ত ব্যাংকের সংযুক্ত শাখার মাধ্যমে ঋণ প্রদানের সুবিধা;
- বিপণন বিষয়ক পরামর্শ সেবা প্রদান।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

স্থানীয় গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক জমাকৃত শস্যের বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়।

১০) **লাইসেন্সিং ও বিপণন সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ ঃ**

কৃষি ও প্রাণিজ পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা একটি দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার অন্যতম চালিকা শক্তি। আর সুষ্ঠু ও কার্যকরী বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পরে একটি শক্তিশালী আইনগত ভিত্তির। উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বাজার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের সুযোগ কম থাকলেও উন্নয়নমুখী দেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে সময়ে সময়ে বাজার ব্যবস্থা এবং বাজারকারবারীদের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য হয়ে পরে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রয়োগকৃত কৃষিপণ্য আইন, ১৯৬৪ (১৯৮৫ সনে সংশোধিত)-এর আওতায় কৃষক এবং খুচরা ব্যবসায়ী ছাড়া কৃষিপণ্যের সকল ধরণের ব্যবসায়ী বা বাজারকারবারীগণকে বিপণন লাইসেন্স প্রদান করা হয়।
- বাজারকারবারীগণ ও ক্রেতা সাধারণের মাঝে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানে আইনের আওতায় অত্র অধিদপ্তর মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে থাকে।
- পরিমিত বাটখারা ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার বাজার কর্মকর্তার মাধ্যমে বাজারকারবারীগণ তাদের ব্যবহৃত বাটখারা এবং ভোক্তাগণ তাদের ক্রয়কৃত পণ্যের ওজন যাচাই করার সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

- কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের পরিস্থিতি ও সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক বাজার নির্বাচন করে তাকে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়।
- প্রজ্ঞাপিত কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের বাজারকারবারীগণকে নির্দিষ্ট ফর্ম এর মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ফি প্রদান করে বিপণন লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করতে হয়।
- অধিদপ্তর উক্ত আবেদন যাচাই করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিপণন লাইসেন্স ইস্যু করে।
- চাষী এবং খুচরা ব্যবসায়ীকে এই লাইসেন্সিং কার্যক্রম হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।
- ব্যবসায়ীগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে তাদের বাটখাড়া যাচাই এর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা মার্কেটিং অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও চ্যালেঞ্জ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত মাঠ পর্যায়ের ৬৪টি জেলা অফিস ও ৪টি উপজেলা অফিস হতে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ভিত্তিতে পাইকারী, খুচরা ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর সংগ্রহ ও সংকলন পূর্বক ওয়েবসাইট (www.dam.gov.bd) ও অন্যান্য মাধ্যমে ১৬,১৪০ বাজার তথ্য ৩,০২৩ বুলেটিন ও ২৪১ টি প্রতিবেদন আকারে প্রচার করা হয়েছে।
- সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রচলিত কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ৯৪৯ টি নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রায় ৫০,০০০ জন কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীদের মধ্যে লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন বাবদ সরকারী কোষাগারে প্রায় ১.৬৭ কোটি টাকা জমা করা হয়েছে।
- কৃষকদের অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধ করার জন্য শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৮১টি গুদামের মাধ্যমে ৪০১৯ জন কৃষকের ৪২৮৭ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তফসিলী ব্যাংকের মাধ্যমে ৪.৫৩৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক, প্রশাসনিক, কৃষি বিপণন, বাজার তথ্য, আইসিটি ইত্যাদি বিষয়ে সর্বমোট ৩৬১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রত্যেক-কে ৬০.৫০ ঘন্টা অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, পর্তুগাল, শ্রীলঙ্কায় মোট ০৮ (আট) জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।
- বাজার সংযোগ স্থাপন ও কৃষকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে সর্বমোট ৪২০ টি কৃষক গ্রুপ/কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। এই সকল গ্রুপে সর্বমোট ৫,২০০ জন কৃষক সদস্য রয়েছেন।
- কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাজার ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় কর্তনোত্তর প্রযুক্তি, ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ, শাক-সব্জি ও ফল মূল প্যাকেটজাতকরণ, ফ্রেশকাট, মিক্সড সব্জি ও ফলমূল বিপণন, বাজার ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন, উচ্চমূল্যের ফসল সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ১০,০০০ জন কৃষক/উদ্যোক্তা/বাজারকারবারী/সুপারশপ প্রতিনিধি/বাজার কমিটির সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে ০৪টি আঞ্চলিক ও ০৪টি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।
- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে ২৫টি মোটিভেশনাল ট্যুরের আয়োজন করা হয়েছে, যার আওতায় ৮৯০ জন কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে।
- কৃষকদের বিপণন অবকাঠামো সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় ৪টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল এসেম্বল সেন্টারে কৃষক ও ব্যবসায়ী সরাসরি পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা পাচ্ছে।
- সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় সিলেট বিভাগের ০৪টি জেলায় পঁচনশীল কৃষিপণ্য গৃহ পর্যায়ে সংরক্ষণের জন্য ৩০টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার স্থাপন করা হয়।
- ফ্রেশকাট শাক-সবজী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী'র আওতায় ফ্রেশকাট শাক-সবজী, ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বাজারজাতকরণ বিষয়ে ১৮০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া ফ্রেশকাট শাকসজি বাজারজাতকরণের জন্য প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাতকরণ যন্ত্রপাতি, কুল সুবিধা সম্বলিত ভ্যান সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।
- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজারদর ও কৃষি বিপনন তথ্য কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও সাধারণ ভোক্তাসহ সকল শ্রেণীর নিকট সহজলভ্য করার জন্য দেশব্যাপী ৫০ টি জেলায় ৫০ টি ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ০৬টি গবেষণা শাখা ও অন্যান্য শাখা ও জেলা হতে থেকে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কৃষিপণ্যের মূল্যভিত্তিক ২০০টি প্রতিবেদন এবং ১৬৬৩০ টি পোস্টার, হ্যান্ডবিল, স্টিকার, ব্রুশিয়ার, বুকলেট ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।

- খুচরা বাজারে কৃষিপণ্যের বাজারমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে খুচরা, পাইকারী, আড়ৎদার, সুপারশপ ও অন্যান্য কৃষি ব্যবসায়ীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারন করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী সারা দেশে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

বিশেষ অর্জন/স্বীকৃতি ঃ

- জাতীয় ফল প্রদর্শনী ও ফল মেলা'২০১৮-এ অংশগ্রহণ করে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ৩য় পুরস্কার অর্জন করে।
- জাতীয় খাদ্য মেলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ২য় স্থান অর্জন করে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জসমূহ

বিপণনকে বলা হয় অদৃশ্যমান কিন্তু সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ কাজ। কৃষিপণ্যের বিপণন অত্যান্ত দূঢ়হ, জটিল ও চ্যালেঞ্জিং কাজ। পৃথিবীর সকল দেশের কৃষি বিপনে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রয়েছে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ। যেমনঃ

১) প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত জনবলের অভাব:

- দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের অভাব।
- অনুমোদিত নিয়োগবিধি না থাকায় শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।
- উপজেলা পর্যায়ে অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো নেই। ফলে সরাসরি কৃষকের সান্নিধ্যে গিয়ে তাদের সরাসরি সেবা প্রদান করা যাচ্ছেনা।
- জেলা পর্যায়ে মাত্র ০১ জন কর্মকর্তা এবং ১-২ জন জনবল দ্বারা কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ এর সুবিশাল বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় প্রস্তাবিত ৪,১৮৬টি পদের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২,৬০৪টি পদ (উপজেলাসহ) সৃজনের সম্মতি প্রদান করা হলেও চূড়ান্তভাবে মাত্র ৪০০টি পদ সৃজনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। যার দ্বারা দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করা দূঢ়হ ব্যাপার।
- উপযুক্ত জনবলের অভাবে বিপণন সংশ্লিষ্ট অগ্র ও পশ্চাদ সংযোগ, মূল্য সংযোজন, চাহিদা সরবরাহ, প্রক্ষেপণ, গ্রেডিং, প্রমিতকরণ, শ্রেণিকরণ, ব্র্যান্ডিং, সাপ্লাই চেইনসহ দল ও চুক্তি ভিত্তিক বিপণন সহায়তা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছেনা।
- প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে অস্থিতিশীল ও অস্বাভাবিক বাজার পরিস্থিতিতে তাৎক্ষনিক কার্যক্রম গ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

২) প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস-এর অভাব ঃ

- আধুনিক যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস যেমনঃ নিজস্ব অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রয়োজনীয় যানবাহন, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, গ্রেডিং সর্টিং, প্যাকিং হাউজ, পর্যাপ্ত বাজার অবকাঠামোর সুবিধার অভাব।কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনী কার্যক্রমে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও লজিস্টিক্স-এর অভাব রয়েছে।
- নিরাপদ খাদ্য, কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষক, ল্যাব, মেশিনারিজ, বিভিন্ন উপকরণাদি ও লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব রয়েছে।
- প্রক্রিয়াজাতকারী, কৃষি ব্যবসায়ী বিশেষ করে রপ্তানী সম্প্রসারনে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক্স এর ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে।
- নিরাপদ খাদ্য , কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতরণের প্রয়োজনীয় কারিগরী যন্ত্রাদি ও উপকরণের অভাব রয়েছে।
- পঁচনশীল কৃষিপণ্যের উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে পরিবহনে পর্যাপ্ত সংখ্যক কুলিং ভ্যান, রিফার্ড ভ্যান বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে।

৩) বিপণন বিষয়ে আধুনিক কারিগরী দক্ষতার অভাব ঃ

- আধুনিক প্রযুক্তিগত ও কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন জনবলের অভাবে যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।
- আধুনিক কৌশলগত বিপণন এবং আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে উন্নত প্রশিক্ষণের অভাবে কারণে কাঙ্খিত মাত্রায় রপ্তানী বাজার-এর উন্নয়ন সম্ভবপর হচ্ছে না

- আন্তজার্তিক বাজারে কৃষিপণ্যের অনুপ্রবেশ ও নতুন নতুন বাজারের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও FAO, WTO সহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী কৃষিপণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হচ্ছেনা।

৪) নীতি ও আইনগত কাঠামোর দুর্বলতা ও সংস্কার ঃ

- কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ পাশ হলেও কৃষি বিপণন বিধিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন থাকায় কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রদান, নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখা, কৃষি ব্যবসা সম্প্রসারণ , চুক্তিভিত্তিক বিপণন, সমবায় বিপণন সম্প্রসারনসহ কৃষিপণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির মত গুরত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছেনা।
- কৃষিপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় আইনগত কাঠামোর দূর্বলতার কারণে এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না।
- কৃষক, উৎপাদক ও ভোক্তার স্বার্থ রক্ষার্থে আধুনিক বিপণন সহায়ক নীতি প্রণয়ন আবশ্যক।

৫) আন্তঃমন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ঃ

- কৃষি পণ্যের উৎপাদন, বিপণন, বানিজ্য সম্প্রসারণ, গবেষণা ও নীতি নির্ধারনের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। উক্ত সমন্বয়হীনতার কারণে দ্রুত বিপণন সেবা কৃষক, ভোক্তা ও ব্যবসায়ীর নিকট পৌছানো সম্ভব হচ্ছেনা।
- উৎপাদক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও ভোক্তা পর্যায়েও সমন্বয় দূঢ়হ হয়ে পড়েছে।

৬) বিপণন অবকাঠামোর দুর্বলতা ঃ

- কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রদানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এসেম্বল সেন্টার ও কৃষক মার্কেটের অভাব রয়েছে।
- কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু ও নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ শৃঙ্খল বজায় রাখার জন্য শীতলীকরণের সুযোগসহ প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যবস্থার অভাব রয়েছে।
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ-এর জন্য প্রয়োজনীয় কুল চেম্বার ও কোল্ড ষ্টোরেজ ইত্যাদির অভাব রয়েছে।
- গুরত্বপূর্ণ পঁচনশীল কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষায়িত কুল চেম্বারের অভাব রয়েছে।
- কৃষকের দর কষাকষির সক্ষমতা অর্জনের মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষক সংগঠনের অভাব রয়েছে।
- গ্রামীণ কৃষকের প্রাথমিক কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাসে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক হিমাগার বা স্বল্প মূল্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে।
- ই-কৃষি বিপণন ব্যবস্থা না থাকায় মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌড়াত্ম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছেনা।

অধিদপ্তরের কার্যক্রম

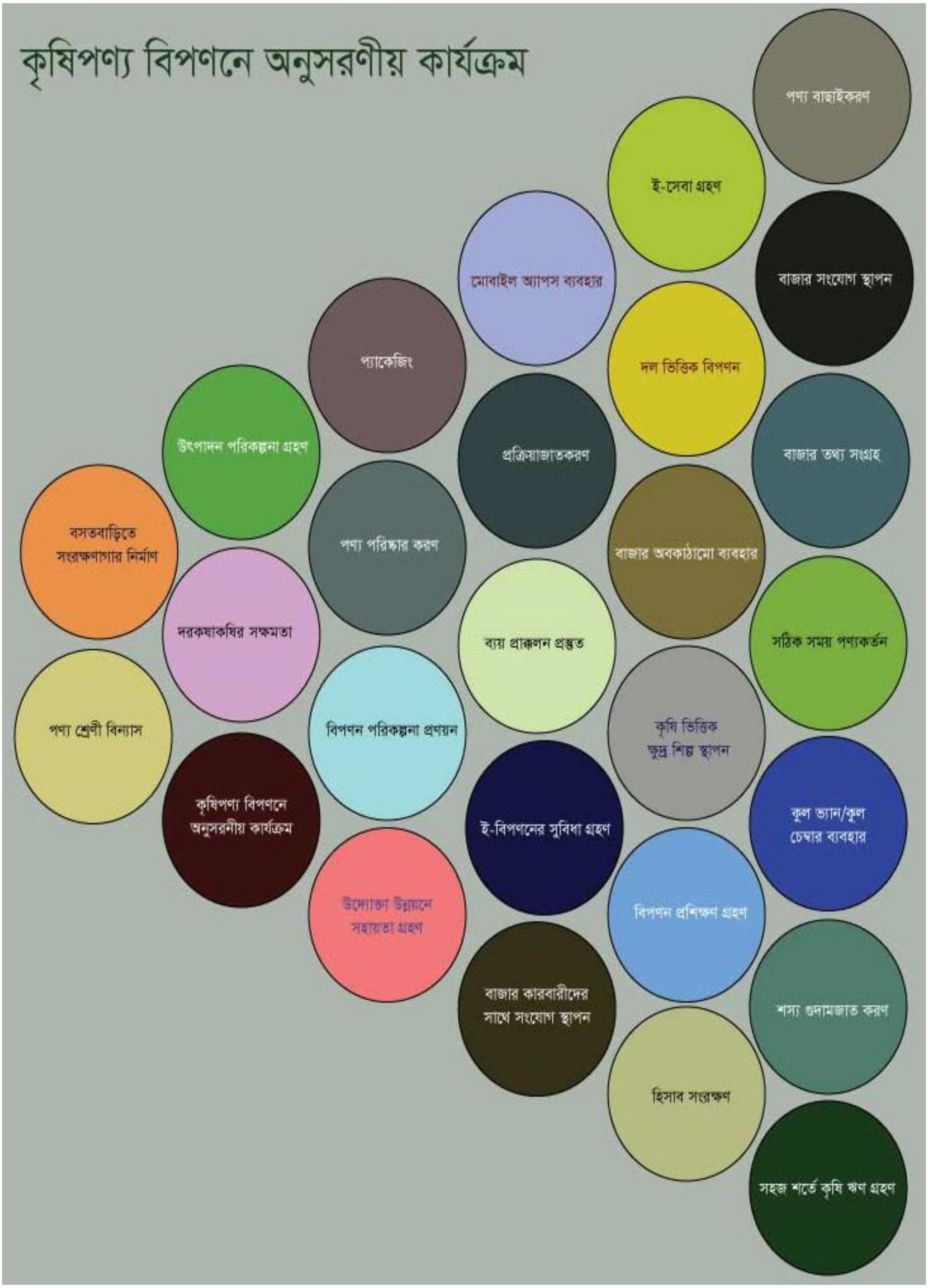
কৃষিপণ্য বিপণনে অনুসরণীয় কার্যক্রম
পণ্য বাছাইকরণ
ই-সেবা গ্রহণ
মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার
বাজার সংযোগ স্থাপন
প্যাকেজিং
দল ভিত্তিক বিপণন
উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ
প্রক্রিয়াজাতকরণ
বাজার তথ্য সংগ্রহ
বসতবাড়িতে সংরক্ষণাগার নির্মাণ
পণ্য পরিষ্কার করণ
বাজার অবকাঠামো ব্যবহার
দরকষাকষির সক্ষমতা
ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত
সঠিক সময় পণ্যকর্তন
পণ্য শ্রেণী বিন্যাস
বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়ন
কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন
কৃষিপণ্য বিপণনে অনুসরনীয় কার্যক্রম
ই-বিপণনের সুবিধা গ্রহণ
কুল ভ্যান/কুল চেম্বার ব্যবহার
উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহায়তা গ্রহণ
বিপণন প্রশিক্ষণ গ্রহণ
বাজার কারবারীদের সাথে সংযোগ স্থাপন
শস্য গুদামজাত করণ
হিসাব সংরক্ষণ
সহজ শর্তে কৃষি ঋণ গ্রহণ

সদর দপ্তরের কার্যক্রম

বাজার সংযোগ শাখা

কার্যাবলী ঃ

- বাজার তথ্য সেবা সমৃদ্ধ ও জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজারদর ও বাজার তথ্য কৃষক পর্যায়, পাইকারী ও খুচরা পর্যায় হতে সংগ্রহ, পণ্যের যোগান, পণ্যের সরবরাহ ও উৎপাদনের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণ পূর্বক তা কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের নিকট যথাসময়ে সরবরাহ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- কৃষিপণ্যের যোগান, চাহিদা ও বাজারদর নিয়মিতভাবে মনিটর করা এবং পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে বাজারদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত করে বাজারদর স্থিতিশীল রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।
- বিভিন্ন বাজারের বাজারদরসহ প্রয়োজনীয় তথ্য বেতার, টিভি এবং ওয়েব-সাইটসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা।খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ ফসলের মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতির সাপ্তাহিক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনবোধে মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করা।
- পণ্যের যোগান ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজার নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।
- পণ্যের যোগান ও বাজারদরের মধ্যে কোন ধরণের অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হলে বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সমাধান করা।
- পাইকারী ও খুচরা বাজারদরের পার্থক্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ফসলের উৎপাদন খরচ ও বিপণন ব্যয়ের আলোকে খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- বাজার তথ্য শাখায় রক্ষিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সরকারী/বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা।
- আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃসংস্থা আয়োজিত সভার জন্য তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন এবং প্রয়োজনবোধে মহাপরিচালকের পক্ষে সভায় যোগদান করা।কৃষি ব্যবসায়ী এবং নিরাপদ সবজি উৎপাদনকারী কৃষকদের তথ্য সংগ্রহ পূর্বক প্রকাশ করা।

প্রদানকৃত সেবাসমূহ:

- সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী, খুচরা ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদরসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- জেলা ভিত্তিক প্রধান প্রধান ২০টি বাজারের কৃষক প্রাপ্ত/মৌসুমী ফসলের পাক্ষিক বাজারদর সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সাপ্তাহিক (সপ্তাহান্তে বুধবার) বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষিত বাজারদর প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে সরবরাহ।
- সকল জেলায় একটি করে নিরাপদ সবজি কর্ণার স্থাপন করে নিরাপদ ভাবে উৎপাদিত সবজির বিপণন ব্যবস্থা করা এবং কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে যোগ সূত্র স্থাপন করা।

প্রাতিষ্ঠানিক সেবা:

৬৮টি বাজার হতে প্রধান প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী ও খুচরা, ১২৮টি বাজার হতে কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর, জেলা ভিত্তিক প্রধান-প্রধান ২০টি বাজারের মৌসুমী ফসলের পাক্ষিক, জেলা সদর বাজারের প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সাপ্তাহিক বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং সংরক্ষিত তথ্য সরকারের গুরত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরা

বাজার তথ্য সরবরাহঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ও জেলা অফিস হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা যেমন- হাসপাতাল, পুলিশ, সিভিল সার্জন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, কোল্ড ষ্টোরেজ মালিক ও কোল্ড ষ্টোরেজ এ্যাসোসিয়েশন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, র‌্যাব, সেনাবাহিনী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক ভিত্তিতে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে অত্র শাখা হতে লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে সর্বমোট ৬,৯৫৭টি পত্রের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।

ওয়েব সাইট এর মাধ্যমে বাজার তথ্য প্রচার ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের www.dam.gov.bd নামে একটি নিজস্ব ওয়েব-সাইট রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত সকল প্রকার বাজার তথ্য এই ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এই ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার হতে সংগৃহীত পাইকারী ও খুচরা বাজারদর এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, সিলেট ও খুলনার সদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ ৩১টি পণ্যের দৈনিক বাজারদর এর সাথে বিগত মাসের ও বছরের বাজারদরের তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। সকল জেলা সদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের দৈনিক বাজারদর প্রতিবেদন সরাসরি ওয়েবসাইট এ প্রকাশ করা হচ্ছে। এই ওয়েবসাইট হতে যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজনে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য ডাউনলোড করে নিতে পারেন বিনামূল্যে।

যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন ঃ

অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য প্রদর্শন ও পণ্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যের মূল্য পর্যালোচনা কালে কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যমূল্যের পার্থক্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার স্বার্থে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়ে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী, সুপার শপ, সিটি কর্পোরেশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা করে থাকে। উক্ত সভাসমূহে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যের মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, খুচরা পর্যায়ে চাল, ডাল, তেল ও চিনির ক্ষেত্রে পাইকারী মূল্যের সাথে ৮%, ব্রয়লার মুরগী ও ডিম ১২%, কক/সোনালী ১৫%, পিয়াজ, রসুন, আদা ও আলু ২০% এবং কাঁচা মরিচ ও সকল প্রকার পঁচনশীল শাকসব্জীতে ৩০% অতিরিক্ত মূল্য (বিপণন ব্যয়+মুনাফা) যোগ করে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে কারওয়ান বাজার, নিউমার্কেট, মোহাম্মদপুর টাউনহল ও মিরপুর-১নং বাজারের ব্যবসায়ী সমিতিকে প্রতিদিন প্রতিবেদন প্রদান এবং যৌক্তিক মূল্য অনুযায়ী ক্রয় বিক্রয়ের জন্য খুচরা ব্যবসায়ীদের অনুরোধ ও ব্যবসায়ী সমিতির সাথে যৌথভাবে বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। তাছাড়া অনুরুপভাবে সুপারশপ আগোরা, স্বপ্ন, মিনা বাজার ও প্রিন্স বাজারকে নির্ধারিত যৌক্তিক মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য যৌক্তিক মূল্যের তালিকা প্রেরণ ও বাজারদর মনিটরিং করা হচ্ছে।

বাজারসমূহের তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ

বাজার তথ্য শাখা হতে মাসিক ভিত্তিতে ৬৪টি জেলার প্রধান-প্রধান বাজারসমূহ পরিদর্শন করে বাজারসমূহের তদারকি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে বাজার পরিদর্শন করেন। বাজার পরিদর্শন কালে কর্মকর্তাগণ বাজারে কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও মজুদ এবং বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রতিবেদনে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে (মাসিক ভিত্তিতে) দেশের সকল জেলার পরিদর্শিত বাজারের সংখ্যা ৫,১৪০টি (প্রায়), প্রধান প্রধান আমদানীকৃত পণ্যের নাম ও পরিমাণ, বিভিন্ন জেলা সমূহে পণ্যসমূহের সরবরাহ পরিস্থিতি জানা যায়। Pesticide/Herbicide/Formaline/Carbaide-

এর ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার সংখ্যা ১,৪৮২ টি, যৌক্তিক মূল্য ও মেট্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন বিষয়ক সভার সংখ্যা ১,১৪০টি। সর্বোপরি বাজারে সার্বিক পরিস্থিতি প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়।

কোল্ড ষ্টোরেজ ও গুদামসমূহ তদারকি প্রতিবেদন ঃ

কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব বাংলাদেশের সকল গুদাম তদারকি করা। বাজার সংযোগ শাখা দেশের সকল জেলার গুদামসমূহের তদারকি প্রতিবেদন মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে প্রস্তুত করে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পরিদর্শিত কোল্ড স্টোরেজের সংখ্যা ১,৮৪৯টি (প্রায়), পরিদর্শিত গুদামের সংখ্যা ৪,১০৭ টি (প্রায়), কোল্ড স্টোরেজ/গুদামের ধারণক্ষমতা, সংরক্ষণকৃত পণ্যসমুহের নাম, কোল্ড স্টোরেজ/গুদামে সংরক্ষিত পণ্যের পরিমাণ এ সকল তথ্য সন্নিবেশিত থাকে।

কৃষিপণ্যের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রতিবেদনঃ

কৃষিপণ্যের মূল্য প্রতিনিয়তই উঠানামা করে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষিপণ্যের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ জানা প্রয়োজন। এই বিবেচনায় বাজার সংযোগ শাখা মাসিক ভিত্তিতে পণ্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। প্রতিবেদনে দেশের সকল জেলার বাজারে মূল্য বৃদ্ধি /হ্রাস প্রাপ্ত পণ্যের নাম, পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়ার কারণ, করণীয় সম্পর্কে জেলা কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় কর্মকর্তার মতামত প্রতিফলিত হয়।

সাপ্তাহিক মূল্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ

বাজার সংযোগ শাখা হতে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ঢাকা চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর সদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ ৩৬টি কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারদর এর সাথে একই সময়ের মাসিক ও বাৎসরিক মূল্য পরিস্থিতি, সরবরাহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এই প্রতিবেদনে গুরত্বপূর্ণ পণ্যের বাজারদরের হ্রাস/বৃদ্ধি, হ্রাস/বৃদ্ধির হার, হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ ও সরবরাহ পরিস্থিতি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরী ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে এই প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়ে থাকে।

এছাড়াও বাজার সংযোগ শাখা হতে গুরত্বপূর্ণ ২০টি জেলার অতিপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদরের সাপ্তাহিক পরিস্থিতি বিষয়ক পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে গুরত্বপূর্ণ ২০টি কৃষিপণ্যের সাপ্তাহিক বাজারদরের সাথে একই সময়ের মাসিক ও বাৎসরিক বাজাদরের হ্রাস/বৃদ্ধির বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। উভয় প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের অবগতি ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার জন্য প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

বাজার মনিটরিং এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ও টাস্কফোর্স সভায় যোগদান ঃ

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ প্রতি কর্মদিবসে ঢাকা মহানগরীর ০৮টি বাজার মনিটরিং করছেন। এই বাজারগুলোর মধ্যে ০৪টি হতে পাইকারী ও অন্য ০৪টি হতে খুচরা বাজারদরসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। বাজার মনিটরিং এর উদ্দেশ্য হলো বাজারদর সংগ্রহ, বাজাদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিতকরণ, এলাকা ভিত্তিক পণ্যের যোগান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সঠিক মূল্যে পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা। বাজারদর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য অনেক বেশী যা ভোক্তা সাধারণ অবগত নয়। ভোক্তা সাধারণকে অবগত/সচেতন করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একজন করে কর্মকর্তা প্রতি কর্মদিবসে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছেন। জেলা পর্যায়ে মনিটরিং এর অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন জেলা সদর বাজারের পাইকারী ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করছেন। দ্রব্য মূল্যের অস্বাভাবিক হ্রাস/বৃদ্ধি রোধকল্পে জেলা বাজার কর্মকর্তাগণ জেলা দ্রব্যমূল্য মনিটরিং টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁদের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছেন। দ্রব্য মূল্য মনিটরিং এর অংশ হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দ্রব্যমূল্য পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং সেল এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে এই দপ্তর নিবিড়ভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

নীতি ও পরিকল্পনা শাখা

ভূমিকা ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি স্থায়ী সংস্থা হিসেবে কৃষিপণ্যের বাজার তথ্য, গবেষণা, মার্কেট রেগুলেশন ও বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম দ্বারা বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা ও ভোক্তাসেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি বিপণন ব্যবস্থা গতানুগতিক ধারা থেকে আধুনিক বাণিজ্যিকীকরণ ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই অধিদপ্তরের নীতি ও পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে নানামূখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণাগার ও বাজার অবকাঠামো নির্মাণ, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও দলগত বিপণন ব্যবস্থা জোরদারকরণসহ প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন সেবা সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন আংগিকে কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে, যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

কার্যাবলী ঃ

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা ;বার্ষিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকি ;
- উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তব কর্মসূচী প্রণয়ন, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ ও যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা ;
- সম্ভাব্য রপ্তানী উদ্বৃত্ত নির্ধারণ এবং রপ্তানী নীতি নির্ধারণ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা, রপ্তানীকারকসহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে রপ্তানী বাণিজ্যের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা, সমস্যা চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা ;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামোর তদারকি ও ব্যবস্থাপনা করা ;
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, আওয়ামীলীগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং ডেল্টা প্লান বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নীতি ও পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে মাসিক এডিপি সভা আয়োজন করা। উক্ত মাসিক এডিপি সভায় প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা, বিভাগীয় উপ-পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক ও কর্মসূচী পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। সভায় প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যা, কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরবর্তী সভায় তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট ১২টি এডিপি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখিত ১২টি এডিপি সভায় মোট ২৬৫টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গৃহীত ২৬৫টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ২৫৭টি বাস্তবায়ন করা হয়। অবশিষ্ট ০৮টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন চলমান আছে।

অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচী ঃ

অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ০৩টি প্রকল্প ও ০২টি কর্মসূচী চলমান ছিল। এছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এডিপি'র সবুজ পাতাভূক্ত ০৩টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন ছিল। অধিকন্তু ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের পাইপ লাইনভূক্ত ০১টি কর্মসূচী "কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমূখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি"টি অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ২৫/০৪/২০১৯ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১২০.০১৫.০৩৭.১৯(অংশ-১)-৩২৪ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক জুলাই,২০১৯ হতে জুন,২০২১ মেয়াদে ২১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত হয়।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী বিষয়াদি সম্পর্কিত কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকা:

ক্রমিক	নির্বাচিত প্রকল্পসমূহের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ কাল	সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১.	Development of market infrastructure, Improvement of storage facility throughout the country.	জুলাই,২০১৯ হতে জুন,২০২৪	৯৫১২.০০
২.	Development of Agri-business infrastructure & Establishment of sustainable value chain, Renovation of agro-pro-cessing infrastructure.	জুলাই,২০১৯ হতে জুন,২০২৪	১৬০০০.০০
৩.	Strengthen research to ensure fair market price of agricultural products at the production as well as farmers level.	জুলাই,২০১৯ হতে জুন,২০২২	৭৮৭৫.০০
৪.	Agribusiness marketing information and Service Centre (AMISC).	জুলাই,২০১৯ হতে জুন,২০২৪	৮০০০.০০
৫.	Food & Nutritional Security through Enhancing Agricultural Productivity and Strengthening Market Linkage.	জুলাই,২০১৯ হতে জুন,২০২৪	৯৫০০.০০
৬.	Supporting homestead agricultural value addition strategies & commercial fruit gardening.	জুলাই,২০১৯ হতে জুন,২০২২	৯৯০০.০০
৭.	Agricultural Marketing Infrastructure & Crops Storage based Credit Expansion Development Project.	জুলাই,২০১৯ হতে জুন,২০২৪	২০০০০.০০
৮.	Extension of appropriate post harvest management technologies through training and demonastration.	জুলাই,২০১৯ হতে জুন,২০২৪	১৮৫০০.০০
৯.	Women empowerment in production, processing & other income generating activities.	জুলাই,২০১৯ হতে জুন,২০২২	৯৬০০.০০
১০.	Expansion of appropriate post harvest management technologies (Processing, preservation & packaging) to reduce production loss and develop market linkage among the producer and consumer.	জুলাই,২০১৯ হতে জুন,২০২২	৯২৯৫.০০
১১.	Increase agricultural productivity through modern technology transfer, minimizing yieldgap, crop diversification & intensification with high value crop production.	জুলাই,২০১৯ হতে জুন,২০২৪	১২৫০০.০০
১২.	Strengthening Capacity Building of DAM in Research and Policy Analysis of Agricultural Marketing Information .	জুলাই,২০১৯ হতে জুন,২০২৪	১৪৫০০.০০
১৩.	Strengthening field inspection, lot administration & market monitoring facilities.	জুলাই,২০১৯ হতে জুন,২০২৪	১২০০০.০০

ক্রমিক	নির্বাচিত প্রকল্পসমূহের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ কাল	সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১৪.	Established value chain development for vegetable, fruits by encouraging public private partnership.	জুলাই,২০১৯ হতে জুন,২০২৪	৯৫০০.০০
১৫.	কৃষি বিপণন অবকাঠামো ও শস্য সংরক্ষণ ভিত্তিক জিরো এনার্জি কুল চেম্বার সম্প্রসারণ প্রকল্প।	জুলাই,২০১৯ হতে জুন,২০২২	**৯৬০০.০০**

ফিল্ড সার্ভিস (সরেজমিন) শাখা

ফিল্ড সার্ভিস শাখার গুরত্বপূর্ণ কার্যাবলী:

- মহাপরিচালককে সার্বিক কাজে সহায়তা করা
- অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের ছুটি,বদলি, টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড সংক্রান্ত সুপারিশ মধ্যে মহাপরিচালক বরাবর অগ্রগামীকরণ;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে বাজেট বরাদ্দ বিধি অনুযায়ী খরচের বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- বছর ভিত্তিক অডিটের ব্যবস্থা করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান;
- বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করার নিমিত্ত আইসিটি ও কম্পিউটার সামগ্রী সংক্রান্ত যাবতীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সরবরাহ ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম সচল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক সকল কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে মহাপরিচালককে সার্বিক সঙ্গে সহায়তা করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান নিশ্চিত করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো থেকে সদর দপ্তরে প্রেরিতব্য প্রতিবেদনগুলো যথা সময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা ;
- মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত অধিদপ্তরের অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করা;

গবেষণা শাখা

গবেষণা শাখার নিয়মিত কার্যাবলী :

- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও অর্থনৈতিক লাভ লোকসান নিরূপণ করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের মূল্য বিস্তৃতি, ভোক্তা পর্যায়ে বিপণন খরচ ও বিপণন মার্জিন নিরূপণ করা;
- কৃষিপণ্যের মাসিক মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- মাসিক প্রাপ্ত বাজারদরের ভিত্তিতে গড় বাজারদর প্রস্তুত করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ, উদ্বৃত্ত, ঘাটতি পরিস্থিতি এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- পণ্যের সরবরাহ, বিপণনজনিত সমস্যা চিহ্নিত ও উহার সমাধানকল্পে পরামর্শ প্রদান;
- কৃষিপণ্যের সরবরাহ বিঘ্নিত হলে, মূল্য কম/বৃদ্ধি বা কোন বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সেই পণ্যের পরিস্থিতি প্রতিবেদন (situation report) প্রস্তুত করে তা সরকারকে অবহিত করা।

গবেষণা শাখা ভিত্তিক বিশেষায়িত কার্যাবলী :

গবেষণা শাখা- ১ (খাদ্য শস্য এবং ডাল- কলাই, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল) এর কার্যাবলী ঃ

- আমন, বোরো ও গম মৌসুমে ধান, চাল ও গমের সরকার কর্তৃক সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে উৎপাদন খরচের ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- নিয়মিতভাবে ধান, চাল, গম, আটা ও ভূট্টা ফসলের মাসিক পরিস্থিতির প্রতিবেদন তৈরী করা হয়;
- সারা দেশের সাপ্তাহিক বাজারদর সংকলনের মাধ্যমে ধান, চাল, গম ও ভুট্টা এর জাতীয় গড় বাজারদর পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা;
- মাসিক ভিত্তিতে মোটা চাল ও গম এর জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করে বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ করা;
- মাসিক ভিত্তিতে মোটা চাল, লাল গম ও খোলা আটার জাতীয় গড় বাজারদরের প্রতিবেদন খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- সময় সময় কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে চাহিত তথ্য অনুসারে ধান, চাল ও গমের বাজারদর সরবরাহ ও আমদানি পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী খাদ্য শস্যের বাৎসরিক জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করা হয়;
- ধানের গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ;

ডাল- কলাই, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল:

- জাতীয় পর্যায়ে ডাল, কলাই, তেল ও মসলার মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়;
- আমন, বোরো, গম, সরিষা, চীনাবাদাম ও সূর্যমুখী এর উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে ওয়েব সাইটে প্রকাশ;
- ডাল, কলাই, তেল ও মসলার সাপ্তাহিক, মাসিক জাতীয় গড় বাজারদর হ্রাস-বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন তৈরী করা হয়;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ডাল, কলাই, তেল ও মসলার বাৎসরিক জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করা হয়;
- গম ফসলের গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ;

- মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকারের ডাল, মসলা জাতীয় পণ্য বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন ও আদার উৎপাদন খরচ, মূল্য বিস্তৃতি, চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রেরণ করা হয়;
- পবিত্র রমজান মাস এবং ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা এর সময়ে ছোলা, বুটের ডাল, মসুর ডাল, খেসারী ডাল, সয়াবিন তেল ও অত্যাবশ্যকীয় মসলার বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার নিমিত্ত মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাইকারী বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির সাথে মত বিনিময় করা হয়।

গবেষণা শাখা- ২ (অর্থকরী ফসল এবং প্রাণীজ ও মৎস্য সম্পদ) এর কার্যাবলী:

বাজারদর ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ

- পাট, তামাক ও তুলা জাতীয় অর্থকরী ফসলের জেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে খুচরা ও পাইকারী বাজারদরের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, দস্তা, জিপসাম, গোবরসহ জৈব ও অজৈব সারের ৬৪টি জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পাইকারী ও খুচরা বাজারদরের সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অপ্রধান কৃষি পণ্যের (যেমন- বাঁশ, নারিকেল, তেঁতুল, মধু, বনজ এবং জ্বালানি কাঠ প্রভৃতির) খুচরা বাজারদরের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভেষজ (যেমন- আমলকী, হরতকী, নিমপাতা, মেহেদী পাতা ইত্যাদি) কৃষিপণ্যের মাসিক খুচরা বাজারদর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ:

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বছর সিগারেট প্রস্তুতকারক, তামাক রপ্তানীকারক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং কৃষক প্রতিনিধি সমন্বয়ে ১৯৭৭ সালে গঠিত কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে তামাক ফসলের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক অর্থবছরের জন্য তামাকের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের পাশাপাশি তামাকের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা, বিপণন ও গ্রেডিং পরিস্থিতি, তামাক রপ্তানী বৃদ্ধির উপায়, তামাক ব্যবসায় নিয়োজিত অন্যান্য কোম্পানীর সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনার নিমিত্তে কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির এই সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার যাবতীয় কার্যক্রম অত্র শাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। প্রতি বছর তামাকের মূল্য নির্ধারণী সভার কার্যপত্র প্রস্তুত ও তামাকের উৎপাদন খরচ নির্ধারণ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। নির্ধারিত মূল্যে তামাক ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্রয় কেন্দ্রসমূহে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন মূল্য প্রদর্শণের পাশাপাশি লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে অবহিত করা হয়। তামাকের মৌসুম শেষে প্রতিবছর তামাকের ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও তামাকের উৎপাদন ও কিউরিং বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সম্মতি নির্দেশনা (Compliance Guideline) উন্নয়নের নিমিত্ত একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত সাব কমিটি ঈড়সঢ়ষরধহপব এঁরফবষরহব এর খসড়া প্রস্তুত করে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে প্রেরণ করেছে যা অত্র শাখায় যাচাই বাছাই শেষে অনুমোদনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, দেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার তামাক ফসলের গ্রেডিং পুনঃ নির্ধারণ করে পরিপত্র জারী করা হয়েছে। পাশাপাশি তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তুলা ফসলের মূল্য নির্ধারণী সভায় অত্র অধিদপ্তর তার যথাযথ ভূমিকা রেখে আসছে।

প্রাণীজ ও মৎস্য সম্পদ:

৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাণীজ ও মৎস্য সম্পদ এর তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহের মাধ্যমে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর, তুলনামূলক বিবরণী, হ্রাস-বৃদ্ধির পর্যালোচনা প্রতিবেদন, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন

বাজাদর প্রস্তুতকরণ এবং উৎপাদন বিশেষায়িত জেলা চিহ্নিত করে পণ্যের উৎপাদন খরচ, বিপণন ও মূল্য বিস্তৃতি এবং ভোক্তা পর্যায়ে বাজারদর সহনীয় রাখার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে মোরগ-মুরগী ও মাছের উৎপাদন খরচ, বিপণন ও মূল্য বিস্তৃতি সম্পর্কে অবগত/ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজারের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, উৎপাদক, আড়ৎদার, মোরগ-মুরগী ব্যবসায়ী, মাছ ব্যবসায়ী, ভোক্তা, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও অত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে ভোক্তা পর্যায়ে বাজারদর যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং, বাজারমূল্য প্রদর্শন, মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন ও ওজনে কারচুপি/প্রতারণা থেকে রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। বাজারগুলিতে বাজার কমিটি কর্তৃক তদারকী ও সমন্বয় অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা, যাতে ভোক্তা যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে পণ্য ক্রয় করতে পারেন সে বিষয়ে নিয়মিত মনিটর করা হয়।

গবেষণা ও নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমঃ

IFPRI পরিচালিত Food Security এবং Climate change readiness assessment সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ এবং বিশ্লেষণী কার্যে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আত্তাধীন ঋচগট কর্তৃক প্রণীত খাদ্য নীতি ও Country Investment Plan (CIP)- এর উপর পরিচালিত মনিটরিং কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে।

গবেষণা শাখা-৩ (শাক-সব্জি ও ফলমুল) এর কার্যাবলী:

- মৌসুম ভিত্তিক শাক-সজির উৎপাদন খরচের ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করা;
- মাসিক ভিত্তিক বিভিন্ন শাক-সবজির পাইকারী ও খুচরা এবং বিভিন্ন ফলের পাইকারী জাতীয় গড় বাজারদর পরিস্থিতির পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- আলু উৎপাদন মৌসুমে হিমাগারে আলু সংরক্ষণের নিমিত্ত ঋণ প্রদানের সুবিধার্থে চলতি মূলধনের পরিমাণ নিরুপণের জন্য বর্তমান বাজারদর বিভিন্ন সংস্থা/ব্যাংকে সরবরাহ করা;
- পার্বত্য জেলায় (খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি) উৎপাদিত কমলা ও মাল্টার উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- শাক-সজি জাতীয় ফসলের উৎপাদন খরচ নির্ণয় ও ওয়েব-সাইটে প্রকাশ;
- আলু ও বেগুনের গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ;
- আলু ফসলের উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং প্রতি মাসে সারাদেশের আলু খালাসের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- প্রতি বছর সারাদেশের হিমাগারের সংখ্যা, ধারণ ক্ষমতা ও সংরক্ষণের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ করা।

গবেষণা শাখাসমূহের অন্যান্য কার্যাবলীঃ

- কৃষি বিপণন প্রক্রিয়ায় পণ্যের অবচয় ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং এর কারণ ও প্রতিকার নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি সংক্রান্ত সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পাদন করা;
- ফসলের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;কৃষি পণ্যের সংরক্ষণ, পরিবহন এবং মিলিং সংক্রান্ড় যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ করা;
- বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন এবং প্রয়োজনে খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য ফসলের বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বিভিন্ন ফসলের নির্ধারিত জমির লক্ষ্যমাত্রা, অর্জিত জমির পরিমাণ, মাঠে ফসলের অবস্থা, প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, সম্ভাব্য উৎপাদন এবং জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রেরিত এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;

- বাজারদর নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা, মূল্যের গতিধারা এবং বাজারজাতকরণ সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বিভিন্ন কৃষিপণ্যের জমি, উৎপাদনের পরিমাণ ও আমদানি/রপ্তানির পরিসংখ্যান বিশ্লেষণপূর্বক বাৎসরিক চাহিদা, মাথাপিছু প্রাপ্যতা নিরূপণ এবং চাহিদার পূর্বাভাস (Forecasting) সংক্রান্ড়প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে কৃষিপণ্যের সরবরাহ, মূল্য পরিস্থিতি ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে সীমিত আকারে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন, বিতরণ, সংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন কাজ সম্পাদন করা;
- কৃষিপণ্যের বিপণন, গবেষণা এবং সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন ও তত্ত্বাবধান করা;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিরীখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করা;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালার নিরীখে দেশীয় পণ্যের বাণিজ্যিক প্রসারের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা, মূল্য ও ট্যারিফ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহসহ প্রতিবেদন তৈরী ও সরকারকে সুপারিশ করা।

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমটির ভূমিহীন, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষক এবং বর্গাচাষী/চুক্তিবদ্ধ চাষী ও কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত শস্যের পরিবেশ সম্মত এবং সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে আর্থিক ঋণদানের ব্যবস্থাকারী একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ :

- কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধ করে বিপণন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শস্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।
- কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত/সংরক্ষিত কৃষি ফসল/শস্য মানসম্মত উপায়ে গুদামে সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান।
- গুদামে শস্য জমার ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা। গুদামে বীজ সংরক্ষণের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে, সহজে উন্নত বীজ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।
- প্রশিক্ষণ/সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের গুদাম ব্যবস্থাপনায় পারদর্শি করে গড়ে তোলা। গুদামে শস্য জমার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা।

বর্তমান কার্যক্রম ও সাধারণ বর্ণনা:

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলের আওতায় ২৭টি জেলায় ৫৬টি উপজেলায় ৮১টি গুদামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি অব্যাহত আছে। ৮১টি গুদামের মধ্যে ১২টি গুদাম নিজস্ব এবং অবশিষ্ট ৬৯টি গুদাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হতে বার্ষিক ভাড়ার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। চলমান গুদামসমূহে বাৎসরিক গড়ে ৪,৮৪০ জন কৃষক পরিবারকে ৫,৪৭৭ মে. টন শস্য জমার বিপরীতে ৬৫৬.৬৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে ।(বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতির গড় হিসাব)। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন তফসিলি ব্যাংকসমূহ যথা-সোনালী, রূপালী, অগ্রণী, জনতা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত গুদামে শস্য জমাদানকারীদের ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী কার্যক্রমটির মাধ্যমে গুদামে সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

গুদাম এলাকার ০২ কিলোমিটারের মধ্যে জরীপের মাধ্যমে গুদাম ও ব্যাংক নির্ধারণ, কৃষকদের তালিকা তৈরী, গুদাম সংস্কারকরণ এবং কৃষক/গুদাম রক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৭ সদস্য বিশিষ্ট গুদামভিত্তিক গুদাম কমিটি এবং একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হিসাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করে থাকেন। গুদাম পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে শস্য জমার বিপরীতে গুদাম ভাড়া আদায় করা হয়। আদায়কৃত ভাড়া হতে গুদামের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

গুদাম উদ্বোধনের সময় হতে প্রথম ২৪ মাস পর্যন্ত গুদামটিকে সরকার হতে সহায়তা (আর্থিক, কারিগরী ও ব্যবস্থাপনাগত সহযোগীতা) প্রদান করা হয়ে থাকে। ২৪ মাস অতিক্রান্ত হলে গুদাম পরিচলনার দায়িত্ব গুদাম কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং গুদাম কমিটি সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা কমিটির সহায়তায় গুদাম কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। এ সময় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গুদামসমূহ সার্বিকভাবে মনিটর করা হয়ে থাকে।

অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর:

চলমান ৮১টি গুদামের আওতায় **২০১৮-২০১৯** অর্থবছরে মোট ৪,০১৯ জন কৃষক অংশ গ্রহণ করেন এবং গুদামে ৪,২৮৭ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে ৪৫৩.৭৮ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। নিম্নে বিভাগ অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এবং বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতির তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো।

২০১৮-২০১৯ সালের সেবাগ্রহীতা ও ঋণ কার্যক্রম ছক:

বিভাগের নাম	গুদাম সংখ্যা	কৃষক সংখ্যা (জন)	শস্য জমার পরিমান (মেট্রিক টন)	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	গুদাম তহবিলের পরিমান (লক্ষ টাকা)
ঢাকা	২০	১০৮৯	১০৯১	১০৩.১৩	৮.৯৮
খুলনা	১৩	৯২৫	৯৮১	৭৮.৯৪	০.৪৩
রংপুর	৩৬	১৩২৮	১৫৮৪	১৮৬.৩২	২৩.০৪
রাজশাহী	১১	৫০১	৬০৮	৮৫.৩৯	৭.৯৩
বরিশাল	১	১৭৬	২৩	-	০.০৩
মোট	**৮১**	**৪০১৯**	৪২৮৭	৪৫৩.৭৮	**৪০.৪১**

অংশগ্রহণকারী কৃষক সংখ্যা, শস্য জমা ও ঋণ বিতরণ (৫ বৎসরের অগ্রগতির তথ্য) :

অর্থ বছর	সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষক সংখ্যা (জন)	শস্য জমার পরিমান (মে. টন)	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)
২০১৪-২০১৫	৫৩৯৯	৫৮০৫	৬৩৯.২৭
২০১৫-২০১৬	৬৯৯৫	৮৫০৬	১০১৮.২৬
২০১৬-২০১৭	৩৩৯৯	৩৭৮৩	৪৬৯.৮০
২০১৭-২০১৮	৪৩৮৮	৫০০৫	৭০২.১১
২০১৮-২০১৯	৪০১৯	৪২৮৭	৪৫৩.৭৮
সর্বমোট:	**২৪২০০**	**২৭৩৮৬**	**৩২৮৩.২২**

ওয়ার হাউজ/গুদাম কার্যক্রম :

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়ার হাউজ অর্ডিন্যান্স.১৯৫৯ এর বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য ওয়ার হাউজের জেলা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন/২০১৯ পর্যন্ত ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলা হতে ১৬৪১টি ওয়ার হাউজের/গুদামের তথ্য পাওয়া যায়, যেখানে ২৪০টি গুদামের/ওয়ার হাউজের লাইসেন্স করা হয়েছে। উল্লেখিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিম্নে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ওয়ার হাউজ সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো

ওয়ার হাউজের পরিসংখ্যান ও লাইসেন্সের সংখ্যা বিভাগ অনুযায়ী দেখানো হলো :

ক্রমিক	বিভাগের নাম	ওয়ার হাইজের সংখ্যা	লাইসেন্স সংখ্যা
০১)	ঢাকা	৩৬০টি	৭টি
০২)	খুলনা	৫০২টি	১৬টি
০৩)	চট্রগ্রাম	১৫০টি	৬২টি
০৪)	রাজশাহী	১২২টি	২৬টি
০৫)	রংপুর	১৫২টি	৫৩টি
০৬)	বরিশাল	২১৭টি	৭০টি
০৭)	সিলেট	১২৬টি	নাই
০৮)	ময়মনসিংহ	১২টি	৬টি
	মোট	**১৬৪১টি**	**২৪০টি**

প্রশাসন ও হিসাব শাখা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়, জেলা মার্কেটিং অফিস ও বিদ্যমান ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিসসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যালয়ের সংগে প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজের যোগসূত্র হিসেবে প্রশাসন শাখা কাজ করে থাকে। এছাড়াও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংঙ্গেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশাসন ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়। প্রশাসন শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সংগ্রহ, যানবাহন পরিচালনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ, অফিস ব্যবস্থাপনা, নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান, বেতন ও ভাতাদি প্রদান, ক্যাশবহি, চাকুরীর খতিয়ান বহি, বিভিন্ন প্রকার রেজিষ্টার লিপিবদ্ধ, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, চিঠি পত্রের গমনাগমন, বাজেট প্রণয়ন, নিয়োগ বিধি প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রকার পত্র প্রেরণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন অন্যতম।

প্রশাসনিক ও সেবামূলক কার্যক্রম:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ০৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পিআরএল ও লাম্পগ্রান্ড মঞ্জুর, ০৭ জন কর্মচারীর স্বাভাবিক পেনশন মঞ্জুর, ১৩ জন কর্মচারীর পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর, ০৬ জন কর্মকর্তা ও ১০ জন কর্মচারীর শ্রান্তিও চিত্তবিনোদন ছুটিসহ ভাতা মঞ্জুর, ০৩ জন কর্মকর্তা ও ৪৩ জন কর্মচারীর জিপিএফ অগ্রিম আদেশ মঞ্জুর এবং ০৭ জন কর্মচারীর জিপিএফ চূড়ান্ত উত্তোলন আদেশ মঞ্জুর করা হয়।

বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম:

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম-এর অনুকূলে ০১ জন কর্মচারীর নামের অনুকূলে অগ্রিম ঋণ মঞ্জুরীর আদেশ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে সমর্পণ করা হয়েছে।

নিয়োগ ও পদোন্নতি:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ৩৭তম বিসিএস এর মাধ্যমে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ০৬ জন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) কে নিয়োগ প্রদানের সুপারিশ করে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পুনর্গঠন হওয়ায় ৪০০টি নতুন পদ সৃজিত হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যমান জনবলের মধ্যে অনেক পদ অবসর/মৃত্যুজনিত কারণে শুন্য রয়েছে। ফলে ক্যাডার, নন-ক্যাডার ও নন-গেজেটেট কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সর্বমোট ৪৪৭টি পদ শুন্য রয়েছে। নন-ক্যাডার নতুন নিয়োগ বিধি অনুমোদিত হয়েছে এবং শুন্য পদে নিয়োগ ও পদোন্নতি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ক্যাডার নিয়োগ বিধি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অনুমোদন হলে পিএসসি-এর মাধ্যমে দ্রুত শুন্য পদে পদোন্নতি/নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

মামলা:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু হয় নি। এছাড়াও মাননীয় হাইকোর্টে রীট মামলা ০২টি ও আপীল মামলা ০১টি এবং সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে মোট ০৩টি মামলা চলমান রয়েছে।

সাজ-পোষাক:

অধিদপ্তরের গাড়ী চালক ও ২০তম গ্রেডের মোট ১৭ জন কর্মচারীকে সাজ-পোষাক প্রদান করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল ডেসপাচ:

সেন্ট্রাল ডেসপাচে ১৮,৯২০ টি পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং ৩,৮৪২ টি পত্র ও প্রতিবেদনের ইস্যু নম্বর জারী করা হয়েছে।

লাইব্রেরী:

সদর দপ্তরে ছোট পরিসরে একটি লাইব্রেরী রয়েছে। এ লাইব্রেরীতে কৃষি বিপণন, সরকারী চাকুরীর বিধি বিধান, হিসাব, আইসিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৮২৬টি বই সংরক্ষিত আছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ লাইব্রেরী হতে সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

অবকাঠামো:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫-এ অবস্থিত। ০৭টি বিভাগীয় কার্যালয়ের মধ্যে ০৬টি কার্যালয় নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের ০৩টি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ের মধ্যে নিজস্ব ভবনে ০২টি ও ভাড়াকৃত ভবনে ০১টি কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়া জেলা মার্কেটিং অফিসগুলোর মধ্যে ০৯টি নিজস্ব ভবনে ও ৫৫টি ভাড়াকৃত ভবনে অবস্থিত এবং বিদ্যমান ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিস ভাড়াকৃত ভবনে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অফিস-কাম-প্রশিক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ১৩টি, ২১টি পাইকারী বাজার, ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট, ঢাকার গাবতলীতে ০১টি সেন্ট্রাল মার্কেট ও কৃষিপণ্যের ০৭টি এ্যাসেম্বল সেন্টার রয়েছে। এতদ্‌ভিন্ন ১২টি নিজস্ব গুদাম ও ৬৯টি এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত ভাড়াকৃত গুদামসহ মোট ৮১টি শস্য গুদাম রয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তি:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিজস্ব ও লীজসহ অন্যান্যভাবে প্রাপ্ত জমির উপর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। এ অধিদপ্তরের অধীন সর্বমোট ১৫.১৮ একর জমি রয়েছে। এর মধ্যে নিজস্ব জমির পরিমাণ ১৫.১৮ একর এবং লীজ অথবা অন্যান্যভাবে প্রাপ্ত জমির পরিমাণ নাই।

যানবাহন:

এ অধিদপ্তরের রাজস্বখাতসহ বিভিন্ন প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত ২৫টি যানবাহন রয়েছে। এ সকল যানবাহন দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে।

- টিওএন্ডইভুক্ত কার ০১টি, জ্বীপ ১১টি, মাইক্রোবাস ০২টি ও ভিডিও মোবাইল ভ্যান ০১টি।
- ঢাকার সেন্ট্রাল মার্কেটে কুল ভ্যান ০৬টি ও ০১টি খোলা ট্রাক রয়েছে।
- প্রকল্পের পিকআপ ভ্যান ০২টি, জ্বীপ গাড়ী ০১টি ও কুল ভ্যান ০১টি।

আইসিটি সরঞ্জামাদি:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের অফিসে ১১৮টি সিপিউ, ১১৮টি মনিটর, ১১৮টি-কী বোর্ড, ১১৮টি মাউস, ১৮টি-ল্যাপটপ, ৫৫টি-ইউপিএস, ০৫টি আইপিএস, ০৭টি ডিজিটাল ক্যামেরা ও ৪০টি স্ক্যানার মেশিন ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট রয়েছে। এছাড়া সদর দপ্তরে একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও কনফারেন্স কক্ষ রয়েছে। এ সমস্ত আইটি সরঞ্জামির মাধ্যমে দাপ্তরিক দৈনন্দিন কর্মসম্পাদনসহ অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইট www.dam.gov.bd পরিচালিত হয় এবং তথ্য আদান-প্রদান ও গবেষনামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রচারণা ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ফসলের কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আলু হতে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন খাবার তৈরী পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে ২,০০০টি পোষ্টার, বুকলেট-২০০০টি, ১,০০,০০০টি লিফলেট ও অধিদপ্তরের মিশন, ভিশন ও গৃহ পর্যায়ে আলুর সংরক্ষণ কৌশল বিষয়ে ১৭,০০০টি ফোল্ডার মুদ্রণপূর্বক কৃষক/ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা/ প্রক্রিয়াজাতকারীগণের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এ অর্থ বছরে সদর দপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা মার্কেটিং অফিসসমূহের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি মেলা, জাতীয় ফল মেলা, জাতীয় সব্জি মেলা, জাতীয় খাদ্য মেলা ও আইসিটি মেলাসহ ৮৯টি মেলা ও বিভিন্ন স্মারক দিবসের অনুষ্ঠান ও উদ্বুদ্ধকরণ র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করা হয়।

অধিদপ্তরের জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন সংক্রান্ত:

বর্তমান যুগের সংগে তাল মিলিয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের কাজ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ সালে শুরু হয়। প্রাথমিক অবস্থায় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠনকৃত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর ভাইস চ্যান্সেলর ড.এম.এ সাত্তার মন্ডল-এঁর সভাপতিত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি

অধিদপ্তরের কার্যক্রম বিস্তৃত জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণসহ ৩,৪২০টি পদ সৃষ্টির জন্য সুপারিশ করে। পুনর্গঠন কার্যক্রমের এই ধারাবাহিকতায় কৃষি মন্ত্রণালয় হতে ৪,১৮৬টি পদ সৃজন ও ৩১১টি পদ বিলুপ্তির প্রস্তাব করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩০৭টি পদ বিলুপ্তিসহ ১৩৩টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে ও ২,৪৭১টি অস্থায়ী পদসহ মোট ২,৬০৪টি পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করে। সে প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা ৩০৭টি পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে ৭৮টি স্থায়ী ও ৩২২টি অস্থায়ী পদসহ মোট ৪০০টি পদ সৃজনের জন্য এবং উপজেলা পর্যায়ে ১,৯৪০টি পদ ০৫ বছর পর সৃজনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয় সৃজনকৃত স্থায়ী ৭৮টি ও অস্থায়ী ৩২২টি পদ সৃজন ও ৩০৭টি পদ বিলুপ্তির সরকারী আদেশ জারী করে এবং তা বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয় হতে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কাযর্ক্রম ও সেবা সম্পর্কে উপকারভোগীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সংগে যোগাযোগ রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তর	বিষয়	ফোন/মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর
০১	জনাব ইকবাল হোসেন চাকলাদার উপ-পরিচালক (আরইটিসি) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি (Grievance Redress System(GRS)	ফোনঃ ৯১১৪৮২২ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ
০২	জনাব ইকবাল হোসেন চাকলাদার উপ-পরিচালক (আরইটিসি) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৪৮২২ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ
০৩	বেগম শাহনাজ বেগম নীনা উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	ইনোভেশন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৫৯৯৭ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ pp@dam.gov.bd
০৪	বেগম শাহনাজ বেগম নীনা উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) উন্নয়ন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৫৯৯৭ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ pp@dam.gov.bd
০৫	জনাব দেওয়ান আসরাফুল হোসেন উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৩০৯৩ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ dewanahossain@gmail.com
০৬	জনাব দেওয়ান আসরাফুল হোসেন উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	আইসিটি সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৩০৯৩ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ dewanahossain@gmail.com
০৭	জনাব এস,এম সাঈদ হাসান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	কল্যাণ কর্মকর্তা	ফোনঃ ৯১১৪৭৬৫ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ sayed.nandan@yahoo.com

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তর	বিষয়	ফোন/মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর
০৮	জনাব তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান সহকারী পরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৬১৭০ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ rkshahu@gmail.com

হিসাব সংক্রান্ত ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা মার্কেটিং অফিস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিসের আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী হিসাব শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এ শাখা থেকে বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ, সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন ও ভ্রমণ ভাতাদি, বিভিন্ন প্রকার বিল পাস, নিরীক্ষা সংক্রান্ত, আর্থিক আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতসহ যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়।

আর্থিক বাজেট ২০১৮-১৯ অর্থ বছর ঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

মূল বাজেট বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	সমর্পণ
২৪৯৯.০০	২৬০৪৮২	২৫২৭.০২	৭৭.৮০

প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা

প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখার কার্যাবলীঃ

১) অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
২) অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩) মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
৪) অধিদপ্তরের বিভাগীয় এবং জেলা অফিসসমূহের সাথে বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধন;
৫) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী বিভাগ, অধিদপ্তর ও দপ্তরের সাথে বিভাগীয় কার্যাদির সমন্বয় সাধন;
৬) প্রতি মাসের ০২ (দুই) তারিখের মধ্যে অধিদপ্তরের মাসিক কার্যাবলী সম্পর্কে নির্ধারিত 'ছক'-এ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ;
৭) কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
৮) দেশের সকল জেলা মার্কেটিং অফিস হতে প্রাপ্ত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
৯) জেলা পর্যায়ের অফিস কর্তৃক সম্পাদিত বিশেষ কার্যক্রমের রিপোর্ট সংগ্রহ ও পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
১০)কৃষি বিপণন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারী-বেসরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;
১১)প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা;
১২)প্রধান কার্যালয়ে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা;

সমন্বয় সভার আয়োজনঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণের সমন্বয়ে প্রত্যেক মাসে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিভিন্ন সমস্যা, কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরবর্তী সভায় তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ১২টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সমন্বয় শাখা হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছেঃ

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলী সম্পর্কিত ১২ মাসে ১২টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

- কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহের ১২টি অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ১২টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

- মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কর্মকান্ডের ০১টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অগ্রগতির তথ্য পুস্তিকাকারে প্রকাশের লক্ষ্যে (তথ্য ও ছবিসহ) কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় হার্ডফাইলে ৪৮টি এবং ই-ফাইলে ২৯৩টি পত্র জারী করা হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণঃ

আধুনিক সেবা প্রদানের পূর্ব শর্ত হলো দক্ষ মানব সম্পদ। সে লক্ষ্যে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে কমৃরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষিত করে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী এবং Refresher Training-এর আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অফিস ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন, নিয়মিত উপস্থিত বিধিমালা ১৯৮২, সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪, ই-ফাইলিং, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭, Annual Performance Agreement, ২০১৮-২০১৯, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী উদাহরণ, উপস্থাপিত উদ্ভাবনী উদাহরণের শিখন সংকলন, প্রেক্ষিত ভিন্নতা, সেবায় জনবান্ধবতার নিয়ামক, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন এবং নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা সৃজন, বাছাই ও দলগঠন, নির্বাচিত সেবার উদ্ভাবনী ডিজাইন, উদ্ভাবনী আইডিয়া ডিজাইন উপস্থাপন ও পর্যালোচনা, সেবায় উদ্ভাবনী ডিজাইন (আইডিয়া) চূড়ান্তকরণ, টিম বিল্ডিং, স্টেকহোল্ডার এ্যানালাইসিস, রিসোর্স ম্যাপিং, উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়নের এ্যক্টিভিটি প্লান তৈরী, উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়নের এ্যক্টিভিটি প্লান উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ, ইনোভেশন টিম ও কর্মপরিধি এবং ইনোভেশন টিমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপনা, নাগরিক সেবায় সোশ্যাল মিডিয়া: করণীয় ও বর্জনীয়, আমার দেশ, আমার গর্ব, উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ পর্যালোচনা, দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক, ডিপিপি প্রণয়ন বিষয়ক, আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা, সরকারী চাকরি আইন- ২০১৮, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, তথ্য অধিকার আইন- ২০১৯ এবং জনস্বার্থ সংশি- ষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা- ২০১৭, সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা- ১৯৭৯, সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা- ১৯৮৫,গণকর্মচারী শৃঙ্খলনা (নিয়মিত হাজিরা) অধ্যাদেশ, ১৯৮২, Citizen's/Client's Charter of DAM, Government Servants (Discipline & Appeal Rules)- 1985, কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮,দাপ্তরিক সভা এবং অতিথি আপ্যায়নের জন্য চা-নাস্তা ও পানীয় সরবরাহ বিষয়ে করণীয় (ব্যবহারিকসহ), চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের অপচয় রোধকল্পে দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা, কৃষি বাতায়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিপণন সংক্রান্ত ডিজিটাল সার্ভিস অন্তর্ভূক্তির গুরত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, কৃষি বাতায়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিপণন সংক্রান্ত ডিজিটাল সার্ভিস অন্তর্ভূক্তি ICT in office Management: Use of free tools, E-File Management & Record Keeping, National integrity Strategy (NIS), Sustainable Development Goals, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কৌশলগত অগ্রাধিকার (Strategic Priorities) অবহিতকরণ সংক্রান্ত Concept of Data & Information and

Importance of Agricultural Marketing Information. Online Price Verificition, Monitoring, Editing & Report Generating-Practical and SDG Related with DAM, Scope and Opportunities of DAM to contribute to the agro-economic Development of Bangladesh, Calculation of Table IV, NPV and BCR in Excel (practica, বাংলাদেশের খাদ্য সংশ্লিষ্ট কৃষিজ পণ্য এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের করনীয় ও পথনক্সা নির্ধারণ-বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগ এবং সদর দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত ৩৬১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া উন্নয়ন বাজেটের প্রশিক্ষণে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী, এনজিও কর্মী, কৃষক ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিসহ মোট ৭,৪০০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচী, দাতা সংস্থা বিভিন্ন দেশের সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় থাইল্যান্ড, পর্তৃগাল, শ্রীলংকায় স্বল্প মেয়াদী ০৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় নানাবিধ প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প এবং কর্মসূচী'র মাধ্যমে মোট ১২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। যথাঃ-

ক) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত শস্য বহুমূখীকরণ কর্মসূচী'র (সিডিপি) মাধ্যমে ১৯৯৯-২০০৪ সময়ে ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও যশোরে প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় ডালকলাই ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত সংশ্লিষ্ট কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, মিলার ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ৪ (চার)টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। সমাপ্ত শস্যবহুমূখীকরণ কর্মসূচী'র (সিডিপি) আওতায় নির্মিত প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৩,৫০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট দ্বিতল ভবন। প্রত্যেক ভবনের ২য় তলায় একটি প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। সেখানে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণ কক্ষের পা-শে প্রসস্থ খোলা জায়গা ও ১টি ব্যালকনী আছে। প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশিক্ষণ কক্ষ ব্যবহারের জন্য মাইক্রোফোন ও প্রজেক্টর সিস্টেম আছে।

খ) অফিস-কাম-প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ) -এর আওতায় প্রকল্পের অধীনে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ১২টি জেলার মোট ১৩,৭২০ (তের হাজার সাতশত বিশ) জন কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারীর সমন্বয়ে ৬৮৬ (ছয়শত ছিয়াশি)টি গ্রুপ গঠন পূর্বক উদ্যান ফসলের বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে নরসিংদী, কুমিলণ্ডা, রংপুর ও খুলনা জেলায় মোট ০৪ (চার)টি অফিস-কাম-প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ কাজ ২০১৪২০১৫ অর্থবছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ০৪ (চার)টি অফিস-কাম-প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে। চারতলা বিশিষ্ট প্রত্যেকটি অফিস-কাম- প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিটি ফ্লোর ৩,৫০০ বর্গফুট আয়তনের। প্রত্যেকটি ভবনের ১ম ফ্লোর প্রসেসিং এবং ডিসপ্লে সেন্টার, ২য় তলায় অফিস, ৩য় তলায়

প্রশিক্ষণ কক্ষ, সভা কক্ষ, ডাইনিং, কিচেন, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার রুম, ওয়েটিং পেণ্ডস এবং ৪র্থ তলায় প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন-এর সংস্থান রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রায় ১০০-১১০ জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া ঢাকাস্থ সাভারে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে নির্মিত ভবনের সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

সমাপ্ত শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম (শগঋক)-এর আওতায় প্রকল্পের ডিডিপি অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় কৃষকের পণ্যের উপর্যুক্ত মূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শস্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ, ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং শস্যের রুপান্তরগত, স্থানগত, সময়মত ও পেশাগত উপযোগ সৃষ্টি ও বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি বিষয়ে হাতে কলমে কারিগরী ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় ০১ (এক)টি এবং ১৯৯১-৯২ সালে মাগুড়া জেলার সদর উপজেলায় ০১ (এক)টিসহ মোট ০২ (দুই)টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় পঞ্চগড় (বোদা) ৫৩ শতক জমির উপর প্রতিষ্ঠিত টিনশেড ভবন। এই ভবনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষণ কক্ষে ২০-৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী আবাসন সুবিধাসহ একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি ডরমেটরী আছে। ডরমিটরীতে প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধা রয়েছে। মাগুরা আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০ শতক জমির উপর প্রতিষ্ঠিত দ্বিতল ভবন। এই ভবনটি আঞ্চলিক অফিস- কাম- প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেখানে ১৪-১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী আবাসন সুবিধাসহ প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ভবনের ২য় তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ ও আঞ্চলিক অফিস অবস্থিত। এই ভবনের ২য় তলায় ২টি গেষ্ট রুম আছে। সেখানে ০৪ জন থাকার ব্যবস্থা আছে এবং ভবনের নীচতলায় প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধা রয়েছে। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে।

অফিস-কাম-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

সমাপ্ত মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যয় এবং সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাসকরণ-এর লক্ষ্যে প্রকল্পকালীন সময়ে ২০০টি স্বপ্রণোদিত কৃষক দলের সদস্যসহ ৪,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার নিমিত্ত চুয়াডাংগা জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-অফিস ভবনটি ১৫ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতি ফ্লোর ২,৫০০ বর্গফুট আয়তনের তিন তলা ভবন। ভবনের নীচ তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, ২য় তলায় অফিস, ৩য় তলায় ডরমেটরী। প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রায় ১০০ (একশত) জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। পাশে একটি ওয়েটিং, একটি ডাইনিং, একটি কিচেন, একটি রেস্ট রুম এবং সংযুক্ত ওয়াশরুম আছে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালাঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ/সেমিনার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন-ভিন্ন কাঠামোর উল্লেখিত ট্রেনিং সেন্টারসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে। এই সকল ট্রেনিং সেন্টারসমূহের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ভিন্নতা ছাড়াও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও পার্থক্য বিদ্যমান। এছাড়া প্রশিক্ষণ আয়োজনের সুবিধার্থে একাধিক ট্রেনিং সেন্টারের সাথে আবাসিক সুবিধাও বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল ট্রেনিং সেন্টারসমূহের বিদ্যমান সুবিধাবলীর পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর ব্যবহার ও পরিচালনা বিষয়ে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত নির্দেশিকা অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ পরিচালিত হচ্ছে।

বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখা

বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখার কার্যাবলী:

- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় মাঠ পর্যায় হতে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষণা করার উপযোগী বাজারের প্রস্তাব যাচাই বাছাই পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও গেজেটে অনুমোদনের জন্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- জেলা পর্যায় হতে প্রস্তাবিত মেয়াদ উত্তীর্ণ জেলা বাজার উপদেষ্টা কমিটির প্রস্তাব যাচাই বাছাই পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও গেজেটে অনুমোদনের জন্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- দেশের সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারের বাজারকারবারীদের জন্য কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর তপসিলভুক্ত কৃষি পণ্যের ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতি ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে মার্কেট চার্জ নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- জেলা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত বাজার সমূহে মার্কেট চার্জ বাস্তবায়নে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা।
- দেশের সকল নিয়ন্ত্রিত বাজার সমূহে বাজারকারবারীগণকে প্রদত্ত লাইসেন্স এর হার নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- কৃষি পণ্যের লাইসেন্স এর আওতায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জেলা পর্যায়ে মনিটরিং, নিরীক্ষা ও উক্ত বিষয়ে মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় জেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত কোন অভিযোগ মিমাংসায় প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান।
- জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।
- জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভূক্তির জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/কৃষিমন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- জাতীয় সংসদে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশের জবাব (৭১ বিধি ও ৭৩ বিধিতে প্রদত্ত) সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পর্কিত গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির আলোচ্যসূচীর আলোকে প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- জেলা প্রশাসক সম্মেলনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংক্রান্ত গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর বিধি প্রনয়ণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাবিত আইনের উপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় সমূহের চাহিদা মোতাবেক লাইসেন্স ফরম, আবেদন ফরম, নোটিশ ফরম ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সরকারী মূদ্রণালয় হতে মূদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপিত বাজার সমূহের লাইসেন্সধারী বাজারকারবারীদের তালিকা হালনাগাদকরণে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালাঃ

দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও কৃষিজাতপণ্য বিপণন ও গুদামজাতকরণ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য The Warehouses Ordinance, ১৯৫৯ এবং The Agricultural Produce Markets Regulation Act, ১৯৬৪ আইন ও অধ্যাদেশ দুটি সমন্বিত করে বাংলা ভাষায় আধুনিক ও যুগোপযোগী ‘‘কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮’’ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত আইনের আওতায় বিধিমালা প্রনয়ণ পূর্বক কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা চুড়ান্তকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যুঃ

বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত, ১৯৮৫) এর অধীনে প্রজ্ঞাপিত বাজারের সংশ্লিষ্ট বাজার কারবারীর অনুকূলে লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করা হয়ে থাকে। কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় প্রস্তাবিত কৃষি বিপণন বিধিমালা চূড়ান্ত অনুমোদনের পর উক্ত বিধিমালার আওতায় লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করা হবে।

রাজস্ব আদায়ঃ

বিদ্যমান বাজার নিয়ন্ত্রন আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট বাজারকারবারীদের জন্য লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের জন্য নির্ধারিত হারে ফি প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর বাজারকারবারীদের জন্য ধার্যকৃত লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি সংক্রান্ত তথ্য এবং গত ০৪ বছরের বিভাগওয়ারী রাজস্ব আদায়ের হিসাব নিম্নরূপ:

টেবিল-১ : কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীদের শ্রেণী ভিত্তিক লাইসেন্স প্রদানঃ

শ্রেণী বিভাগ	লাইসেন্স ফি	লাইসেন্স নবায়ন ফি
ক) পাইকারী ব্যবসায়ী, আড়ৎদার, মজুদদার	৫০০/-	৫০০/-
খ) কমিশন এজেন্ট, ব্রোকার (দালাল), কয়াল, গুদামজাতকারী	৪০০/-	৪০০/-
গ) ওজনদার, পরিমাপকারী, নমুনা সংগ্রহকারী, যাচনদার অথবা গ্রেডার	১০০/-	১০০/-

টেবিল-২ : রাজস্ব আদায়ের পরিমানঃ

বিভাগ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-২০১৯
ঢাকা	৫৪.৪২	৫২.২৬	৫২.৯৯	৫৩.২১
চট্টগ্রাম	৪৪.০৮	৩৭.৩৬	৩৪.২৮	৩৬.১৬
সিলেট	-	৭.৯৫	৮.৩১	৭৯.৬১
রাজশাহী	২৭.৬৭	২২.১০	২১.৯১	২১.৭৩
রংপুর	-	৬.২১	৮.৪০	৮৯.৯৭
খুলনা	৩১.৬৯	২৩.১৫	২৩.৭২	২৪.৮১
বরিশাল	-	১৩.১১	১৩.০১	১৪.১১
মোট	**১৫৭.৮৬**	**১৬২.১৭**	**১৬২.৬৪**	**১৬৬.৯৯**

২০১৫-১৬ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বিভাগ ওয়ারী রাজস্ব আদায়ের লেখ চিত্রঃ

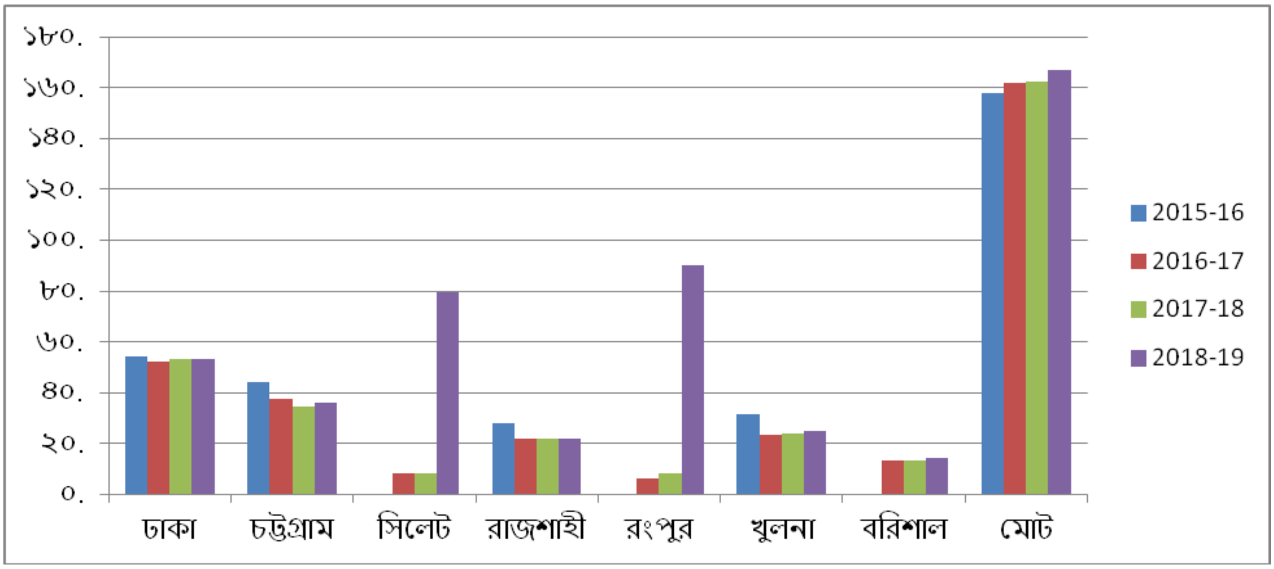

বাজার ব্যবস্থাপনা শাখা

বাজার ব্যবস্থাপনা শাখার কার্যাবলী ঃ

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন বাজার অবকাঠামোসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম নীতিমালা অনুযায়ী সম্পাদন করা হচ্ছে কি না তা তদারকি করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন বাজার অবকাঠামোর সামগ্রীক কার্যক্রম ও আয়-ব্যয় বিষয়ে মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বাজার অবকাঠামোসমূহ পরিচালনার বিষয়ে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধন বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন।
- অধিদপ্তরের আওতাধীন বাজার অবকাঠামো চালুকরণে নীতিগত পরামর্শ প্রদান।

পটভূমি (এনসিডিপি, পাবা ও সেন্ট্রাল মার্কেট) ঃ

বাজারে কৃষকদের সহজ প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮২টি বাজার নির্মাণ করা হয়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরাধীন "কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের" আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাদি যেমন দোকান/স্টল, গুদাম, সেড, টয়লেট, টিউবওয়েল, কসাইখানা, গোহাটা প্রভৃতি আইটেম সম্বলিত প্রকল্পভূক্ত ৬টি জেলায় ৬টি পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (লীড এজেন্সী) ও ৫টি সহযোগী সংস্থার (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, এলজিইডিসহ অন্যান্য) সমন্বয়ে নর্থওয়েস্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট (এনসিডিপি)-এর আওতায় প্রকল্পভূক্ত ১৬টি জেলায় ১৫টি পাইকারী, ৬০টি গ্রোয়ার্স এবং ঢাকার গাবতলীতে প্রায় ৭.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ০৩ তলা বিশিষ্ট সেন্ট্রাল মার্কেটটির নির্মাণ কাজ ৩০/০৬/২০০৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। ''উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ'' প্রকল্প এর আওতায় উৎপাদিত উচ্চমূল্য ফসলের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় কার্যকর সরবরাহ চেইন ও প্রকল্প এলাকায় নির্মিত বাজারসমূহের জন্য ফরওয়ার্ড লিংকেজ স্থাপনের জন্য সেন্ট্রাল মার্কেটটি নির্মাণ করা হয়। সার্বিক সুবিধাদি সম্বলিত এ ধরণের গ্রামীণ বাজার বাংলাদেশে এই প্রথম। উল্লেখিত অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে প্রকল্পের আওতায় বাজারসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, আধুনিক ও মডেল বাজার হিসেবে গড়ে উঠেছে।

সেন্ট্রাল মার্কেটের আয়তন ও অবস্থান ঃ

সেন্ট্রাল মার্কেটটি সর্বমোট ১.৪১ একর জমির উপর নির্মিত। বাস্তবে মার্কেট স্থাপনার আওতায় ১.০০ একর জমি এবং অবশিষ্ট ০.৪১ একর জমি পার্শ্ববর্তী রাস্তা ও পুকুর হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। বর্ণিত সেন্ট্রাল মার্কেটটি ঢাকার গাবতলীর তুরাগ নদীর তীরে অবস্থিত। বাজারটি ঢাকা আরিচা মহাসড়ক হতে গাবতলী বেড়িবাঁধ ধরে প্রায় ১/২ কিঃমিঃ দক্ষিণে অবস্থিত। বেড়িবাঁধ হতে মার্কেটের সাথে পাকা সংযোগ সড়ক রয়েছে।

বিদ্যমান অবকাঠামোর সুবিধা ঃ

নং	অবকাঠামোর সুবিধার বিবরণ	পরিমাণ
০১	জমির পরিমান	১.৪১ একর
০২	ওয়াশিং এরিয়া	২২০ বর্গফুট
০৩	অকশন এরিয়া	৯১৭ বর্গফুট
০৪	সর্টিং, গ্রেডিং এবং ড্রাইং এরিয়া	৫০০ বর্গফুট
০৫	ড্রাই ষ্টোরেজ	১,২৫২ বর্গফুট
০৬	প্রিকুলিং এরিয়া	৩০৫ বর্গফুট
০৭	কুলিং এরিয়া	৬৯০ বর্গফুট

নং	অবকাঠামোর সুবিধার বিবরণ	পরিমাণ
০৮	গোডাউন	৩৬৪ বর্গফুট
০৯	আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার	৫০ বর্গফুট
১০	টয়লেট এরিয়া	৭১৬ বর্গফুট
১১	মার্কেট ম্যানেজমেন্ট কমিটি অফিস	৫৪৫ বর্গফুট
১২	ট্রেনিং সেন্টার	১,৬৩৫ বর্গফুট
১৩	ভেজিটেবলস সেলস এরিয়া	৫,৪৬৫ বর্গফুট
১৪	উইমেন্স কর্ণার	৫৪০ বর্গফুট
১৫	ফ্রুট এন্ড স্পাইসেস সেলস এরিয়া	৩,১৭০ বর্গফুট
১৬	স্পেসিয়ালাইজড এরিয়া ফর ভ্যালু এডিশন	২,৩৪৮ বর্গফুট
১৭	লোডিং-আনলোডিং এরিয়া	৭,২৬২ বর্গফুট
১৮	পার্কিং এরিয়া	৩,৮০০ বর্গফুট
১৯	ইন্টারনাল ড্রেইন	৪১০ বর্গফুট
২০	ইন্টারনাল রোড	১৭,৫০০ বর্গফুট
২১	গ্যারেজ	২৮১ বর্গফুট
২২	গার্ডসেড	১২২ বর্গফুট
২৩	ডাস্টবিন	২১৫ বর্গফুট
২৪	সাব-স্টেশন (যন্ত্রপাতি সহ)	৭১০ বর্গফুট

বিদ্যমান লজিস্টিক সুবিধা ঃ

- পরিবহণ সুবিধাঃ কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্য বিপণনে সহায়তা প্রদানের জন্য ঢাকাস্থ গাবতলী সেন্ট্রাল মার্কেটে ০৬টি রিফারভ্যান (কুলিং সুবিধাসহ) ও ০৫ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি ট্রাক রয়েছে। এগুলো পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট ভাড়ার হার নির্ধারণ আছে।
- কুল চেম্বার সুবিধাঃ কৃষি ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য ২০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০৩টি কূল চেম্বার রয়েছে যা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- পাইকারী প্রসেসিং সুবিধাঃ হিমাগারটির সাথে সব্জি ও ফল প্রমিতকরণ, প্যাকেজিং সুবিধাসহ সকল ধরণের কর্তনোত্তর সেবা (Post Harvest Management) প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।
- উৎপাদিত কৃষিপণ্যের খুচরা বাজার চেইনের ভিত্তি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ ও কৃষিপণ্য রপ্তানীতে কার্যকর সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করা।
- কৃষিপণ্যের উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও সরবরাহকারীদের পণ্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার (Post Harvest) সকল সুবিধা একই স্থান হতে (One stop Service Centre) প্রদান নিশ্চিত করা।

সেন্ট্রাল মার্কেটের আয়-ব্যয় ঃ

সেন্ট্রাল মার্কেট হতে পরিচালিত আয় হতে অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট অর্থ প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি এর নামে ব্যাংকে রক্ষিত হিসাবে জমা করা হয়। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি আয়-ব্যয়ের বিষয়টি তদারকি করে থাকেন। গত ৩০শে জুন,২০১৯ তারিখ পর্যন্ড় মার্কেটের এফডিআর ফান্ডে প্রায় ৮৫.০০ লক্ষ টাকা এবং চলতি হিসাবে প্রায় ১৮.৫০ লক্ষ টাকা রক্ষিত আছে।

বাজারের অবস্থান ও ধরণ ঃ

এনসিডিপি নির্মিত ৭৫টি বাজারের মধ্যে ১৫টি পাইকারী বাজার জেলা সদরে ও ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত এবং সেন্ট্রাল মার্কেটটি ঢাকার গাবতলীতে অবস্থিত। তাছাড়া 'পাবা' প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ০৬টি পাইকারী বাজার প্রকল্পভূক্ত ০৬টি জেলায় অবস্থিত।

নং	জেলার নাম	বাজারের সংখ্যা				বাজারের ক্যাটাগরী
		গ্রোয়ার্স	পাইকারী	সেন্ট্রাল মার্কেট	মোট	
১	শেরপুর	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
২	বরিশাল	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৩	যশোর	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৪	হবিগঞ্জ	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৫	দিনাজপুর	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৬	নোয়াখালী	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৭	ঢাকা	-	-	০১টি	০১টি	এনসিডিপি বাজার
৮	রাজশাহী	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
৯	রংপুর	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
১০	বগুড়া	০৩	০১	-	০৪টি	এনসিডিপি বাজার
১১	দিনাজপুর	০৮	০১	-	০৯টি	এনসিডিপি বাজার
১২	পাবনা	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
১৩	সিরাজগঞ্জ	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
১৪	পঞ্চগড়	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
১৫	নীলফামারী	০৪	০১	-	০৫টি	এনসিডিপি বাজার
১৬	নওগাঁ	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
১৭	লালমনিরহাট	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
১৮	নাটোর	০৪	০১	-	০৫টি	এনসিডিপি বাজার
১৯	ঠাকুরগাঁও	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
২০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
২১	গাইবান্ধা	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
২২	কুড়িগ্রাম	০১	-	-	০১টি	এনসিডিপি বাজার
২৩	জয়পুরহাট	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
সর্বমোট		৬০	২১	০১টি	৮২টি	

বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদি ঃ

এনসিডিপি বাজারগুলোতে ব্যবসার নিমিত্ত সর্বমোট ১,৬৪৩টি স্পেস রয়েছে। অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে এ স্পেসগুলোর মধ্যে ৭২৮টি স্পেস এফএমজি ভূক্ত কৃষক, ৬২০টি স্পেস সাধারণ ব্যবসায়ী এবং অবশিষ্ট ২৯৫টি মহিলা কর্ণার দোকান মহিলা ব্যবসায়ীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। "কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬টি বাজারের

মধ্যে প্রতিটি বাজারে ২৪টি দোকান/স্টল, ২৫০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি গোডাউন শেড, টয়লেট, গোহাঁটা ও ০১টি কসাইখানা রয়েছে।

এনসিডিপি ও পাবা বাজারের বিভিন্ন সুবিধা ঃ

বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদির বর্ণনা	পাবা বাজার	এনসিডিপি বাজার
২৫০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম	০৬টি	-
৫ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কুল চেম্বার	-	০৭টি
দোকান/স্টল	১৪৪টি	-
ওপেন স্পেস (সাধারণ)	-	৬২০টি
ওপেন স্পেস (এফএমজি)	-	৭২৮টি
মহিলা কর্ণার	-	২৯৫টি
শেড	১৮টি	-
কসাই খানা	০৬টি	-
অফিস/ট্রেনিং রুম	০৬টি	৭৫টি

বাজার পরিচালনা পদ্ধতি ঃ

এনসিডিপি ও পাবা বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত নীতিমালা রয়েছে। এ সকল নীতিমালার আওতায় বাজারসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সকল নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বাজারের জন্য একটি বাজার ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা বাজার কর্মকর্তা/জেলা বাজার অনুসন্ধানকারী সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে এনসিডিপি বাজারের নীতিমালা অনুযায়ী যে সকল বাজার পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত সে সকল বাজারের বাজার ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে পৌর মেয়র দায়িত্ব পালন করছেন। উক্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি বাজারের দোকান/স্পেস বরাদ্দ প্রদানসহ বাজার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

বাজারের আয়-ব্যয় ঃ

এনসিডিপি বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী স্পেস/দোকান ভাড়া বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব হতে ৫০% সরকারী কোষাগারে জমাদান এবং অবশিষ্ট ৫০% বাজার রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব এর যৌথ ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়। উক্ত জমাকৃত অর্থ হতে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া পাবা বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী স্পেস/দোকান ভাড়া বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব হতে ৭৫% সরকারী কোষাগারে জমাদান এবং অবশিষ্ট ২৫% বাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্তে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি সভাপতি ও সদস্য-সচিব এর যৌথ হিসাবে জমা করা হয়। উক্ত জমাকৃত অর্থ হতে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

এনসিডিপি ও পাবা বাজারের আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ

(লক্ষ টাকায়)

বাজারের ক্যাটাগরি	বাজারের সংখ্যা	শুরু থেকে জুন/১৯ পর্যন্ত আয়-ব্যয় (টাকা)			
		মোট আয়	সরকারী কোষাগারে জমা	বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির ব্যাংক একাউন্টে জমাদান	মোট ব্যয়
পাবা বাজার	৬	১৯৪.০৬	১৭৯.১০	১৪.৯৬	৩.১০

এনসিডিপি বাজার	৭৫	১৫৭.৭৪	৭৮.৫৩	৭৯.২১	২৬.৯০
মোট=	৮১	৩৫১.৮০	২৫৭.৬৩	৯৪.১৭	৩০.০০

বাংলাদেশের উন্নয়নে যুগান্তকারী এক দর্শন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্য। রাষ্ট্রের সব পর্যায়ে নিহিত অদক্ষতা ও পশ্চাৎপদতাকে দূর করতে নেয়া এই বিশেষ পদক্ষেপ বাংলাদেশের মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে। ধীরগতি সম্পন্ন প্রশাসনযন্ত্রের প্রতিটি অংশকে পুনরুজ্জীবিত করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এই পদক্ষেপের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে সরকারি সব পর্যায়ের কাজেই প্রযুক্তি নির্ভরতা বাড়ানো হয়েছে। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় সরকারের সব প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর উন্নত ও টেকসই সেবা প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সম্পদের সুষম বণ্টন, যথাযথ ব্যবহার ও সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের গতি, দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে প্রযুক্তির সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে সর্বস্তরের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা এবং সরকারি সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চল ও তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে অনুসরণ করা হচ্ছে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আইসিটি সেল বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ পূরণে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষকের ন্যায্যমুল্য প্রাপ্তি, লাভজনক ও সুষ্ঠুভাবে কৃষি ব্যবসা পরিচালনা, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, ভোক্তা কর্তৃক যৌক্তিক দামে কৃষিপণ্য ক্রয়, গবেষনা ও কৃষি ব্যবসার উন্নয়নের জন্য কৃষি পণ্যের মূল্য, প্রাপ্তিস্থান, প্রক্ষেপণ, যোগাযোগ, কৃষক ও ব্যবসায়ী সম্পর্কিত তথ্যের অবাধ প্রবাহ , সংগ্রহ, সংরক্ষণ, হালনাগাদকরন, প্রচার ও প্রকাশে আইসিটি সেল গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টাল এর পাশাপাশি একটি ডায়ানামিক ওয়েব সাইটের (dam.gov.bd) মাধ্যমে কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও ভোক্তা সাধারণ সহজেই কৃষি বিপণন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারছে। এছাড়া কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারনা প্রদান, সরকার প্রবর্তিত বিভিন্ন বিষয় যেমন: ই নথি, ওয়েবপোর্টাল, সরকারের অভ্যন্তরীন ই সেবা সহ নানাবিধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

আইসিটি সেল

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আইসিটি সেলের সম্পাদিত গুরত্বপূর্ণ কার্যক্রম:

১) বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা হতে কৃষিপণ্যের খুচরা ও মৌসুম ভিত্তিক কৃষক প্রাপ্ত বাজার দর সংগ্রহ করে অন লাইনে নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে।

২) ওয়েবভিত্তিক কৃষিপণ্যের মূল্য, বিপণন ও বাজার ব্যবস্থাপনা সেবা এবং কৃষি ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে।

৩) প্রতিটি জেলা অফিসের জন্য ই-মেইল (ওয়েব মেইল) খোলা হয়েছে।

৪) প্রতিটি জেলায় মডেম,বিটিসিএল এবং বেসরকারী ব্রডব্যান্ডের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

৫) সরকারীভাবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর আওতায় পরিচালিত বাংলা গভনেট প্রকল্পের মাধ্যমে অত্র অধিদপ্তরে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপনসহ আইপি ফোন স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর থেকে বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ অফিসসমূহে অর্থাৎ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের সাথে সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মত গুরত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া আইপি ফোনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও প্রতিটি জেলার জেলা প্রশাসকদের সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কথা বলা যাচ্ছে।

৬) সদর দপ্তরের প্রতিটি শাখায় ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু আছে। বিভাগীয় প্রতিটি কার্যালয় এবং ৬৪টি জেলা কার্যালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান আছে। বাংলাদেশের সকল দপ্তর/সংস্থা সমূহের মধ্যে ই-নথি কার্যক্রমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সন্তোষজনক অবস্থায় আছে।

৭) সমন্বিত মানবসম্পদ উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (বিপণন অংগ) এর আওতায় ইংরেজী ওয়েবসাইটের পাশাপাশি বাংলা ওয়েব সাইট চালু, ওয়েব সাইটে নতুন ভাবে ই-এগ্রিমার্কেটিং ও ই-গর্ভর্ণেন্স, ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন, এসএমএস ভিত্তিক মোবাইল পুশ-পুল সার্ভিস সংযুক্ত করা হয়েছে।

৮) সদর দপ্তরের প্রতিটি শাখায় কম্পিউটারসহ বিটিসিএল থেকে দ্রুতগতির ফাইবার অপটিকস ইন্টারনেট লাইন সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

৯) ই-তথ্য কোষ, সরকারী পোর্টালে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটটি যুক্ত করা হয়েছে। উক্ত পোর্টালে বিভিন্ন তথ্য যেমনঃ নোটিশ, খবর, বিভিন্ন তথ্য, বিভিন্ন সেবাসমূহ, সার্কুলার, বাজার দরের লিংকসহ নিয়মিত তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে।

১০) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে (dam.gov.bd) প্রতি কর্মদিবসে ৩০টি অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের খুচরা বাজার দর এবং প্রতিদিনের শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধির হার স্ক্রল আকারে প্রচারিত হচ্ছে।

১১) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নতুন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বাজার দর লিংকে প্রবেশ করে কৃষক, ভোক্তা ও কৃষি ব্যবসায়ীর জন্য সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পণ্যভিত্তিক মূল্য প্রতিবেদন যেমনঃ পণ্যভিত্তিক প্রতিবেদন, তুলনামুলক বিবরণী (সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক), দৈনিক বাজার দর প্রতিবেদন, প্রয়োজনীয় পণ্যের খুচরা বাজার দরের তুলনামুলক বিবরণী, উপজেলা ভিত্তিক মুল্য প্রতিবেদন ও বৃহত্তর জেলাসমূহের সদর বাজারের খুচরা মূল্যের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।

১২) ই-মার্কেটিং এর মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে অনলাইন লিংকেজ স্থাপন করার মাধ্যম তৈরী করা হয়েছে। এখানে কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ী ফ্রি রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করে কৃষিপণ্যের বিজ্ঞাপন দিতে পারে এবং সাধারণ ভোক্তা ও কৃষি ব্যবসায়ী কৃষিপণ্য ক্রয় করতে পারে। যার মাধ্যমে কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তার মধ্যে সরাসরি লিংকেজ স্থাপিত হচ্ছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

একবিংশ শতাব্দীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রার মহাসড়কে এখন বাংলাদেশ, ডিজিটাল বাংলাদেশে কৃষক, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত সকল শ্রেনীকে একটি ডিজিটাল প্লাটফর্মে এনে কৃষিপণ্যের ই-বিপণন একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ন্যায্যমূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়, কৃষি ভিত্তিক ই কমার্স উন্নয়ন, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, সহজে কৃষিপণ্য ভিত্তিক ব্যবসা ও বাজারে প্রবেশ ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃতিকরণে ই-কৃষি বিপণন সম্প্রসারণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেঃ

১) কৃষক, ভোক্তা, পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী, রপ্তানীকারক, আমদানিকারক, গুদামজাতকারী, পরিবহন ব্যবসায়ীসহ কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত সকলকে একটি ডিজিটাল প্লাটফর্মে একত্রিত করা হবে। ;

২) ই-কৃষি বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি আলাদা পোর্টাল ব্যবস্থাপনা করা ;

৩) কৃষিপণ্য সাপ্লাই চেইনের সকলকে ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করা ;

৪) বিনামূল্যে বিজ্ঞাপণ ও প্রচারণার সুযোগ প্রদান করা ;

৫) সহজে অনলাইনে বাজার দর ও কৃষি ব্যবসা মনিটরিং করা ;

৬) ঘরে বসেই কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত সকলের মধ্যে সরাসরি অনলাইন ভিত্তিক বাজার সংযোগ ঘটানো;

৭) ভোক্তার সাথে সকল শ্রেণীর কৃষি ব্যবসায়ীর সম্পর্ক স্থাপন ও দেশ-বিদেশে তুলনামূলক বাজার দর পর্যালোচনাপূর্বক কৃষিপণ্য ক্রয়- বিক্রয়ে সহায়তা করা ;

৮) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যথাযথ ব্যবহার করে বাজার সংযোগ ও ব্যবসায়ী কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করা হবে। ;

৯) এসএমএস ভিত্তিক নোটিফিকেশনের মাধ্যমে কার্যক্রমের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা ;

১০) কৃষি ব্যবসা পরিচালনা ও পণ্য সরবরাহ অবাধ, সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন করতে অনলাইন ভিত্তিক পরিবহণ তথ্য সুবিধা চালু করা ;

১১) অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশের ও আঞ্চলিক অন্যান্য বাজারের সাথে মূল্য যাচাইয়ের সুযোগ প্রদান করা। ;

১২) নিবন্ধনকৃত ব্যবসায়ীর মাধ্যমে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে বিপণন মানদন্ডানুসারে কৃষিপণ্যের গুণগতমান রক্ষার ব্যবস্থা করা হবে ;

১৩) অনলাইন ভিত্তিক কৃষি উদ্যোক্তা তৈরীতে সহায়তা করা ;

১৪) অন্য দেশ হতে বাংলাদেশি কৃষিপণ্য আমদানিতে উৎপাদক ও রপ্তানিকারকের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ওয়েব ভিত্তিক সাধারণ প্লাটফর্ম উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা করা ;

১৫) ই-কৃষি বিপণনে জড়িত সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ;

১৬) অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণনে মহিলা ও যুবকদেরকে সম্পৃক্তকরণে উৎসাহ প্রদান করা ;

বিভাগীয় কার্যালয় সমূহের কার্যক্রম

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৭টি জেলায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রতিদিন সরেজমিনে পরিদর্শন ও যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজার দর সংগ্রহ পূর্বক ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। ফলে উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা এবং সরকার কৃষিপণ্যের প্রতিদিনের বাজার মূল্য সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন। মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি অফিস আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বিধায় তাৎক্ষণিকভাবে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাজার দরসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অতিদ্রুত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণে সক্ষম। অত্র বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে দাপ্তরিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ১১১টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৮৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন।

বাজার মনিটরিং কার্যক্রম

কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত ও ভোক্তা সাধারণের সুলভমূল্যে পণ্যক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় ও বিভাগের আওতাধীন জেলা কার্যালয়সমূহ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, পণ্যের ভেজাল রোধ, কেমিক্যালের ব্যবহারে নিরুৎসাহিত ও পণ্য পরিবহন স্থিতিশীল করার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগন নিয়মিতভাবে বাজার মনিটরিং করেন। কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য পাইকারী মূল্যের সাথে বিপণন ব্যয় ও মুনাফা যোগ করে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে বাজার সমিতির সাথে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ সহযোগিতা করছেন। বাজার কারবারীদের নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি ও ভোক্তাদের অধিকার সচেতন করার জন্য বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহের বাজারে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১২,৫০০টি লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রম

ঢাকা বিভাগের আওতাধীন শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের অধীনে ১২টি জেলায় বিদ্যমান ২০টি (১৭টি চালু) গুদামের মাধ্যমে জুলাই হতে জুন,১৯ পর্যন্ত ৯১৮ জন কৃষকের ২০৬ মেট্রিক টন শস্য সংরক্ষণ এর বিপরীতে মোট ১.০০১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত সময়ে সর্বমোট ৫৭৩ জন কৃষক/কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলী

সমাপ্ত উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত 'সেন্ট্রাল মার্কেট'-গাবতলীতে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি জেলা ও এর আওতাধীন ৬১টি উপজেলার কৃষকদের আর্থিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ঢাকা শহরের বাজারসমূহের সঙ্গে লিংকেজ স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডাইরেক্ট ফ্রেশ এবং ফসল এর মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের নিকট হতে সংগৃহীত শাক-সবজি গ্রেডিং এবং প্রসেসিং করে ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হচ্ছে। তাছাড়া বিভাগীয় ব্যবস্থাপনায় সরাসরি কৃষকের নিকট হতে কৃষিপণ্য সংগ্রহ করে ০৬টি রিফার ভ্যান, ০১টি খোলা ট্রাক ও ০৩টি কুলিং চেম্বারের সহায়তায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে বিপণনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেন্ট্রাল মার্কেটের আয় হতে অবকাঠামোগত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট অর্থ প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নামে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, খামারবাড়ী শাখা, ঢাকায় রক্ষিত চলতি ও এফডিআর হিসাবে জমা রাখা হয়। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি আয়-ব্যয়ের হিসাব তদারকি করেন। ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মার্কেটের ০১টি এফডিআর হিসাবে ৮৫.০০ লক্ষ(পঁচাশি লক্ষ) টাকা এবং চলতি হিসাবে প্রায় ২০.০০ লক্ষ(বিশ লক্ষ) টাকা জমা আছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতায় কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত একটি অফিস-কাম-প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সর্বমোট ৪৬৩ জন কৃষক/কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও জেলা কার্যালয় হতে ২৪৯ জন কৃষককে প্রযুক্তি ও কারিগরী সহায়তা প্রদান, ২৮৭ জন প্রক্রিয়াজাতকারীকে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ

এবং ৩৬৫ জন ব্যবসায়ীকে বাজার সংযোগের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ০১টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণসহ সর্বমোট ১৯টি প্রশিক্ষণে বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে কর্মরত ১৬৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ হতে পাইকারী ব্যবসায়ী, আড়ৎদার, মজুতদার, কমিশন এজেন্ট, ওজনদার ও পরিমাপকারী প্রভৃতি শ্রেণীর কৃষিপণ্য বাজার কারবারীগণের নিকট ১,৪৯১টি নুতন লাইসেন্স ইস্যু এবং ব্যবসায়ীদের ৯,৩০৪টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। লাইসেন্স ফি বাবদ ৫৩,২১,২০০.০০/- (তিপান্ন লক্ষ একুশ হাজার দুইশত) টাকা আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মেলায় অংশগ্রহণ

ঢাকা বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ পূর্বক অধিদপ্তরের কার্যক্রম মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে তুলে ধরেছেন।

সিলেট বিভাগ

৩৬০ জন আউলিয়ার পূণ্য ভূমি হিসেবে খ্যাত সিলেট। সিলেট বিভাগ ও সিলেট বিভাগের আওতাধীন ০৪টি জেলার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রশাসনিক ও বিপণন সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন। ০৪টি জেলা মার্কেটিং অফিস থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকে। ফলে উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা, রপ্তানীকারক ও সরকার কৃষিপণ্যের প্রতিদিনের বাজারদর সম্পর্কে অবহিত হয়ে আসছেন। কৃষিপণ্যের বিপণন কার্যক্রমে সহায়তা এবং অত্র বিভাগ ও বিভাগের ০৪টি জেলায় দাপ্তরিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ৩২টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ১৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রম ঃ

সরকারকে দৈনিক বাজারদর অবহিতকরণ ছাড়াও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের জন্য সুলভমূল্যে পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ-বিশেষ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করে আসছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভেজাল রোধ ও কেমিকেলযুক্ত পণ্য বিক্রি রোধে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমান আদালতে অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিদিনের বাজার মূল্য ক্রেতা-বিক্রেতাকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলার প্রধান-প্রধান বাজারে মোট ০৮টি মূল্য প্রদর্শনী বোর্ড এবং ০৫টি ডিজিটাল মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে ক্রেতা সাধারণের কোনো অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতারিত হবার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

উৎপাদিত ফসল প্রক্রিয়াকরণপূর্বক বাজারজাতকরণ বিষয়ক কার্যক্রম ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর "দেশে ক্রমবর্ধমান উৎপাদিত সবজি প্রক্রিয়াকরণপূর্বক বাজারজাতকরণ" বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এ বিভাগে ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। অত্র বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৮টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে (যেখানে ৪০ জন নারী ও ৪৪০ জন পুরুষ সদস্য)। দলের সদস্যদের পর্যায়ক্রমে পণ্যের গ্রেডিং, সর্টিং, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সিলেট জেলা বাজার কর্মকর্তার মাধ্যমে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার একটি বিপণন দলকে সিলেট সদর বাজার ট্রেড সেন্টার এর সাথে লিংকেজ স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে। অনুরুপভাবে হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার কৃষক গ্রুপের সাথে সদর বাজারের আড়ৎদারদের সাথে লিংকেজ স্থাপন করে

দেওয়া হয়েছে। সিলেট বিভাগের ৪০টি বিপণন দলের সদস্যবৃন্দকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে মৌলভীবাজার ও সিলেট এর বিসিক নগরীর প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানে ভ্রমনের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সিলেট বিভাগের ০৪টি জেলা মার্কেটিং অফিসের মাধ্যমে ২১৬ মেঃ টন ভুট্টার বাজার সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন অফিসসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সামষ্টিক দাপ্তরিক কার্যক্রম, নিয়মিত উপস্থিতি, আচরণ ও শৃংখলা বিধি, আইসিটি এবং ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার কার্যক্রম ঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অধীনে নৈতিকতা কমিটি গঠনপূর্বক ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং অত্র কার্যালয়ের অন্তরায় চিহ্নিত করে তা সমাধানে কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি ০৪টি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অংশীজনের অংশগ্রহণের সভা আয়োজন করা হয়েছে। মোট ১৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা ওয়েবপের্টালসহ দৃশ্যমান স্থানে অধিদপ্তরের মৌলিক তথ্যাদিসহ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। জনগণের অভিযোগ জানার জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন এবং প্রজ্ঞাপিত বাজার সংক্রান্ত তথ্য ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিস সমূহ হতে কৃষিপণ্যের পাইকারী বিক্রেতা, আড়ৎদার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। এ বছর ০৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে মোট ২২৫টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ১,১৪০টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। লাইসেন্স ফি বাবাদ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৭,৯৬.০০০/- (সাত লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা রাজস্ব আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

মেলা আয়োজন ঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এই বিভাগের আওতাধীন প্রতিটি জেলা কৃষি প্রযুক্তি এবং উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। এ ছাড়াও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জেলাসমূহ বিভিন্ন প্রকার লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোষ্টার জনগণের মাঝে বিতরণ এবং মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।

খুলনা বিভাগ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগ ও তার আওতাধীন খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, নড়াইল ১০টি জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়, শস্য গুদাম কার্যক্রম, মাগুরা অঞ্চল নিয়ে কৃষিপণ্য বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই বিভাগের সকল জেলায় কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থাপনা জোরদার করার লক্ষ্যে কৃষিপণ্যের হাট বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, গুদামে শস্য সংরক্ষণ, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাজারমূল্য নিশ্চিতকরণ, বাজার তথ্য সংগ্রহপূর্বক ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে।

বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রমঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগের আওতাধীন ১০টি জেলা অফিস হতে অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর ও বাজার তথ্য, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা সুবিধাভোগী যথাঃ কৃষক, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, সরকারী-বেসরকারী সংস্থাসহ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে। দ্রব্য মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ১০টি জেলার প্রধান প্রধান বাজারসমূহে ইতোমধ্যে কৃষিপণ্যের ৪০টি মূল্য প্রদর্শণী বোর্ড স্থাপন পূর্বক বাজার মূল্য লিখনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অত্র বিভাগের ১০টি জেলা অফিসে ২৬টি বাজার উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলার কর্মকর্তাগণ প্রতিনিয়ত বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের যোগান, সরবরাহ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম ও স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ৭৮টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় অংশগ্রহণ করছেন।

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমঃ

খুলনা বিভাগের আওতাধীন শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের মাগুরা অঞ্চলের ১০টি জেলার চালুকৃত ১৬টি গুদামে ৭১০ জন কৃষকের ১০২৫ মেঃটন শস্য জমার বিপরীতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ০.৭৮৯৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫১১ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীঃ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়সহ জেলা পর্যায়ের ৭৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাজার সংযোগ স্থাপনপূর্বক কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থাকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধান-প্রধান কৃষিপণ্যের সর্টিং, গ্রেডিং, প্রসেসিং, প্যাকেজিং ও কোয়ালিটি বিষয়ে কৃষক/ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তা ও প্রক্রিয়াজাতকারীগণকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ১১৫টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩৬০জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৯৫ জন কৃষককে প্রসেসিং সেন্টারের সুবিধা ও ২১৬ জন কৃষক/ব্যবসায়ীকে বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

নতুন লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন ও প্রজ্ঞাপিত বাজার সংক্রান্ত তথ্যঃ

খুলনা বিভাগের ১০টি জেলায় ১৩৭টি প্রজ্ঞাপিত বাজারে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৭২৪টি নতুন লাইসেন ইস্যু এবং ৪০৮৮টি পুরাতন লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

মেলায় অংশগ্রহণঃ

খাদ্য হিসেবে আলুর বহু মুখী ব্যবহার এবং বসত বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ বিষয়ে জনগণকে অধিকতর সচেতন করার লক্ষ্যে খুলনা বিভাগের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ১০টি জেলা অফিস মেলায় অংশ গ্রহণ করে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়সহ ১০টি জেলা কার্যালয় সরকারের উন্নয়ন মেলা, কৃষি মেলা, ফল মেলাসহ জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে আসছে।

রাজশাহী বিভাগ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগের কার্যক্রম চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা, নওগাঁ ও সিরাজগঞ্জসহ মোট ৮টি জেলায় পরিচালিত হচ্ছে। বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে অনুমোদিত ৬৩ পদের বিপরীতে বর্তমানে ৪৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। রাজশাহী অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মধ্যে ধান, গম, ভূট্টা, আখ, আলু, রসুন, পিঁয়াজ, টমেটো ইত্যাদি প্রধান। উৎপাদিত ফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- আম, লিচু, পেয়ারা, কলা, তরমুজ, বাঙ্গি, বরই ইত্যাদি। কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা, হাটবাজার উন্নয়ন, গুদামে শস্য সংরক্ষণ, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য নিশ্চিতকরণসহ বাজার দর সংগ্রহ পূর্বক ওয়েব সাইটে প্রকাশের লক্ষ্যে বিভাগ ও আওতাধীন জেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

বাজার দর মনিটরিং কার্যক্রম

বিভাগ ও জেলা কার্যালয়সমূহ হতে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে বাজার দর সংগ্রহ করে তা পর্যালোচনা ও সদর দপ্তরে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত মোট ২১৯টি মোবাইল কোর্টে অত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ পূর্বক দেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ফলে দেখা গেছে রমজান, ঈদসহ বিভিন্ন উৎসবে কৃষিপণ্যের উর্দ্ধগতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম

রাজশাহী বিভাগে ৫টি জেলায় ১১টি গুদামের মাধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২১৭ জন কৃষকের ৬৬৫.৫ মে:টঃ শস্য গুদামে সংরক্ষণ-এর বিপরীতে কৃষকদের মাঝে ০.৮৯ (উননব্বই) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

এনসিডিপি কার্যক্রম

কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি এবং ভোক্তা কর্তৃক সহনীয় মূল্যে পণ্য ক্রয়ের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগের ০৮টি জেলায় ৮টি পাইকারী ও ২৮টি উপজেলায় ২৮টি গ্রোয়ার্স মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এনসিডিপি মার্কেটগুলো পরিচালনা পূর্বক ভাড়া বাবদ ১৪,৮২,৫৮০/- (চৌদ্দ লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশত আশি) টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

বাজার সংযোগ তৈরী ও কৃষিপণ্যের প্যাকেজিং, সর্টিং, গ্রেডিং, প্রসেসিং ও কোয়ালিটি বিষয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারী পর্যায়ে ১৬২৩ জন কৃষক কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১৮২০ জন সদস্য সম্বলিত ৯১টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এপিএ চুক্তি অনুযায়ী বিভাগীয় কার্যালয় ও আওতাধীন জেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটারে দক্ষতা উন্নয়ন, শুদ্ধাচার কৌশল, নাগরিক সেবা উদ্ভাবন, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন ও প্রজ্ঞাপিত বাজার তথ্য

রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন ০৮টি জেলায় ১১৮টি প্রজ্ঞাপিত বাজার রয়েছে। এ সকল বাজারে বিপণন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত ১৯৮৫) প্রয়োগের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ০৮টি জেলা অফিসের মাধ্যমে ৫৭৫টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ৩৫৫০টি পুরাতন লাইসেন্স নবায়ন পূর্বক ফি বাবদ মোট ২১,৭৩,২০০/- (একুশ লক্ষ তেয়াত্তর হাজার দুইশত) টাকার রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

মেলায় অংশগ্রহণ

দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে জনসচেতনতা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ মোট ০৮টি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

রংপুর বিভাগ

রংপুর উত্তরাঞ্চলের কৃষিপণ্য উৎপাদনের একটি সম্ভাবনাময় বিভাগ। রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী ও পঞ্চগড় জেলা সমন্বয়ে এ বিভাগ গঠিত। কৃষি প্রধান এলাকা হিসেবে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের টেকসই বাজার ব্যবস্থার উপর এ বিভাগের অর্থনীতি অনেকাংশে নিভরশীল। উৎপাদিত ফসলের সঠিক ও আধুনিক বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হলে জাতীয় অর্থনীতি আরো সমৃদ্ধ হবে। এই বিভাগের সকল জেলা কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থাপনা জোরদার করার লক্ষ্যে কৃষি পণ্যের হাট বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, গুদামে শস্য সংরক্ষণ, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য নিশ্চিতকরণ, বাজার তথ্য সংরক্ষণ পূর্বক ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে। এ লক্ষ্য নিয়ে রংপুর বিভাগে অনুমোদিত ৭২টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রম:

সদর দপ্তরে দৈনিক বাজারদর অবহিতকরণ ছাড়াও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারনের মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তাসাধারণের জন্য সুলভমূল্য নিশ্চিতকরণ এ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভেজাল রোধ ও ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার রোধে এ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগন ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ২১১টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে প্রায় ৮,৬৫,২০০(আটলক্ষ পয়ষট্টি হাজার দুইশত) টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ আদালত পরিচালনার ফলে বিভিন্ন উৎসব এবং গুরত্বপূর্ণ সময়ে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়ন সহ ভেজাল পণ্য বিক্রয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। জেলার প্রধান প্রধান বাজার সমূহে এ বিভাগের আওতায় মোট ৪৭টি মূল্য প্রদর্শনী বোর্ড ও ০৮ জেলায় ইলেকট্রিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপিত হয়েছে। যার ফলে ক্রেতাসাধারণ মূল্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকেন। ফলে অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতারিত হবার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

এনসিডিপি ও পাবা বাজার কার্যক্রম:

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক(এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমাপ্ত নর্থ ওয়েস্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট (এনসিডিপি) এর আওতায় এ বিভাগে মোট ৮টি পাইকারী, ৩২টি গ্রোয়ার্স মার্কেট নির্মাণ করা হয়। এ সব বাজারসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হলে উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাগণের মধ্যে একটি টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা ও বাজার সংযোগ পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হবে। এনসিডিপি বাজার ছাড়াও অত্র বিভাগের দিনাজপুর জেলায় পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পাবা) এর ০১টি বাজার রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রংপুর বিভাগের আওতায় উত্তরাঞ্চলের ৮টি জেলায় ৮টি পাইকারী ও ৩২টি গ্রোয়ার্স মার্কেট, ১টি পাবা বাজার হতে জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত সর্বমোট ৫,৭৩,২৭৫/-(পাঁচলক্ষ তিয়াত্তর হাজার দুইশত পচাত্তর) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে ।

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম:

কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলায় মোট ৩৪টি গুদামের মাধ্যমে শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যেখানে কৃষকগণ ফসল সংগ্রহ মৌসুমে তাদের পণ্য বিক্রয় না করে গুদামে সংরক্ষণ করেন এবং বাজার মূল্যের ৭০% ব্যাংক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। পরবর্তিতে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে কৃষকগণ তাদের পণ্য বিক্রয় করে ব্যাংক ঋণ পরিশোধের পরেও আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে থাকেন। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এ বিভাগের আওতাধীন ৩৪টি গুদামে ১৫৯৯ মেট্রিক টন শস্য জমা করা হয় এবং জমাকৃত শস্যের বিপরীতে প্রায় ০২(দুই) কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ এবং এসডিজি ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় বিভাগীয় কার্যালয়সহ ৮টি

জেলা অফিসের জেলা কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, মাঠকর্মকর্তা ও অফিস সহকারীসহ মোট ৪৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। রংপুর বিভাগের অফিস-কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন-এর সংস্থান রয়েছে।

প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ কক্ষে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া পঞ্চগড় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কক্ষে ২০-৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী আবাসন সুবিধাসহ একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন।

লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন এবং প্রজ্ঞাপিত বাজার সংক্রান্ত তথ্য:

এ বিভাগের আওতাধীন জেলা অফিসসমূহ কৃষিপণ্যের পাইকারী বিক্রেতা, আড়তদার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ব্যবসার লাইসেন্স প্রদান করে থাকেন। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এ বিভাগের ৮টি জেলা অফিস হতে মোট ৪১৩টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ১২০৪টি পুরাতন লাইসেন্স নবায়ন করা হয়। এ বাবদ মোট ৯,১১,৫০০/-(নয় লক্ষ এগার হাজার পাঁচশত) টাকা রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়েছে। এ অর্থ বিধি মোতাবেক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

মেলায় অংশগ্রহণ:

এ বিভাগের ৮ জেলায় স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য সরকারী বেসরকারী সংস্থার উদ্যেগে এ অধিদপ্তরের জেলা অফিসসমূহ বিভিন্ন উন্নয়ন মেলায় অংশ নিয়ে সেবা প্রার্থী জনগণকে এ অধিদপ্তরের সেবা কার্যক্রম বিষয়ে সচেতন করে আসছেন।

বরিশাল বিভাগ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ঝালকাঠী, বরগুনা ও ভোলা এই ০৬টি জেলা, ০১টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও শস্য গুদাম কার্যক্রম নিয়ে গঠিত। অত্র বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ হতে প্রতিদিন সরেজমিনে যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সংগ্রহ পূর্বক তা প্রধান কার্যালয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রেরণ, কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষকদের বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান, বানিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাগণকে উদ্বুদ্ধ করাসহ কৃষি বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলী মাঠ পর্যায়ে অব্যাহত রয়েছে। বরিশাল বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলায় সর্বমোট ৪৫টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে ২১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন ।

বাজার মনিটরিং কার্যক্রমঃ

কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের সুলভ মূল্যে পণ্যক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়সমূহ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য র্নিধারণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলার প্রধান প্রধান বাজারসমূহে ০৬টি কৃষিপণ্যের মূল্য প্রদর্শনী বোর্ডে নিয়মিত বাজার মূল্য লিখন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তাছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগে ০৩টি জেলায় ০৩টি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। অত্র দপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মোবাইল কোর্টে অংশগ্রহণ করে সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ও বাজার নিয়ন্ত্রনে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করে আসছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগের আওতায় মোট-২০০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় এবং ২৫,৪৮,৬৫০/-(পঁচিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অত্র বিভাগের ০৬টি জেলা অফিসে ১৫টি বাজার উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমঃ

বরিশাল বিভাগের আওতায় ঝালকাঠী জেলায় বর্তমানে ০১টি গুদামের মধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম চালু আছে । ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৪০ জন কৃষকের ২২ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য জমা রাখা হয় এবং গুদামে শস্য জমার বিপরীতে ভাড়া বাবদ ৫,৫০০/-(পাঁচ হাজার পাঁচশত) টাকা আদায় হয়েছে। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৭৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পাইকারী বাজার অবকাঠামোঃ

বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলায় গৈলা বাজার নামক একটি পাইকারী বাজার রয়েছে যেখানে ২৪টি স্টলে ভাড়া বাবদ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ৭২,৩০০/- (বাহাত্তর হাজার তিন শত) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে ।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীঃ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়সহ জেলা পর্যায়ের ২১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে "অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থাকে আকর্ষনীয় করে তোলার জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এপিএ চুক্তি অনুযায়ী ১০২টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। ২০০ জন কৃষক ও ১৮৬ জন কৃষি ব্যবসায়ীকে কৃষিপণ্য সংগ্রহত্তোর সটিং, গ্রেডিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১০০ জন কৃষককে, ১৯০ জন কৃষি ব্যবসায়ীকে বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং ১০০ জন কৃষককে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন ও প্রজ্ঞাপিত বাজার তথ্যঃ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ৯৭টি প্রজ্ঞাপিত বাজারে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের মাঝে ৫০০টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ২৬৩০টি লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ ১৪.০০(চৌদ্দ লক্ষ) টাকা রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং সেই সাথে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে ।

মেলায় অংশগ্রহণঃ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সরকার নির্দেশিত এবং স্থানীয় জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন মেলা, কৃষি মেলাসহ সকল মেলায় বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলা কার্যালয় অংশ গ্রহণ করে। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে অধিদপ্তরের কার্যাবলী, কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলী মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন এবং বিভিন্ন লিফলেট, পোস্টার প্রদর্শন ও বিতরণ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিভাগ

পাহাড় নদী সমুদ্র বিধৌত চট্টগ্রাম বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী নামে খ্যাত। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম চট্টগ্রাম বিভাগে ১১টি জেলা ও ৪টি উপজেলায় বিস্তৃত। উল্লেখ্য, একমাত্র চট্টগ্রাম বিভাগেই উপজেলা পর্যায়ে কৃষি বিপনণের কার্যক্রম বিদ্যমান। প্রতিদিন বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সরেজমিন পরিদর্শন ও যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজার দর সংগ্রহপূর্বক অনলাইনে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। বিভাগীয় পর্যায়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন হয়। ফলে দ্রততম সময়ে ভোক্তা, উৎপাদক ব্যবসায়ী ও সরকার প্রতিদিনের বাজার দর প্রাপ্ত হচ্ছেন। বিভাগের ৮টি জেলায় ই-ফাইলিং এর কার্যক্রম লাইভে আছে। বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও বিপণন সংক্রান্ড় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে আসছেন। বর্তমানে ৭২টি পদের বিপরীতে ৫২ জন কর্মরত আছেন।

বাজার দর মনিটরিং কার্যক্রম:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভিশন হচ্ছে উৎপাদক,বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা এবং কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা। এ লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন ১১টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে নিয়মিত দৈনিক,সাপ্তাহিক,পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে বাজার দর সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। জনসাধারণকে প্রতিনিয়ত বাজার দর সরবরাহের লক্ষ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড কর্মসুচীর আওতায় চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রাংগামাটি, নোয়াখালী, লক্ষীপুর,ব্রাক্ষ্রণবাড়ীয়া, কক্সবাজার, চাঁদপুর, ফেণী ও কুমিল্লা জেলায় ডিজিটাল বোর্ড স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়াও আছে ৪২টি সাধারণ মূল্য প্রদশনী বোর্ড।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী:

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী বর্তমান অর্থ বৎসরে কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্ত ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের কৃষি পণ্যের গ্রেডিং,সর্টিং,প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৩৬৩ জন কৃষককে সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা ১৯৪ জন ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা ২৫৫ জন। বিভাগীয় পর্যায়ে ১৩-১৬ গ্রেডের কর্মচারীদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস,চট্টগ্রাম

কার্যালয় থেকে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক আমন্ত্রণের মাধ্যমে ০২(দুই) দিন ব্যাপী নিবিড় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, কৃষি বিপণন আইন,২০১৮ এর উপর সদর দপ্তর থেকে আমন্ত্রিত কৃষি আইন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তার দ্বারা দুইদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ ও লিখিত মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফ্রেশ কাট শাকসবজি ও ফলমূলের উপর বিশেষজ্ঞ কর্তৃক হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য ই-ফাইলিং জোরদার করার লক্ষ্যে সদর দপ্তর থেকে আইসিটি বিশেষজ্ঞ আমন্ত্রণের মাধ্যমে বিভাগের ১৫টি ষ্টেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ০২(দুই) দিন ব্যাপী হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট(SDG), তথ্য অধিকার আইন,২০১৯ ও শুদ্ধাচারের প্রশিক্ষণ প্রতিনিয়ত চলমান। APA বিষয়ক নিবিড় প্রশিক্ষণ সদর দপ্তর থেকে আমন্ত্রিত APA বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন:

চট্টগ্রাম বিভাগে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৪১১টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। যা বাবদ ৩৬.৩৯৮/-(লক্ষ টাকায়)টাকার রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। লাইসেন্স ফি আদায় বৃদ্ধির হার বর্তমান অর্থবছরেও অব্যাহত আছে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে নিজস্ব ও অন্যান্য আইনে অত্র বিভাগে ৩৪৯(তিন শত উনপঞ্চাশ)টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। যার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমান ২২,৯৮,৫০০/-(বাইশ লক্ষ আটানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকা যা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

বাজার সংযোগ সুবিধা সংক্রান্ত কার্যক্রম:

বিভাগে ১৭২ জন কৃষক বাজার সংযোগ সুবিধা প্রাপ্ত, এছাড়া কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তদের মধ্যে ১৪৮ জন উদ্যোক্তা এই সুবিধা পেয়েছেন। প্রসেসিং সেন্টারের সুবিধা প্রাপ্ত কৃষক ৭৫ জন । কুমিল্লায় কুলভ্যানের মাধ্যমে ফ্রেশকাট ফল ও সবজি বিক্রয়ের উদ্যোগ চলমান।

মেলায় অংশগ্রহণ :

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ১১টি জেলা ও ৪টি উপজেলা সফল ভাবে অংগ্রহন করে। কুমিল্লা, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া ও বান্দরবান মেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে। উল্লেখ্য ব্রাক্ষণবাড়ীয়া জেলা পরপর তিন অর্থবছর প্রথম স্থান অধিকারী। মেলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট পরিচিতিসহ বিভিন্ন চার্টে কার্যক্রম সমূহ উপস্থাপন করা হয়। যা আগত দর্শকদের কর্তৃক প্রশংসিত হয়।

ইনোভেশন কর্মসূচী :

কুমিল্লা জেলা হতে প্রাপ্ত মৌসুমে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত টমেটো তিন মাস পর্যন্ত সংরক্ষনে উদ্ভাবনী ধারনা সদর দপ্তরে প্রেরিত হয়েছে। মাঠ পর্যায় থেকে নতুন নতুন ইনোভেশন আইডিয়া সংগ্রহ করে ইনোভেশন টিমকে প্রেরণ করার কাজ চলমান আছে।

উৎপাদিত সবজি বাজারজাতকরণ:

ফ্রেশকাট শাকসবজি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মসূচী আওতায় কুমিল্লা জেলায় প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মোড়কীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে এতে কৃষক দলের সদস্যগণ হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্ব-উদ্যেগে আয় বর্ধনশীল পেশায় নিয়োজিত হতে পারেন।

অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচী

অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহের কার্যক্রম

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প

সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (বিপণন অংগ) প্রকল্প

০১	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)-লীড এজেন্সী		
		:	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)		
		:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)		
০২	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত		
০৩	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মূল্যঃ ১৩৭৮.০০ লক্ষ টাকা, সংশোধিতঃ ১৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা		
০৪	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি		
০৫	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	(ক) বাজার তথ্য সেবা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যয় হ্রাস এবং লাভজনকতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানীকারকদের মাঝে টেকসই সংযোগ স্থাপন করা; (খ) সংগ্রহোত্তর ফসলের অপচয় কমানো এবং পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহস্থালি পর্যায়ে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা (গ) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নারীদের কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় জড়িত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; (ঘ) প্রকল্প এলাকার কৃষক ও সুবিধাভোগীদের পুষ্টিমানের উন্নয়ন।		
০৬	প্রকল্প এলাকা	:	(১) সিলেট (২) হবিগঞ্জ (৩) মৌলভীবাজার ও (৪) সুনামগঞ্জ জেলার মোট ৩০টি উপজেলা।		
০৭	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
			৫৭৫.০০	৫৭২.১৬ (৯৯.৫০%)	১৩৭১.৭৯ (৯৯.৭৬%)

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি (৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি) :

প্রকল্পের আওতায় শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৮,৩৫০ জন কৃষাণ-কৃষাণী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও প্রক্রিয়াজাতকারীগণকে কৃষিপণ্যের উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ ২৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে টিওটি, অফিস ব্যবস্থাপনা, ই-জিপি ও পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনসহ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মোট ২০ কর্মকর্তাকে ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, মালয়শিয়া ও থাইল্যান্ড এ শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়েছে। সিলেট জেলার শেখঘাট এলাকায় ৫ম তলা ফাউন্ডেশনসহ ৪তলার বিশিষ্ট মোট ১০,০০০ বর্গফুটের একটি অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে । সিলেট বিভাগের ০৪টি জেলায় মোট চারটি এ্যাসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। সিলেট বিভাগের মোট চারটি জেলার ৩০টি উপলোয় মোট ১৫০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংগঠিত কৃষক দলের সদস্যদের জন্য বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশন এর জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে মোটিভেশনাল ট্যুরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঢাকাসহ জেলা পর্যায়ে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে ২০টি খাদ্য প্রদর্শনী ও মেলার আয়োজন করা হয়েছে। সিলেট বিভাগের কৃষিপণ্য উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ, চাহিদা ও ঘাটতি ইত্যাদি বিষয়সহ সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগে মার্কেট ডাইরেক্টরির

তথ্যাদি আপডেট সংক্রান্ত ০২টি সার্ভে / গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে ০২টি জাতীয় সেমিনার এবং প্রকল্পভূক্ত জেলাসমূহে মোট ২০টি আঞ্চলিক ওয়ার্কসপ/ ফোকাস সেশন এর আয়োজন করা হয়েছে।

স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিপণন অংগ)

০১	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)		
০২	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪		
০৩	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২০২১১.১২ লক্ষ টাকা		
০৪	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি ও ইফাদ		
০৫	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বৈচিত্র্য আনয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন **প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:** • **কম্পোনেন্ট-১ :** উচ্চমূল্য (High Value) ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার: ১.১ উচ্চমূল্য (High Value) ফসল সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং কৃষকদল গঠন; ১.২ চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদন এবং বাজারভিত্তিক গবেষণা বৃদ্ধিকরণ; ১.৩ গবেষণা ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ • **কম্পোনেন্ট-২ :** উচ্চমূল্য (High Value) ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ: ২.১ মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন; ২.২ উচ্চমূল্য (ঐরময ঠধষঁব) ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ; ২.৩ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ। • **টিএ কম্পোনেন্ট:** ক) ট্রেনিং অব ট্রেনার্স কার্যক্রম ও ফলো-আপ; খ) সুবিধাজনক মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়নে সহায়তা; গ) ভ্যালু চেইন ও অন্যান্য বাজার গবেষণায় সহায়তা।		
০৬	প্রকল্প এলাকা	:	১। চট্টগ্রাম ২। ফেনী ৩। লক্ষীপুর ৪। নেয়াখালী ৫। বাগেরহাট ৬। সাতক্ষীরা ৭। ভোলা ৮। ঝালকাঠি ৯। পিরোজপুর ১০। পটুয়াখালী এবং ১১। বরগুনা জেলার নির্ধারিত মোট ৩০টি উপজেলা।		
০৭	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
			মোট বরাদ্দঃ ৫২৫.০০ জিওবিঃ ৭৫.০০ পিএঃ ৪৫০.০০	২৬৮.৭৯ (৫১.২০%)	২৬৮.৭৯ (১.৩৩%)

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি (৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি):

প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে বিভিন্ন বিষয়ে ইতোমধ্যে ২৫জন কৃষক/ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তা এবং ২৫জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৫০টি কৃষক দল গঠন সম্পন্ন হয়েছে। একটি জাতীয় ওয়ার্কশপ ও ১টি বিভাগীয় ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য ১টি জীপ গাড়ী, ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ, আসবাবপত্র ও ১০টি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে।

বাজার অবকাঠামো সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

০১	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)		
০২	বাস্তবায়নকাল	:	অক্টোবর-২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত		
০৩	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা ।		
০৪	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি		
০৫	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	ক) প্রকল্প এলাকায় বিপণন সেবা সম্প্রসারণ এবং খামারের সাথে সরাসরি বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ও আয় বৃদ্ধি । খ) ফুলের ভ্যালু চেইন এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন। গ) ফুলের বিপণন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নিমিত্ত অবকাঠামো সুবিধা স্থাপন করে আধুনিক এবং টেকসই বাজার সংযোগ বিস্তৃর।		
০৬	প্রকল্প এলাকা	:	ঢাকা,মানিকগঞ্জ,যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষিরা,চুয়াডাঙ্গা।		
০৭	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ড় ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
			৩২.০০	২৬.১৬ (৮১.৭৫%)	২৬.১৬ (০.৫৩%)

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি (৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি):

কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তাকে ফুল বিপণনের বিভিন্ন বিষয় যেমনঃ পোস্ট হারভেস্ট ব্যবস্থাপনা বিশেষকরে ক্লিনিং, শর্টিং, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া ইতিমধ্যে অধিদপ্তরের ৫০ জন কর্মকর্তাকে টিওটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচি

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত
০	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট- ১৪০.৬০ লক্ষ টাকা
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি- ১৪০.৬০ লক্ষ টাকা
০৫ .	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য	:	• কৃষক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণের মাঝে ফ্রেশকাট শাকসজী ও ফলমূলের প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটজাতকরণ ও সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা। • প্রক্রিয়াজাতকৃত ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূল প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমে বিপণনের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা। • কৃষক, ব্যবসায়ী, ক্ষূদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা। • শাক-সবজি ও ফলমূলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমানো। • কৃষক, ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রক্রিয়াজাতকারীদের সাথে সুপার শপ, রপ্তানীকারক ও ভোক্তার যোগসূত্র স্হাপন করা। • কর্মসূচি এলাকার কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা।

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>• কর্মসূচি এলাকার প্রক্রিয়াজাতকৃত ফ্রেশকাট শাকসবজি (বিশেষ করে মিশ্র সবজি ও সালাদ বিভিন্ন ধরণের পাতাযুক্ত শাকসবজি, কচুর লতি ও ফলমূল (কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে, আম, তরমুজ ইত্যাদি) স্থানীয় ও ঢাকার সুপার শপগুলোতে সরবরাহের নিমিত্ত বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা।।
• বিভিন্ন বিপণন সেবা সম্প্রাসারণের মাধ্যমে সংশিণ্টষ্ট এলাকার কৃষকের আয় বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা</td></tr>
<tr><td>০৬.</td><td>কর্মসূচির আওতায় গৃহীত উলেণ্টখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ</td><td>:</td><td>• মার্কেট লিংকেজ স্থাপনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কৃষক দলের সদস্য, সুপারশপ প্রতিনিধি, ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে ফ্রেশকাট শাকসবজি প্রক্রিয়াকরন ও প্যাকেটজাতকরণ কলাকৌশল ব্যবস্থপনা, মার্কেট লিংকেজ, বাজার তথ্য, মূল্য সংযোজন কার্যক্রম, কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
• দলভূক্ত কৃষকদের সমন্বয়ে ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম।
• ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল এর ব্যবহার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ দিবস, জনসমাগমপূর্ণ উল্লেখযোগ্য স্থানে স্টল স্থাপন করে খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন।
• কর্মসূচি এলাকায় মার্কেটিং দল গঠন করা।</td></tr>
<tr><td>০৭.</td><td>কর্মসূচী এলাকা</td><td>:</td><td>ঢাকা, নরসিংদী, কুমিল্লা, খুলনা, রংপুর।</td></tr>
<tr><td>০৮.</td><td>কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি</td><td>:</td><td><table><tr><td>২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)</td><td>২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)</td><td>কর্মসূচির শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)</td></tr><tr><td>২৪.৮০</td><td>২৪.৮০ (১০০%)</td><td>১৪০.২০৮ (৯৯.৭২%)</td></tr></table></td></tr>
</table>

কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতিঃ (৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

- কর্মসূচির আওতাভূক্ত বিভিন্ন জেলা যেমন- ঢাকা, নরসিংদী, কুমিল্লা, খুলনা ও রংপুর জেলায় প্রতি গ্রুপে ১৫ জন করে ইতোমধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক সমন্বয়ে প্রতি জেলায় ২০টি করে মোট ১০০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে।
- কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট কৃষক গ্রুপ সদস্য, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াজাতকারী, সুপার শপ প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে ৭৮টি ব্যাচে গত তিন বছরে মোট ২০৬৫ জনকে ফ্রেশকাট শাক সবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূল এর ব্যবহার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ দিবসে উল্লেখযোগ্য স্থানে স্টল স্থাপন করে গত তিন বছরে মোট ৩৫টি খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা।
- বাজার সম্প্রসারণ ও উৎপাদিত পণ্য লাভজনক উপায়ে বিক্রয়ের কলাকৌশল সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক সম্যক জ্ঞান অর্জন/ধারনা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিটি গ্রুপে মোট ২৫ জন করে গত তিন বছরে মোট ১৫টি মোটিভেশনাল ট্যুর এর আয়োজন করা।
- জাতীয় পর্যায়ে ০১টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।
- ঢাকা মহানগরসহ কর্মসূচির আওতাভূক্ত জেলাসমূহে কর্মসূচির মাধ্যমে সৃষ্ট উদ্যোক্তাকর্তৃক ১০টি কুল চেম্বার সমৃদ্ধ ভ্যানের মাধ্যমে ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূল বিপণন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন সুপারশপ সমূহে ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূল বিপণন কার্যক্রম ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচী

০১.	কর্মসূচীর নাম	:	অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচী		
০২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)		
০৩.	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত		
০৪.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট: ১৩৭.০০ লক্ষ টাকা		
০৫.	অর্থায়ন উৎস	:	জিওবি: ১৩৭.০০ লক্ষ টাকা		
০৬.	কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য	:	• অনলাইন প্রাইস মনিটরিং এর জন্য ইলেকট্রনিক ডিসপেণ্ডবোর্ড স্থাপন করে উৎপাদনকারী, মধ্যস্থকারবারী, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাসহ ভোক্তাসাধারণকে পণ্যের মূল্য সম্পর্কিত তথ্য অবহিত করা ; • অধিদপ্তর কতৃক বর্তমানে ব্যবহৃত Computer Hardware এবং আনুষাঙ্গিক উপাদানসমূহের উন্নয়ন ও প্রতিস্থাপন ; • মোবাইল ফোন ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও সরবারহ ব্যবস্থার প্রচলন ; • অনলাইন ভিত্তিক কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় লেনদেন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদক ও উচ্চমূল্যের বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ; • আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী ও উন্নয়ন ; • বর্তমান ওয়েব-সাইট ও এর উপাদানসমূহের উন্নয়ন ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ • বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় সহায়তা প্রদান;		
০৭.	কর্মসূচীর আওতায় গৃহীতব্য উলেণ্ঢখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	• ঢাকাসহ ৬৪টি জেলায় ৭০টি অনলাইন প্রাইস মনিটরিং এর জন্য ইলেক্টনিক্স ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন; • অধিদপ্তরের ICT ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন; • কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদক ও উচ্চমূল্য বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন; • আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী ও উন্নয়ন; • বর্তমান ওয়েব সাইট ও এর উপাদানসমূহের উন্নয়ন;		
০৮.	কর্মসূচী এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ		
০৯.	কর্মসূচীর আর্থিক অগ্রগতি	:	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	কর্মসূচীর শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
			৯৩.৫০	৯৩.৫০ (১০০%)	১১৬.৪৯ (৮৫.০৩%)

কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতিঃ (৩০ শে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত):

- দেশের ৫০টি জেলায় ৫০টি ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন এবং এগুলোর মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজারদরসহ অন্যান্য বিপণন অথ্য প্রচার।
- অনলাইন ডিসপ্লে বোর্ড সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও সম্প্রচারের নিমিত্ত সফটওয়্যার ইনস্টলের একটি সার্ভার সংগ্রহ।
- অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট কার্যক্রম সম্প্রসারণে সফটওয়্যার উন্নয়ন।

বাজেট
(অনুন্নয়ন+উন্নয়ন)

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট

১. উন্নয়ন বাজেট ঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	আর্থিক অগ্রগতি (%)
০১।	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিপণন অংগ) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২৪)	-	৫২৫.০০	২৬৮.৮২ (৪৮.৭৯%)
০২	''বাজার অবকাঠামো সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ'' প্রকল্প (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১)	-	৩২.০০	২৬.১৬ (৮১.৭৫%)
০৩	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (বিপণন অংগ) প্রকল্প:(০১/০৩/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯)	১৪৭.৭৩	৫৭৫.০০	৫৭২.১৬ (৯৯.৯৪%)
		১৪৭.৭৩	**১১৩২.০০**	**৮৬৭.১৪ (৭৬.৬০%)**

২. রাজস্ব বাজেটে অর্থায়নকৃত কর্মসূচী ঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	আর্থিক অগ্রগতি (%)
২।	ফ্রেশকাট শাক-সবজী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী। ১৪০,৬০.০০ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯)	২৪.৮০	২৪.৮০	২৪.৮০ (১০০%)
৩।	অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্টনিক ডিসপেণ্ডবোর্ড স্থাপন কর্মসূচী। জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০	৯৩.৫০	৯৩.৫০	৯৩.৪৬ (৯৯.৯৭%)
	মোট: (কর্মসূচী)	১১৮.৩০	১১৮.৩০	১১৮.২৬ (৯৯.৯৭)

৩. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন+কর্মসূচী) ঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	বিবরণ	২০১৭-১৮	
		বাজেট	সংশোধিত বাজেট
০১।	অনুন্নয়ন	২৪৯৯.০০	২৬০৪.৮২
০২।	উন্নয়ন	১৪৭.৭৩	**১১৩২.০০**
০৩।	কর্মসূচী	১১৮.৩০	১১৮.৩০
সর্বমোট :		**২৭৬৫.০৩**	**৩৮৫৫.১২**

৪. কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট ঃ

অনুন্নয়ন বাজেটঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড নং	বিবরণ	বাজেট ২০১৮-২০১৯	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-২০১৯
(ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়				
১।	৪৫০০	অফিসারদের বেতন	২০৬.০০	২৪৪.১০
২।	৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৮৬৭.৭৩	৮৩০.১০
৩।	৪৭০০	ভাতাদি	৮৬৬.৮০	৮৫০.৮৭
৪।	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৪১৭.৬৩	৪৫৮.৮৫
৫।	৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	১০৯.৭৯	১১৬.০৩
উপ-মোট (ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব			**২৪৬৭.৯৫**	**২৪৯৯.৯৫**
(খ) অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়				
১।	৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয়	৩১.০৫	১০৪.৮৭

উপ-মোট (খ) অনুন্নয়ন মূলধন	৩১.০৫	১০৪.৮৭
মোট (ক+খ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন)	২৪৯৯.০০	২৬০৪.৮২

কর্ম পরিকল্পনা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

স্বল্প জনবল, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট, অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও নানা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষক ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক বিপনন ব্যবস্থার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অত্র অধিদপ্তর কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে রয়েছে নানাবিধ পরিকল্পনা।

স্বল্প মেয়াদী ঃ

- কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তাগণ কর্তৃক সহনীয়মূল্যে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বাজার তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ কার্যক্রম সহজবোধ্য, আধুনিকীকরণ করে ওয়েব-সাইট (ইন্টারনেট)-এর মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলা হতে বাজারদর সংগ্রহ ও সরবরাহ কার্যক্রম জোড়দারকরণ অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যেই দেশের ৫০টি জেলার ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় আরো ৬৪টি ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স কমিটি গঠন এবং গঠিত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও দৈনিক বাজারদরের মূল্য তালিকার প্রদর্শনী বোর্ড স্থাপন।
- মোট উৎপাদন নিরুপণ, কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় ও কৃষকের পণ্যের বিক্রয়মূল্য বিবেচনা করে মাঠ পর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা এবং ফসল বিপণনের পূর্বেই প্রতিবছর প্রধান-প্রধান ফসলের ন্যূনতম মূল্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ এবং আমদানী ও রপ্তানী নীতি প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।
- ফুল বিপণন সম্প্রসারণ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ, পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চলে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজনের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে ০৪টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া ফুল বিপণনে সহায়তা করা ও সমাপ্ত আইকিউএইচডিপি প্রকল্পের ০৫টি প্রসেসিং সেন্টার ও সেন্ট্রাল মার্কেটের অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে ফ্রেশকাট ভেজিটেবল ও ফলমূল বিপণনে সহায়তা করার নিমিত্ত কার্যক্রম হাতে নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
- মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকি ও দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে বিপণন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনায়ন।
- প্রধান-প্রধান কৃষিপণ্যের মূল্য প্রক্ষেপণ করার লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ।
- কৃষি বিপণন প্রয়োজনীয়, সহজলভ্য ও সহজে ব্যবহারযোগ্য বাজার কারবারি, বাজার ও পণ্য ভিত্তিক তথ্য সমৃদ্ধ মার্কেট ডিরেকটরি প্রস্তুত, প্রচার ও প্রকাশ করা;
- বাজারকারবারীগণের সাথে উৎপাদক/উদ্যোক্তা/কৃষক বিপণন দল এর সাথে সংযোগ স্থাপনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন;
- অপ্রচলিত পণ্যের আঞ্চলিক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধানে সহায়তা করা;
- অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন, ক্রেতা-বিক্রেতা খোঁজ ও ব্যবসায়ের সুযোগ দেয়া;
- কৃষি বিপণনে দক্ষ নারী উন্নয়নে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, ফসলের কর্তোনত্তোর ব্যবস্থাপনা, লেবেলিং, প্যাকেজিং, কৃষি ও কৃষিজাতপণ্য এবং উপকরণের বিপণন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মশালার আয়োজন;
- সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং দেশীয় ফলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা ;
- লাভজনক কৃষি ব্যবসা শনাক্তকরণ, ছোট ও মাঝারী কৃষি শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে যুবকদের আত্নকর্মসংস্থান বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;
- অবৈধভাবে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ কাঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা;

(১) মধ্য মেয়াদী ঃ

- কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য বিপণন ব্যয়, ব্যবসায়ীদের লভ্যাংশ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা/সমীক্ষা করে বিপণন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিপণন ব্যয় হ্রাসের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষিপণ্য উৎপাদন, বিপণন, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, উৎপাদনকারী, ভোক্তা, সুপারমলসমূহের মধ্যে টেকসই সংযোগ স্থাপন ও বিপণনে সহায়তা দান এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক বহুমূখী কৃষিপণ্য উৎপাদন, চাহিদা ও যোগানের প্রক্ষেপণ নিরুপণ করা, ফসলের মূল্যের পূর্বাভাস প্রদান, গুরত্বপূর্ণ ফসলের চাহিদা নিরুপণ ও এর সম্ভাব্য বাজার মূল্য প্রক্ষেপণ।
- আখ ও ভুট্টাসহ প্রধান-প্রধান ফসলের সরকার কর্তৃক ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান।
- মৌসুমে স্বল্পমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের (Distress sale) মাধ্যমে কৃষকরা যাতে ক্ষতির শিকার না হন সে লক্ষ্যে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- দেশের সকল কৃষক, কৃষক গ্রুপ, বিশেষায়িত কৃষিপণ্য উৎপাদক, প্রক্রিয়াজাতকারী আমদানিকারী, রপ্তানিকারী, ব্যবসায়ী এবং পাইকারী বিক্রেতার একটি ডাটাবেজ তৈরী করা;
- অনলাইনে সহজে ভোক্তাগণ যাতে সরাসরি খুচরা, পাইকারী বা প্রক্রিয়াজাতকারীর কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করতে পারে সেই ব্যবস্থা করা;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মার্কেট ডিরেক্টরি সহজলভ্য ও প্রচার-প্রকাশনা সহজিকরণের মাধ্যমে নতুন বাজার অনুসন্ধানে সহায়তা করা;
- চর, হাওর, পাহাড়, উপকূলীয় ইত্যাদি দুর্গম এলাকায় কৃষিপণ্য বিপণন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা।
- স্বল্পখরচ, দ্রুততম সময়, নিয়ন্ত্রিত ও পদ্ধতিগতভাবে যাতে কৃষিপণ্য উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বশেষ ভোক্তা পর্যন্ত যেমন- কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী, কৃষক/উৎপাদক, পাইকার, প্রক্রিয়াজাতকারী, খুচরা ব্যবসায়ী ও ভোক্তার মধ্যে একটি একটি সুশৃঙ্খল পণ্য সরবরাহ শিকল ব্যবস্থার উন্নয়ন করা ;
- সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরের অংশীজনের সাথে সম্পর্কিত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও বিভিন্ন চুক্তি, সমঝোতা সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পর্ক জোরদার করা;
- কৃষিপণ্য রপ্তানীতে সাপ্লাই চেইনের সকল স্তরে পণ্যের গুনগত মান রক্ষা ও পণ্য সরবরাহ গতিশীল রাখতে সহায়তা করা এবং রপ্তানী কার্যক্রমকে কার্যকর করা; সাপ্লাই চেইন সংগঠন গঠনে সার্বিক সহায়তা করা।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি পরিসরে কৃষি ব্যবসার সাথে নারীদের জড়িত হওয়ার জন্য কৃষি ব্যবসা সংক্রান্ত লজিস্টিক সাপোর্ট ও ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;
- উদ্যান ফসল বিপণন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আর্থিকভাবে সাবলম্বি হওয়ার জন্য সার্বিক সহায়তা করা;
- সহজে কৃষিজাতপণ্য ও কৃষি উপকরণ অধিক লাভে বিক্রি, দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক নারী কৃষি বিপণন দল গঠনে সহায়তা করা এবং উক্ত দল ব্যবস্থাপনা করা;
- ই-এগ্রিকালচারাল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে সহজে কৃষি ব্যবসা পরিচালনা ও ই-শপ গঠনেও সহায়তা করা;
- প্রতিটি ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় বাজারে সংরক্ষিত মহিলা উদ্যোক্তা কর্ণার রাখা ;
- জুস, জ্যাম, জেলী, ড্রাই, ফ্রেশকাট, কাঁচামাল বা বিদেশ হতে বিভিন্ন ধারণা নিয়ে অন্যান্য ব্যবহার বৃদ্ধি ও ব্যবসায়ী উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করা;
- প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ভোক্তার সাথে অঞ্চল ভিত্তিক দেশীয় ফলের (উৎপাদন নাম পরিমান গ্রেড সরবরাহ) সরাসরি পশ্চাৎ সংযোগ (backward linkage) স্থাপনে সহায়তা করা;
- কৃষি ব্যবসায়ে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে যুবকদের কৃষি ব্যবসায়ে উৎসাহিত করা;

- কৃষক পর্যায়ে সৃষ্ট প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান, মূল্য সংযোজনের বিভিন্ন কার্যক্রম যুবকদের খন্ডকালীন চাকুরীর ব্যবস্থা করা;
- বিদেশী কৃষিপণ্যের চাহিদা সংক্রান্ত মার্কেট ইনটেলিজেন্স সম্পর্কিত তথ্য, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, বাজার সম্প্রসারণ, উচ্চতর মূল্য প্রাপ্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদেরকে সহায়তা প্রদান করার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ;
- বহিঃবিশ্বে প্রবাসী বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকাসমূহে সম্ভাবনাময় নতুন বাজার অনুসন্ধান করা ;

- কৃষি উপকরণের অনুমোদিত মান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সরবরাহ, গুদামজাতকরণ, মূল্য এবং গুণগতমান তৃণমূল পর্যন্ত পরিবীক্ষণের আওতায় আনা;
- আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কৃষি উপকরণের আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;
- কৃষি এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত বিপণন উপযোগী কৃষিপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, নিশ্চিতকরণ ও পণ্যের গুনগত মান প্রত্যয়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ল্যাব স্থাপন করা ;

(২) **দীর্ঘ মেয়াদী ঃ**

- সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কৃষিপণ্যের হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখা এবং গুরত্বপূর্ণ হাট-বাজার ও উৎপাদন এলাকায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ।
- বাজার সিন্ডিকেট তৈরির মাধ্যমে অধিক মুনাফা লাভ রোধকল্পে বাজারে কৃষি উপকরণ এবং কৃষিপণ্যের মজুদ ও সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে পণ্যের উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানী বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং অন্যায়ভাবে অধিক মুনাফা লাভ রোধকল্পে আমদানীকারক, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের পরিমাণ নির্ধারণ।
- কৃষিপণ্যের ভ্যালু চেইন ও সাপ্লাই চেইন উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন।
- কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশেষ করে গৃহ পর্যায়ে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণ সুবিধা প্রদান, পণ্য বিপণনে সহায়তার নিমিত্ত ব্রান্ডিং, মোড়কীকরণ, সার্টিফিকেশন ইত্যাদি সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- কৃষিপণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রেসেবিলিটি (Traceability) উন্নয়ন এবং এর ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- পণ্য সংরক্ষণে বহুমূখী সুবিধা সম্বলিত কোল্ড স্টোরেজ/কুল চেম্বার স্থাপন এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে কুলভ্যানের ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।
- বৈদিশিক রপ্তানীতে মধ্যস্থতা করা ও সার্বিক সহযোগিতা করা।
- কৃষি ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য যুব্কদের আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা এবং প্রণোদনা দেওয়া।
- বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সমবায়/সমিতি/দল ভিত্তিক পাইকারি ও খুচরা বিপণনিকেন্দ্র স্থাপন;
- প্রক্রিয়াজতকরণের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজন ও কৃষি ব্যবসার উন্নয়নে মেগা ফুড পার্ক নির্মাণ করা;
- কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সাপ্লাই চেইন, ভ্যালুচেইন,প্যাকেজিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণ ;

কৃষি বিপণনের গুরত্বপূর্ণ চিত্র

গুরত্বপূর্ণ কৃষি পণ্যের বিপণন চিত্র:

ধান এর কৃষকপ্রাপ্ত বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
বোরো মোটা	১৬৮৮	১৪১৩	১৮৭০	২১২৪	১৮৮৮
বোরো মাঝারী	১৮৪৮	১৬২৮	২০৩৮	২৪৪৪	২১৬৬

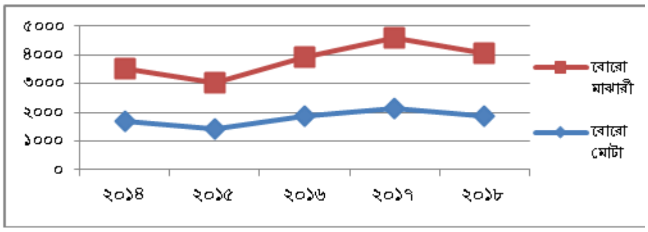

চালের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
চাল মোটা	৩০৭০	২৬৩৫	২৬৮০	৩৭১৮	৩৪৬৯
চাল মাঝারী	৩৬৫৬	৩৩২৮	৩৩৬৮	৪৩৭৯	৪১৮৩
চাল সরু	৪৪০৭	৪১১৬	৪১৮০	৫০৪৯	৫১৮৮

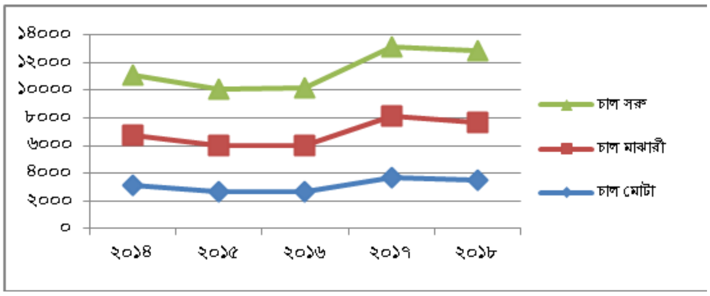

চালের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
চাল মোটা	৩৩	২৯	২৯	৪০	৩৭
চাল মাঝারী	৩৯	৩৬	৩৬	৪৬	৪৪
চাল সরু	৪৬	৪৪	৪৪	৫৩	৫৫

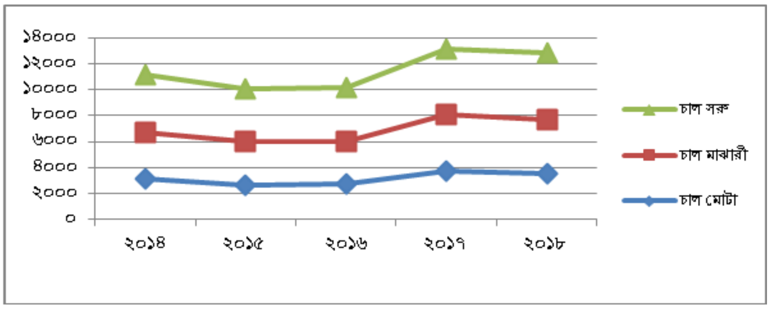

গম এর তুলনামুলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
কৃষক প্রাপ্ত	২২	২০	১৯	২০	২১
পাইকারী	২৩	২২	২০	২২	২৩

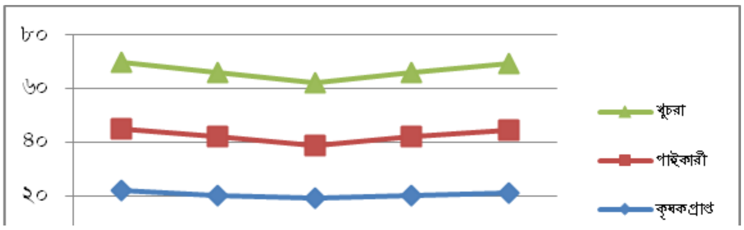

খুচরা	২৫	২৪	২৩	২৪	২৫

ভুট্টার তুলনামুলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
কৃষক প্রাপ্ত	১৫	১৫	১৫	১৬	১৭
পাইকারী	১৭	১৭	১৭	১৭	১৯
খুচরা	২১	২০	২০	২০	২২

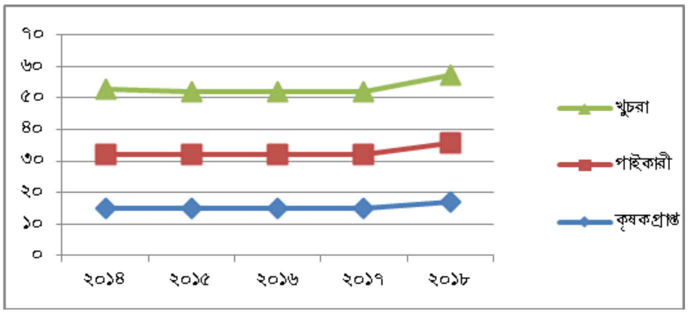

মসুর ডালের তুলনামুলক গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
কৃষক প্রাপ্ত	৭০	৮৭	৭৬	৫৯	৫৬
পাইকারী	৯৯	১১০	১২৯	১০৫	৮৩
খুচরা	১০৮	১১৯	১৩৯	১২১	৯২

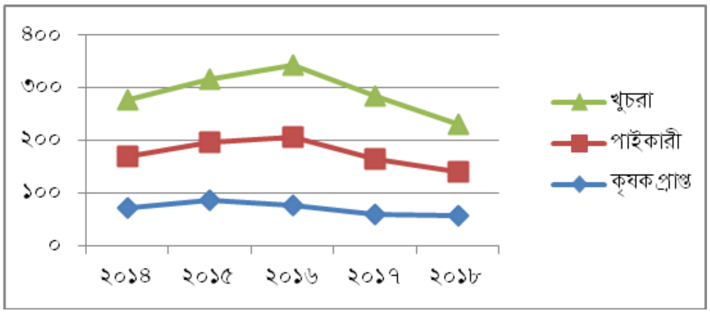

তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় কৃষক প্রাপ্ত গড় বাজার দর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
পেঁয়াজ	৪১৬৫	৩৩৫৬	৩৩৬১	৪১০৯	৩৩৯৫
রসুন	৭০৭৩	৭০৬৬	৬৯৬৯	৫৫৪৯	৩৮৬৯
আদা	৭৬৫৩	৭৪৬১	৬৫০৯	৭৩৪২	৭৯৮৩
শুকনা মরিচ	১৩৮৫০	১৭২৫০	১৩১০৭	১৩৩০০	১৪০৭৮
হলুদ	৭১৭২	১৩৫০০	১২৫০২	১২৩৯৫	১১৮৯১
ধনিয়া	৫৫৪৯	৮৪৭৯	১০৯৫৫	৬৮৮৩	৭৬২৯
সরিষা (তৈল বীজ)	৪৩০৭	৪৩৩৫	৪৫০২	৪৮৬৮	৪৯৬৬

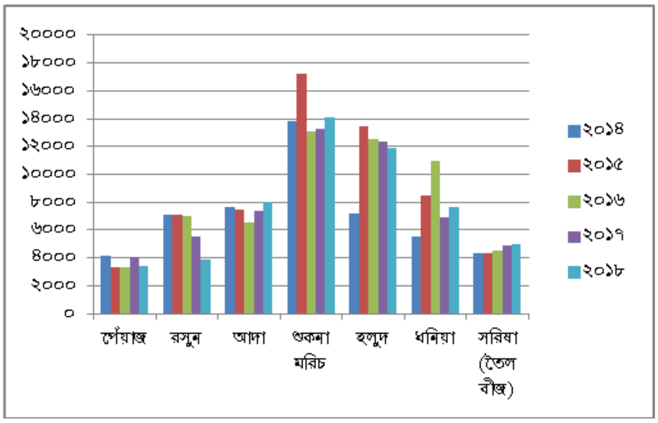

তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজার দর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
পেঁয়াজ	২৮২১	৪০০৮	২৭১৮	৩৫৩১	৩৬৭৭

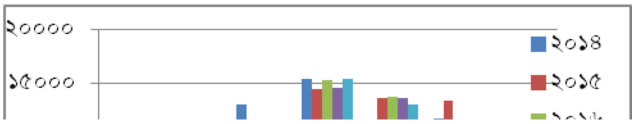

রসুন	৬২৬৪	৫৯৭৪	৭০৯১	৮৫৮০	৪৪৩৪
আদা	১৩০৪৩	৯৩৯৩	৭৪৪৯	৬৯৭৮	৮৬৫১
শুকনা মরিচ	১৫৩৩৪	১৪৪৪২	১৫২৯২	১৪৬০১	১৫৪৪০
হলুদ	৯৮৮০	১৩৫৩৪	১৩৭০৩	১৩৫৯৬	১২৯৫৮
ধনিয়া	১১৬৬৩	১৩৩৯১	৯২১৯	৮০১২	৮৮৪২
সরিষা (তৈল বীজ)	৪৫৬১	৪৬৬৩	৪৬২৯	৪৯৩৬	৫২৩৩

তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজার দর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
পেঁয়াজ	৩২	৪০	৩২	৪০	৪৩
রসুন	৭৫	৭২	১২৯	১০৩	৫৫
আদা	১৫২	৬৬	৯১	৮৮	১০২
শুকনা মরিচ	১৭৪	১৬৫	১৭৩	১৬৬	১৭২
হলুদ	১১৪	১৫১	১৫২	১৫০	১৪৭
ধনিয়া	১৩২	৬০	১০৯	৯৬	১১০
সরিষা (তৈল বীজ)	৫৫	৫৮	৫৮	৬০	৬২

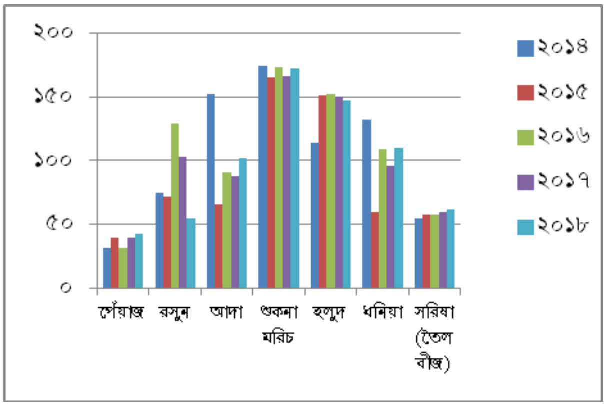

প্রাণিজপণ্যের বার্ষিক জাতীয় কৃষক প্রাপ্ত গড় বাজারদর (কুইন্টাল/টাকা)					
পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
মোরগ মুরগী মাঝারি	২৫৯৭০	২৬৫২০	২৮১০৯	২৯৭০১	৩১৭৮৯
মোরগ মুরগী ফার্ম	১২১৫৮	১২৩০১	১২৮৪০	১২৩১২	১১৭৫৫
রুই মাছ মাঝারি	১৮৯৪৬	২০৮৫৪	২১৮১১	২২৫৪৯	২২১০৩
কাতল মাছ মাঝারি	১৯২৮৭	১৯২৩৫	২০৫৬৪	২০৮৮১	২০৪২৯
পাংগাস মাছ ছোট	১০২৬৮	১০১২৯	১০২৪৬	৯৭৬০	১০২৩৯
ইলিশ মাছ	৪৪২৩৩	৫২০৯২	৫৪২৪৫	৫৩৫৪৪	৩০২৪৩

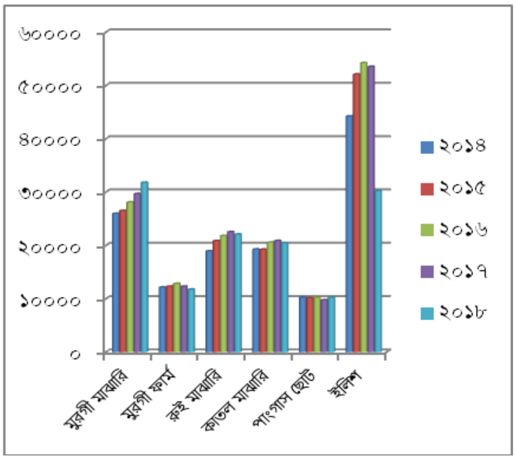

প্রাণিজপণ্যের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

কুইন্টাল /টাকা

পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
মোরগ মুরগী দেশী	২৭৬৯৬	২৮৫২৫	২৯৪৯১	৩০৫৯২	৩২৩৪৮
মোরগ মুরগী ফার্ম	১২৩৯২	১২৫৩৬	১৩০৪৫	১২৫১২	১১৮৫৬
গরুর মাংস	২৬১৪৯	৩৩০৭৫	৩৭৯৯৭	২৬৮২১	৪১৮৮৪
রুই মাছ মাঝারি	২৭১০৪	২৮৮৭৩	২৯১৮৩	২৯৪০৬	২৯৩৩৬
কাতল মাছ মাঝারি	২৫৬২৪	২৬৮০৯	২৭৪২৮	২৭২৬২	২৭৮৪৭
পাংগাস মাছ ছোট	৯৪০০	৯৬৫৮	৯৭২৬	৯২৩৭	৮৮৩১
ইলিশ মাছ	৫৪০৭৩	৬৬৩৩৫	৬৮০০৭	৬৩৪৬০	৬৩৪১০

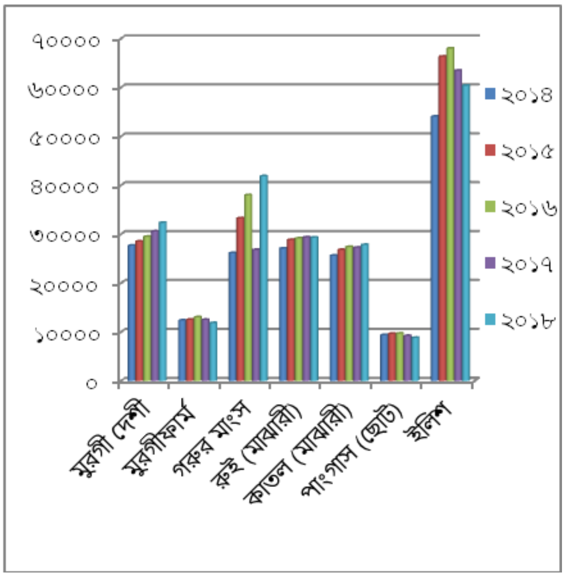

প্রাণিজপণ্যের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
মোরগ মুরগী দেশী	২৯৬	৩০৫	৩১৯	৩৩৩	৩৪৯
মোরগ মুরগী ফার্ম	১৩৭	১৩৮	১৪২	১৩৭	১৩১
গরুর মাংস	২৭৫	৩৪৪	৪০৩	৪৬২	৪৩০
রুই মাছ মাঝারি	৩০৩	৩২০	৩২৬	৩২৭	৩২৫
কাতল মাছ মাঝারি	২৮৬	২৯৮	৩০৯	৩০৫	৩১২
পাংগাস মাছ ছোট	১১০	১১১	১১৪	১০৯	১০৪
ইলিশ মাছ	৫৫৫	৫৯০	৬২২	৭১৮	৭০৯

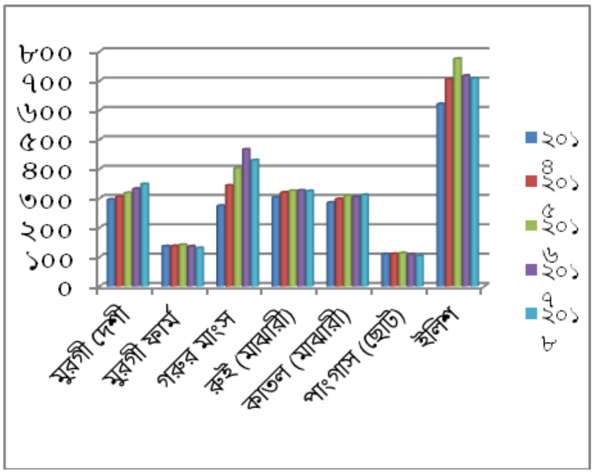

আলুর (হল্যান্ড-সাদা) তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
কৃষক প্রাপ্ত	১৩	১৬	১৪	১২	১৫
পাইকারী	১৫	১৬	১৭	১৩	১৬
খুচরা	১৮	১৯	২০	১৬	২০

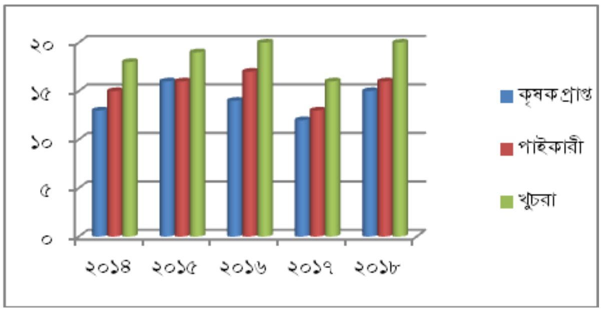

বেগুনের তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮

কৃষক প্রাপ্ত	২০	২৪	২৪	২৮	২২
পাইকারী	২৬	২৯	২৬	৩৪	২৮
খুচরা	৩৩	৩৬	৩৩	৪১	৩৪

টমেটোর তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
কৃষক প্রাপ্ত	২০	১৭	২০	১৮	১৯
পাইকারী	৪০	৪৪	৪১	৩৪	৩৮
খুচরা	৫৮	৫৩	৫০	৪১	৪৭

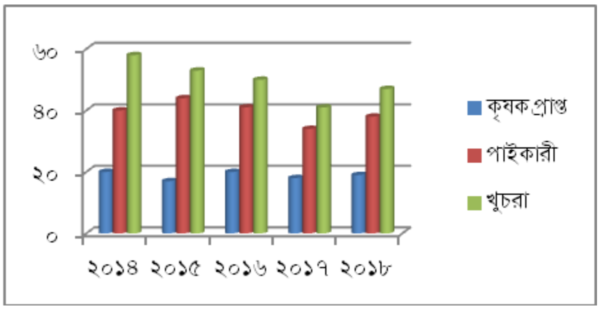

গুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান কৃষি পণ্যের জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজার দর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
তেঁতুল	১৪১	১৪৬	১৪৪	১১০	১১২
নারিকেল	৪২	৪৫	৪৫	৩৫	৩৫
কামরাঙ্গা	২৮	২৯	৩১	৩৩	৩১
মধু	৫৩৮	৫৯৪	৫৯৭	৫০৭	৫৪০

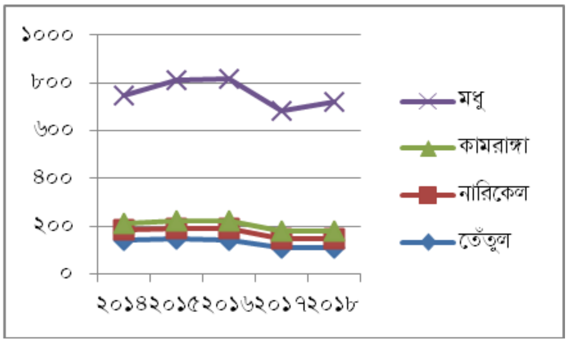

গুরূত্বপূর্ণ ভেষজ কৃষি পণ্যের জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
আমলকি	৯৩	১০৫	৮৯	১২৯	১৪৯
হরতকি	৬৬	৭১	৬০	৬৫	৮১
ইসবগুলের ভুষি	৫৬৯	৬০৮	৬১০	৬৪৫	৬৭৮
তুলশী	৬৬	৬৬	৬৩	৬২	৬৬
জলপাই	৭৬	৭৪	৬২	৮৪	১২৯

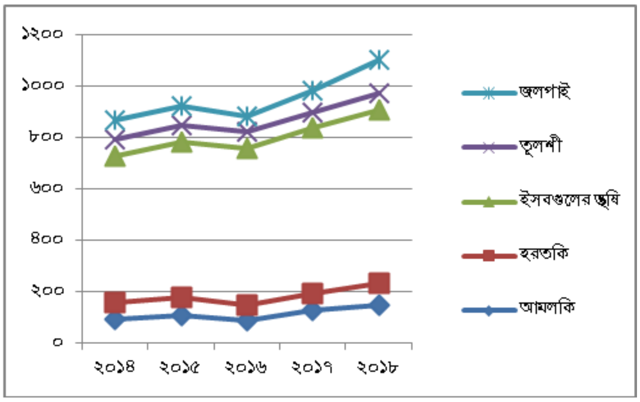

আম, পেয়ারা ও বিভিন্ন ধরনের কলার জাতীয় গড় পাইকারী বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল/৮০টি ও ১০০টি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
আম ল্যাংড়া	৭৪৫৫	৫০৯৫	৬৬০২	৫৭৪১	৫২৯৯
কলা চাঁপা	১৯১	১৯৫	২০৫	২১৬	২৪২
কলা সবরি	২৯৯	৩০৫	৩৫৬	৩৬০	৩৮০
কলা সাগর	২৩১	২৪৩	২৭৯	৩০৫	৩১৮
পেয়ারা	২৫৩৩	৩৭৪৬	৩৯১৭	৫০৮২	৫৯১০

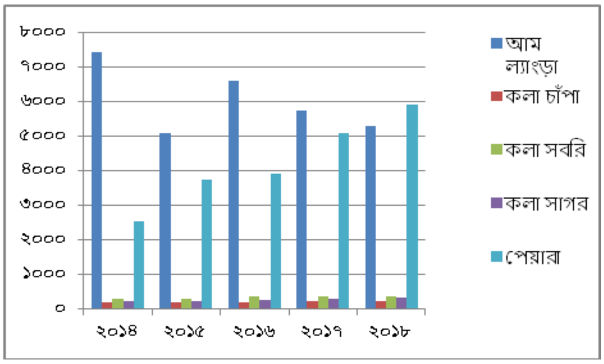

আম, পেয়ারা ও বিভিন্ন ধরনের কলার জাতীয় গড় খুচরা বাজারদর
(টাকা/কেজি/৪টি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
আম ল্যাংড়া	৮৪.৯৮	৬৭.২	৫৫.৭১	৭৪.৩৭	৬৯.১৬
কলা চাঁপা	১৩.২১	১৩.৩০	১৪.৩৬	১৫.১৫	১৬.২৯
কলা সবরি	২০.১৭	২১.২	২৩.৫৯	২৩.৯৯	২৪.৮৬
কলা সাগর	১৫.৬৩	১৬.৬	১৮.৪৪	১৯.৬	২০.৩৪
পেয়ারা	৩৮.২৭	৫৫.৯	৬৭.২৫	৭০.৭৪	৭৭.৫৪

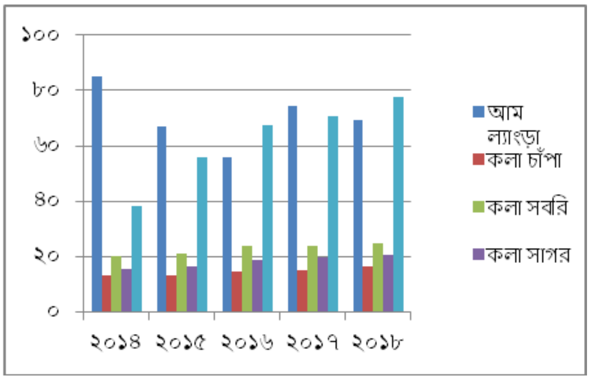

বোরো ধানের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি)

উপকরণের বিবরণ	ব্যয়/ টাকায়
বীজ	১১০০
সার	৪৪৮০
বালাই ব্যবস্হাপনা	১০০০
শ্রমের মজুরী	২৮০০০
জমি চাষ/পাওয়ার টিলার	৬০০০
সেচ	৭০০০
মূলধনের সুদ	১৬৫০
জমির ভাড়া/লিজ	৮০০০
মোট উৎপাদন ব্যয়	৫৭২৩০
ধান	৪৩০০০
খড়	৪১২৫
নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য)	৫৩১০৫
কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয়	২৪.৭০

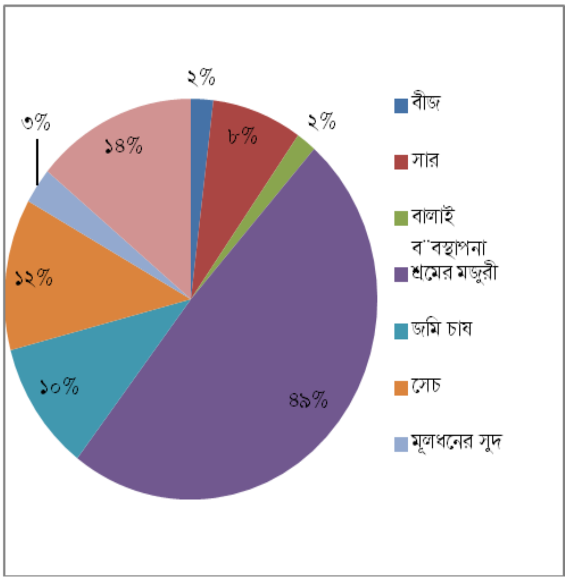

গম ফসলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি)

উপকরণের বিবরণ	ব্যয়/ টাকায়
বীজ	৩০০০
সার	৪৮৮০
বালাই ব্যবস্হাপনা	১০০০
শ্রমের মজুরী	২২৮৮০
জমি চাষ	২০০০
সেচ	২০০০
মূলধনের সুদ	৯১৫
জমির ভাড়া/লিজ	৮০০০
মোট উৎপাদন ব্যয়	৩৯৭৯৫
উৎপাদন ঃ	
গম	১৫০০
খড়	২০০০
নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য)	৩৭৭৯৫
কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয়	২৫.২০

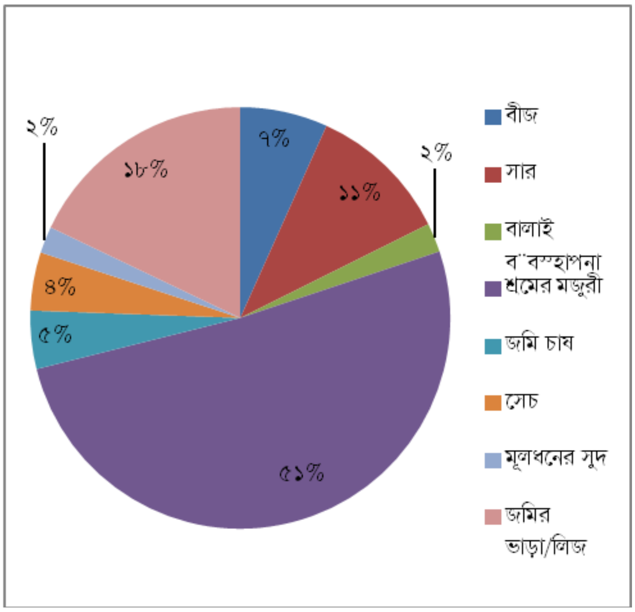

আলু ফসলের উৎপাদন খরচ (২০১৮-১৯)

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আলুর উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৭.৮৩ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৮৪,৩৯০ টাকা এবং মোট আয় ১১৪,৮৪০ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৩০,৪৫০ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন ১০,৭৭৩ কেজি।

(টাকায়)

ক্রমিক নং	উপকরণের বিবরণ	গড় ব্যয়
১	জমি তৈরী	৩,৯২২
২	সার বাবদ	১২,০৭২
৩	বীজ বাবদ	১৮,৮৫৯
৪	শ্রমিক বাবদ	২১,৫৬৩
৫	সেচ	৪,৪২৯
৬	কীট নাশক	৪,৬৫৬
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১২,০০০
৮	ঋণের সুদ	৪৩০২
৯	অন্যান্য খরচ	২৫৮৮
মোট উৎপাদন খরচ		৮৪৩৯০
মোট উৎপাদন পরিমান কেজি)		১০৭৭৩
কেজি প্রতি উৎপাদন খরচঃ		৭.৮৩
গড় বাজারদর		১০.৬৬
মোট আয়		১১৪৮৪০
নীট লাভ		৩০৪৫০

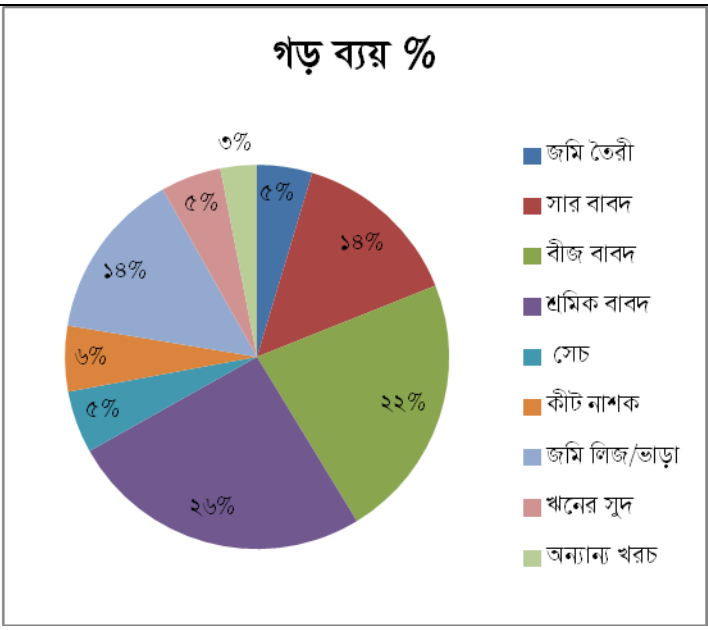

সীম ফসলের উৎপাদন খরচ ২০১৮-২০১৯

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সীমের উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৯.৪৯ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৬২,৬৪৬ টাকা এবং মোট আয় ৯১,২১২ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ২৮,৫৬৬ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন ৬,৬০০ কেজি।

(টাকায়)

ক্রমিক নং	উপকরণের বিবরণ	গড় ব্যয়
১	জমি তৈরী	৩,০০২
২	সার বাবদ	৭,৬৮৬
৩	বীজ বাবদ	২,৭৬০
৪	শ্রমিক বাবদ	২৩১০৪
৫	সেচ	৩,১০০
৬	কীট নাশক	৩,৯৫৫
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১২,৬০০
৮	ঋনের সুদ	৩,৪৫০
৯	অন্যান্য খরচ	২,৯৮৯
মোট উৎপাদন খরচ		৬২,৬৪৬
মোট উৎপাদন পরিমান কেজি)		৬,৬০০
কেজি প্রতি উৎপাদন খরচঃ		৯.৪৯
গড় বাজারদর		১৩.৮২
মোট আয়		৯১,২১২
নীট লাভ		২৮,৫৬৬

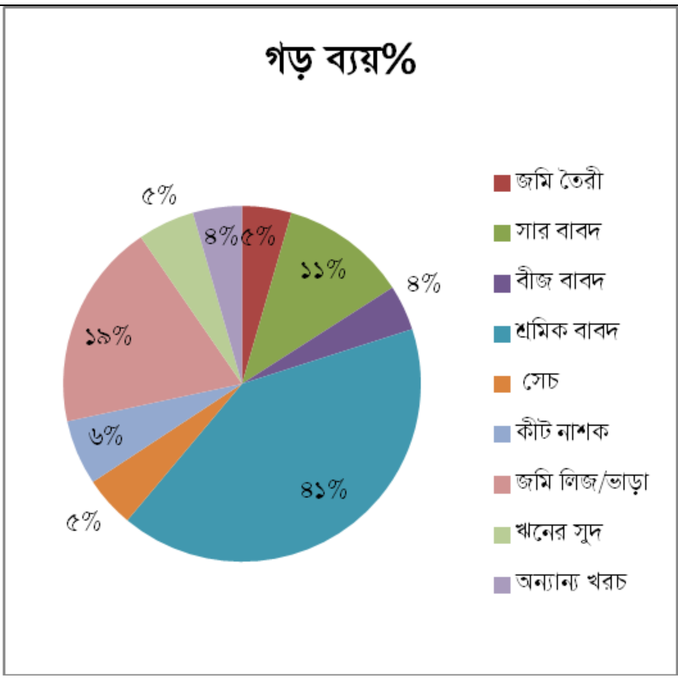

বেগুন ফসলের উৎপাদন খরচ

বেগুনের উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৮.৮৪ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ১০৫,৬৯৯ টাকা এবং মোট আয় ১,৭২,৪৯২ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৬৬,৭৯৩ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন ১১,৯৬২ কেজি।

(টাকায়)

ক্রমিক নং	উপকরণের বিবরণ	
১	জমি তৈরী	৩,১৭৭
২	সার বাবদ	১৪,১৩৩
৩	বীজ বাবদ	৫,৪৫৩
৪	শ্রমিক বাবদ	৪৩,৬৩৩
৫	সেচ	৬,৪২০
৬	কীট নাশক	৮,০২৩
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১৪,৮০০
৮	ঋনের সুদ	৪,৩৪১
৯	অন্যান্য খরচ	৫,৭১৯
১০	একর প্রতি উৎপাদন খরচ	১,০৫,৬৯৯
১১	মোট উৎপাদন পরিমান কেজি)	১১,৯৬২
১২	কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	৮.৮৪
১৩	মোট আয়	১,৭২,৪৯২
১৪	নীট লাভ	৬৬,৭৯৩

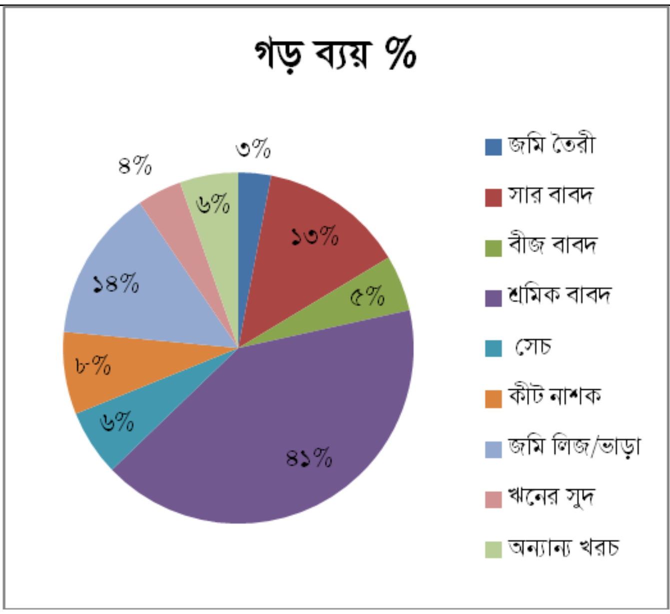

বেগুনের মূল্য বিস্তৃতি

প্রতি কেজি/ টাকায়

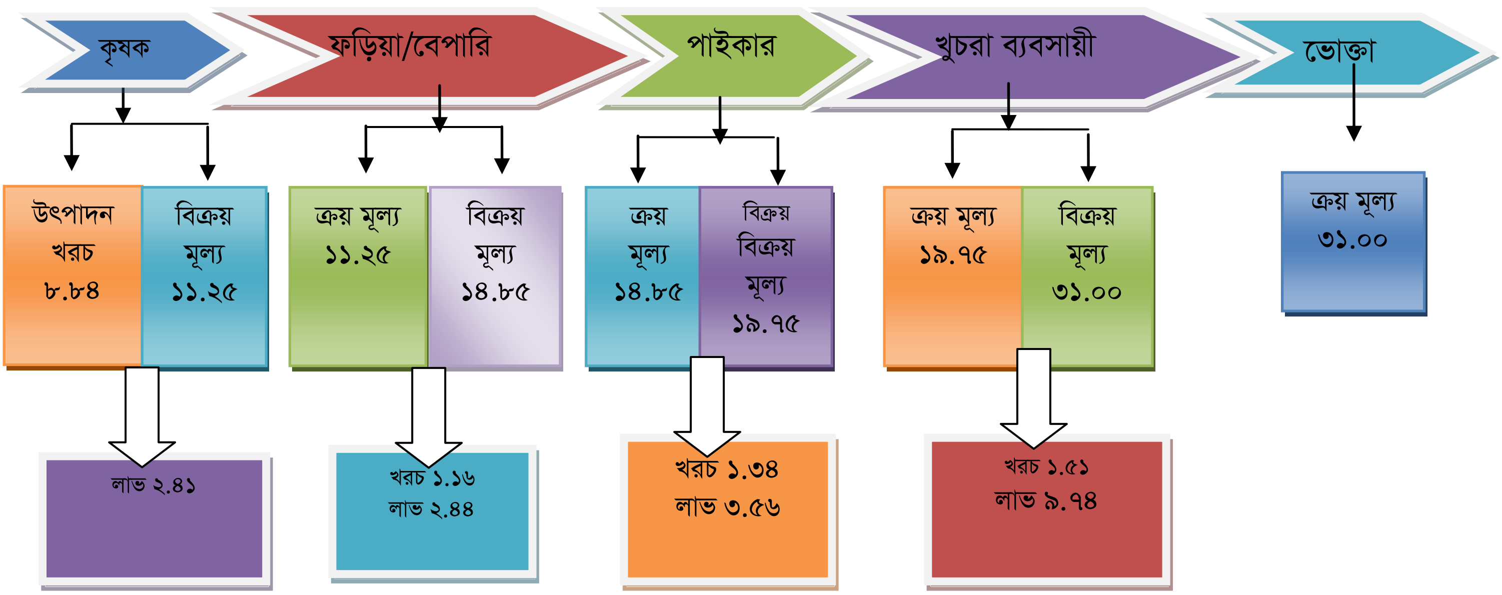

আলুর মূল্য বিস্তৃতি

প্রতি কেজি/ টাকায়

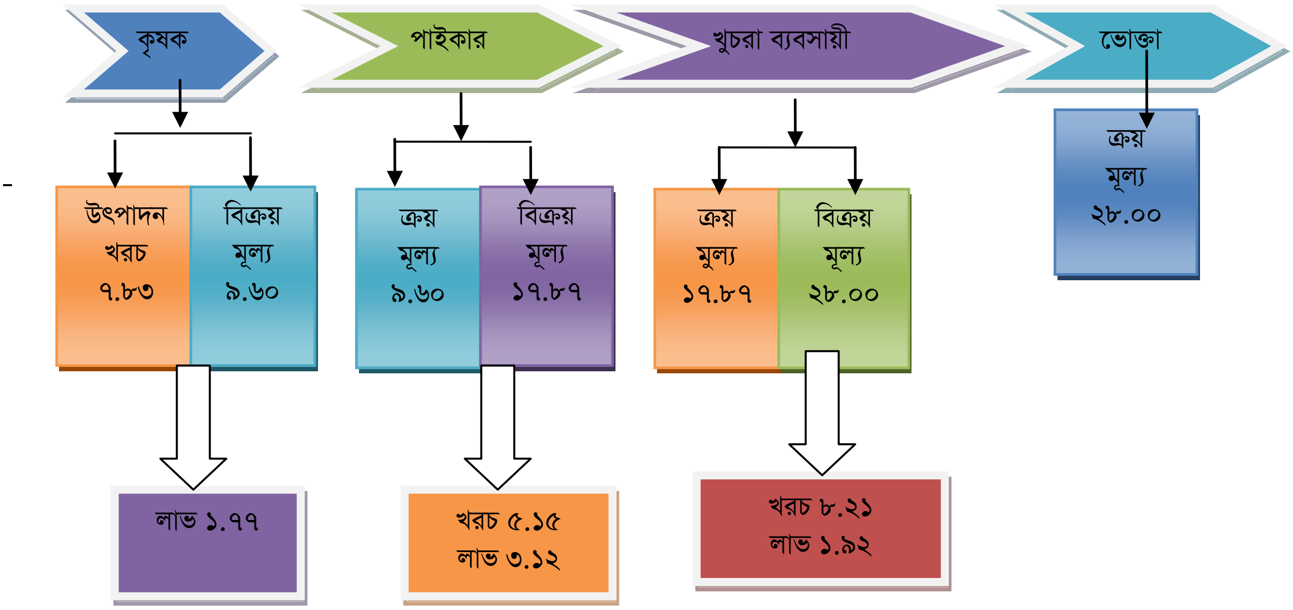

বিদ্যমান মার্কেটিং চ্যানেল

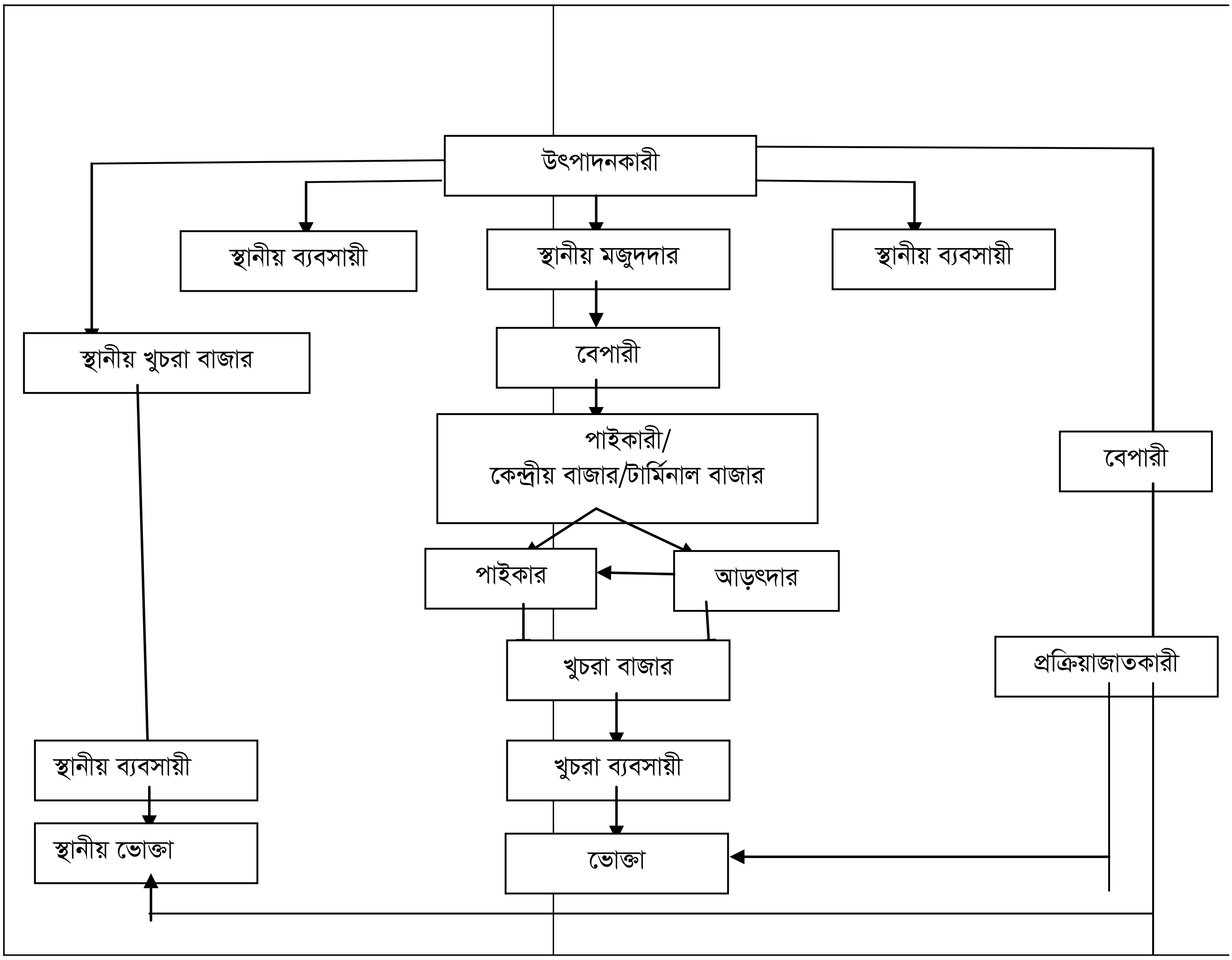

বিভিন্ন ধরনের ফসলের কর্তনোত্তর ক্ষতির পরিমান (শতকরা হারে)

ফসল	কর্তনোত্তর ক্ষতি(%)
দানাদার শস্য	১৫%
ফল ও সবজি	৩০%
তৈলবীজ ও ডাল	১২%
মসলা মরিচ	১০%
টমেটো	৩৫%
বেগুন	২৭%

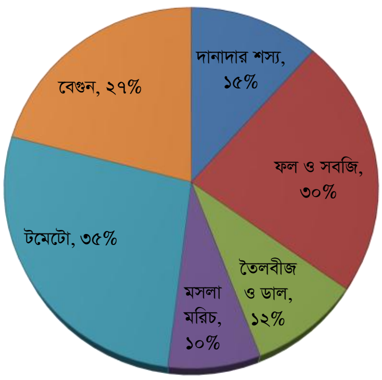

কলা, আলু, গম, কাঁঠাল, টমেটো, ভুট্টা ও আমের পণ্য প্রবাহ

মুখ্যপণ্য	পণ্য প্রবাহ (প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য)	উপযোগিতা
কলা	কাস্টার্ড, মিল্কশেইক, কেক, লাচ্ছি, চপ, প্যানকেক, পাউডার/আটা, জ্যাম, সস/টক, কলার ভিনেগার, পুরী, কলার পানীয়, রুটি, মিষ্টি, পাউরটি, লুচি, জুস, পাকোরা, রোল, চিপস, পিঠা।	হৎপিন্ডের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য রক্ষা করে, হাড়ের সুরক্ষায়, ডায়রিয়া চিকিৎসায়, হজম শক্তি বৃদ্ধি করে, অবসাদ দূর করে, দাঁত উজ্জ্বল সাদা করে, মানসিক চাপ কমাতে, তাৎক্ষণিক শক্তি উৎপাদনে, ক্যান্সার প্রতিরোধক, চোখের সুরক্ষায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ধুমপান ইচ্ছা থেকে বিরত থাকতে, সকালের ঘুম ঘুম ভাব দূর করে, জ্বর কমাতে, পাইলস চিকিৎসায়, ত্বকের আর্দ্রতা বাড়াতে, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে, বয়সের ছাপ কমাতে, জুতা পরিস্কারক হিসাবে, ত্বকের মৃতকোষ দূর করতে, চর্মরোগ চিকিৎসায় ও আঁচিল দূরীকরণে, অনিদ্রা দূর করে।
আলু	তরকারি, চিপস, আলুর আটা, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চপ, দম, ভর্তা, পাকোরা, পরোটা, প্যানকেক, আলু ডোবা পিঠা, আলু পুরি, রুটি, ক্রিস্পি আলুর সন্দেশ, সিঙ্গারা, কোরমা, স্যান্ডউইচ, আলুর মিনি চমচম, লুচি, আলুর বাদাম চপ, আলুর ডাল, আলু কিমা টিকিয়া, আলুর চাট, আলুর সালাদ, রসমালাই, আলুর সেমাই।	ত্বক পরিষ্কারক হিসেবে, ত্বক-এর রং উজ্জ্বল করতে, আগুনে পোড়ার প্রাথমিক চিকিৎসায়, চোখের নিচে কালো দাগ দূর করতে, চুল কালো ও চুল পড়া রোধ করতে, ত্বকের তেল তেলে ভাব দূর করতে।
গম	আটা, ময়দা, সুজি, বার্লি, পেস্ট্রি, কেক, বিস্কুট, ক্র্যাকার্স, ভাত, খিচুড়ি, কাপড়ের মাড়, বিস্কুট, নুডুলস, রুটি, পাউরুটি, রোল, মাফিন, পিঠা, লুচি, সেমাই, হালুয়া, বিয়ার, পঁচনশীল পণ্যাস্টিক পণ্য, কসমেটিকসের উপাদান, মাংসের প্রতিস্থাপক হিসাবে, পরোটা, ওষুধের কাঁচামাল, স্যান্ডউইচ, বার্গার, দানাদার খাদ্য, পাস্ড়া, গমের তুষ, গমের তুষের তেল, পশু খাদ্য, খই, বিভিন্ন স্বাদের বিস্কুট, মিষ্টি পাউরুটি, প্যানকেক, সুপ স্টিক, চানাচুর, কুকি, চিপস, চা-কফির প্রতিস্থাপক উৎপাদনে, এলকোহল তৈরীতে, ফ্যাটি এসিড উৎপাদনে।	ত্বক উজ্জ্বল ও ব্রন দূর করে, ত্বকের উপরের মৃত কোষ দূর করে, হজম শক্তি বৃদ্ধি করে, ডায়াবেটিকস ও ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, স্ট্রোকের ঝুঁকি হ্রাস করে, বয়সের চাপ কমাতে, ত্বক পরিষ্কারক হিসেবে।
কাঁঠাল	কাঁচা কাঁঠালের সব্জি/তরকারি, ভর্তা, বার্গার, সাসলিক, পিৎজা, কাটলেট, সমুচা, নুডলস, সুপ, জুস, স্যান্ডউইচ, কাঁঠালের মাফিন, কাঁঠাল তরকারি, কাঁঠালের সত্ব, জ্যাম, জেলি, পিঠা, হালুয়া, আইসক্রিম, চিপস, আচার, কাঁঠাল বিচির ভর্তা, খিচুড়ি, তরকারি, বিচির হালুয়া, গরুর মাংসে কাঁচা কাঁঠাল, কাঁচা কাঁঠালের মুরগী ভুনা, কাঁঠালের বিরিয়ানি, কোপ্তা, কাঁঠাল বিচির সন্দেশ, বিচির ডাল, কাঁচা কাঁঠালের কোরমা, কাবাব, পাঁপড়, জিলাপি, পুডিং, বড়া, চপ, রুটি, পায়েস, মোঘলাই, সালাদ, স্মুদি।	রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন ও খনিজের আধার, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, হজম সমস্যায়, চুল পড়া রোধ ও নতুন চুল গজানো, শক্তি বর্ধক, ক্যান্সার চিকিৎসায়, কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধক, ত্বকের পোড়া ভাব দূর করে, হাড় গঠনে সহায়তা করে, ঠান্ডাজনিত ইনফেকশন মোকাবেলায়, রক্তে চিনির নিয়ন্ত্রণ, হাড় ক্ষয় রোধ করে, থাইরয়েড সমস্যায়, আলসার চিকিৎসায়, স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে।
টমেটো	অর্থকরী ফসল, সবজি, সালাদ, আচার, কাসুন্দি, টমেটো পুরি, টমেটো পাউডার, তরকারী, ভর্তা, বাড়িতে বানানো সাধারণ সস, পাস্তা সস, রোস্টকৃত টমেটো, সুপ, জুস, জ্যাম, সালসা, ডেজার্ট।	রোদে পোড়াভাব দূর করে, ডার্ক সার্কেল ও রিংকেল দূর করে, ত্বক পরিষ্কারক হিসাবে, পেটের মেদ কমাতে, ক্যান্সার ঝুঁকি কমায়, দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে, হজম সমস্যা দূর করে, ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণে মুত্রনালীর ক্ষত চিকিৎসায়, হাড়ের গঠনে, শরীরের জ্বালাপোড়া কমাতে, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে, লিভারের সুরক্ষা করে, চুলের ভিটামিন ও নতুন চুল গজাতে, চুল পড়া রোধ করে, মাতৃকালীন সময়ে ভীষণ উপকারী, সিগারেটের ধোঁয়ার ক্ষতিকারক প্রভাব কমায়, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, স্ড়ন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে, মূত্রাশয় মলাশয়ের রোগ চিকিৎসায়, উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে, হজম সমস্যা দূর করে, মাথার ত্বক পরিষ্কারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
মুখ্যপণ্য	পণ্য প্রবাহ (প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য)	উপযোগিতা
ভুট্টা	আটা, ময়দা, প্যাস্ট্রি, কেক, বিস্কুট, ক্রেকার্স, পাকোরা,	খনিজ ও ভিটামিনের উৎস, উচ্চমাত্রার আয়রণ ও ম্যাঙ্গানিজ

	ভুট্টার দুধ, তেল, পপকর্ন/খই, বিস্কুট, রুটি, পিঠা, বিয়ার, ওষুধের কাঁচামাল, দানাদার খাদ্য, চিপস, পরোটা, পুরি, সুপ, মিশ্রিত খাদ্য, খিচুরি, ভুট্টা, পোলাও, ভুট্টার অপরিণত মোচা অথবা দানা সিদ্ধ বা ভেজে, প্রতিষ্ঠানে স্টার্চ, অ্যাজবেস্টস বোর্ড, স্যান্ডউইচ, বার্গার, পাস্তা, চানাচুর গবাদিপশুর খাদ্য, প্রসাধন সামগ্রী, হরলিকস, কর্নফ্লেক্স, ভোজ্য তেল, এসিটিক এসিড, অ্যালকোহল, শিল্পজাত দ্রব্য, গোখাদ্য, হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য।	অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, পটাশিয়ামের আদর্শ উৎস, কোমরের হাড় ক্ষয়ে যাওয়া রোধ করে, ভিটামিন বি ১২, রক্তস্বল্পতা দূর করে, চুলের উজ্জ্বলতায়, ত্বক উজ্জ্বলকারক, ক্যান্সার প্রতিরোধক, হজম ক্ষমতা বাড়ায়, বাজে কোলস্টেরল নিয়ন্ত্রক, শক্তি বৃদ্ধি করে, হৃদ রোগের ঝুঁকি কমায়, কোষ্টকাঠিন্য দূর করে, পাকস্থলী এসিডিটি কমায়, ক্ষুধামন্দা দূর করে, ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণ করে।
আম	জেলি, জুস, ললি, লাস্যি, আমের দই, কাষ্টার্ড, স্মুদি, কেক, ফিরনী, বরফি, পুডিং, সন্দেশ, আম পোলাও, আম ডাল, আম মাংস, আম সবজি, ম্যাংগো চিকেন লাজানিয়া, ম্যাংগো তন্দুরি চিকেন, মোরব্বা, আমসত্ব, আচার, চাটনি, আইসক্রিম, সস. হালুয়া, কাসুন্দি, আমের ম্যুজ।	ক্যান্সার প্রতিরোধ করে, কোলোস্টেরল কমায়, ত্বক পরিস্কার করে, হজমে সহায়তা করে, হিট স্ট্রোক কমায়,হৃদ রোগের ঝুঁকি কমায়, উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমায়।

মানচিত্রে
অধিদপ্তরের অবকাঠামো

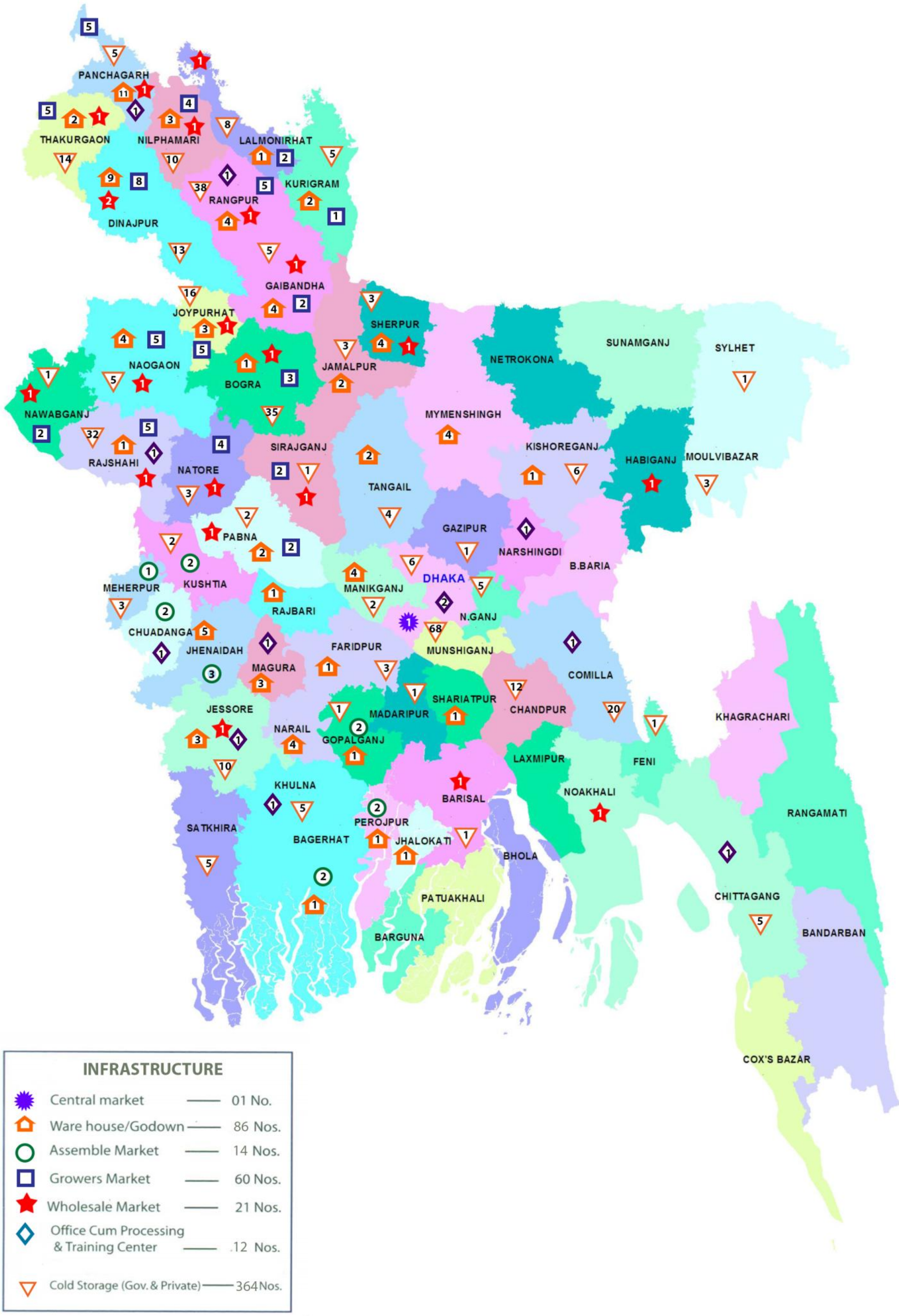
PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
RANGPUR
DINAJPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
SHERPUR
NAOGAON
BOGRA
JAMALPUR
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
NAWABGANJ
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
MYMENSHINGH
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
TANGAIL
PABNA
GAZIPUR
NARSHINGDI
B.BARIA
MEHERPUR
KUSHTIA
MANIKGANJ
DHAKA
RAJBARI
N.GANJ
CHUADANGA
JHENAIDAH
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
MAGURA
COMILLA
SHARIATPUR
CHANDPUR
JESSORE
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
KHAGRACHARI
LAXMIPUR
FENI
KHULNA
BARISAL
NOAKHALI
SATKHIRA
PEROJPUR
BAGERHAT
JHALOKATI
BHOLA
RANGAMATI
CHITTAGANG
PATUAKHALI
BARGUNA
BANDARBAN
COX'S BAZAR
INFRASTRUCTURE
Central market —— 01 No.
Ware house/Godown —— 86 Nos.
Assemble Market —— 14 Nos.
Growers Market —— 60 Nos.
Wholesale Market —— 21 Nos.
Office Cum Processing & Training Center —— 12 Nos.
Cold Storage (Gov. & Private) —— 364 Nos.

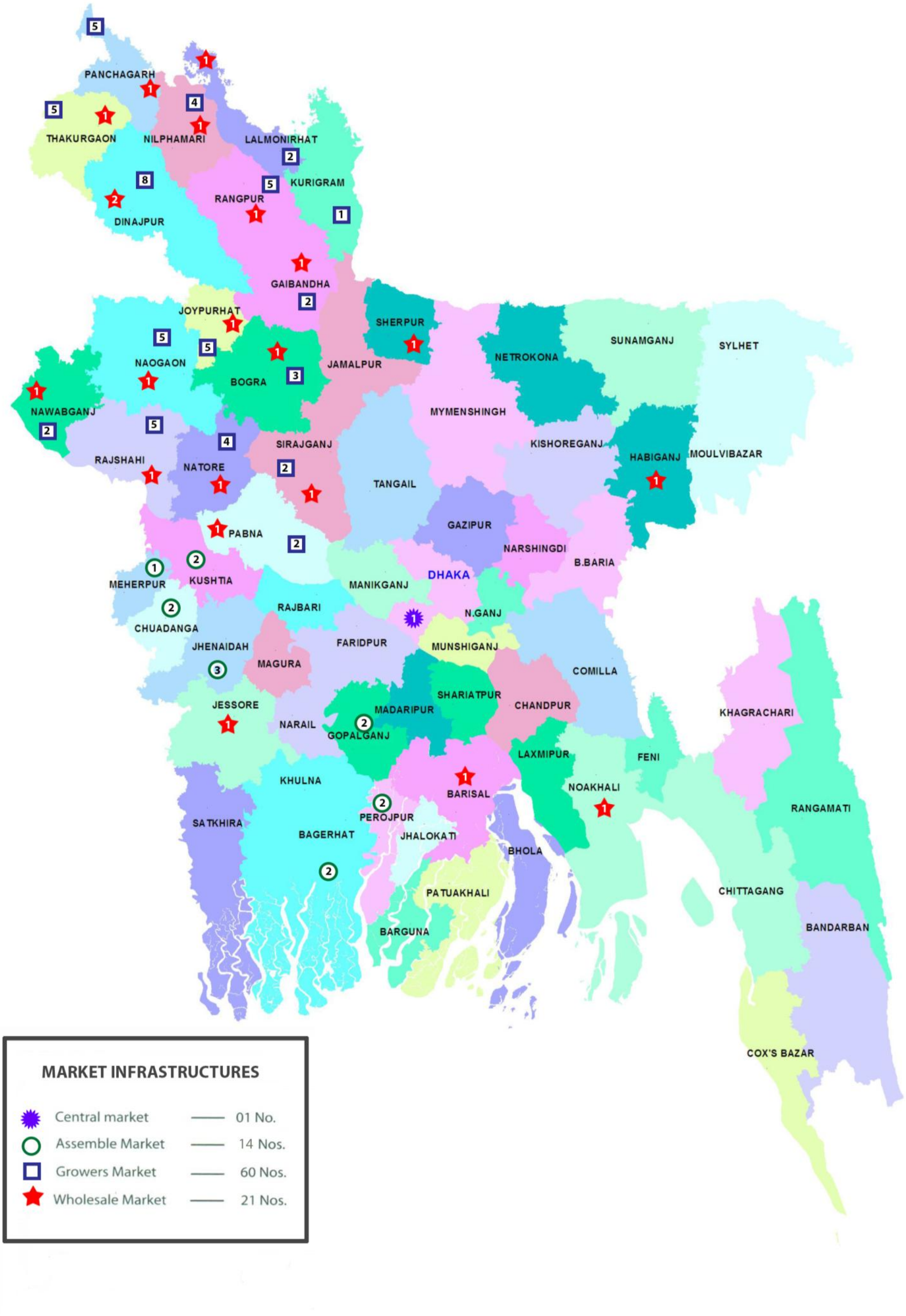
PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
RANGPUR
DINAJPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
SHERPUR
SUNAMGANJ
SYLHET
NAOGAON
BOGRA
JAMALPUR
NETROKONA
NAWABGANJ
MYMENSHINGH
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
TANGAIL
PABNA
GAZIPUR
NARSHINGDI
B.BARIA
MEHERPUR
KUSHTIA
DHAKA
MANIKGANJ
CHUADANGA
RAJBARI
N.GANJ
JHENAIDAH
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
MAGURA
COMILLA
SHARIATPUR
CHANDPUR
JESSORE
MADARIPUR
KHAGRACHARI
NARAIL
GOPALGANJ
LAXMIPUR
FENI
KHULNA
BARISAL
NOAKHALI
SATKHIRA
PEROJPUR
RANGAMATI
BAGERHAT
JHALOKATI
BHOLA
PATUAKHALI
CHITTAGANG
BARGUNA
BANDARBAN
COX'S BAZAR
MARKET INFRASTRUCTURES
Central market — 01 No.
Assemble Market — 14 Nos.
Growers Market — 60 Nos.
Wholesale Market — 21 Nos.

Cold Storage 364

◇	Office cum Processing & Training Center	12

Warehouse/Godown ----- 86

Cold Storage 364

Office cum Processing & Training Center 12

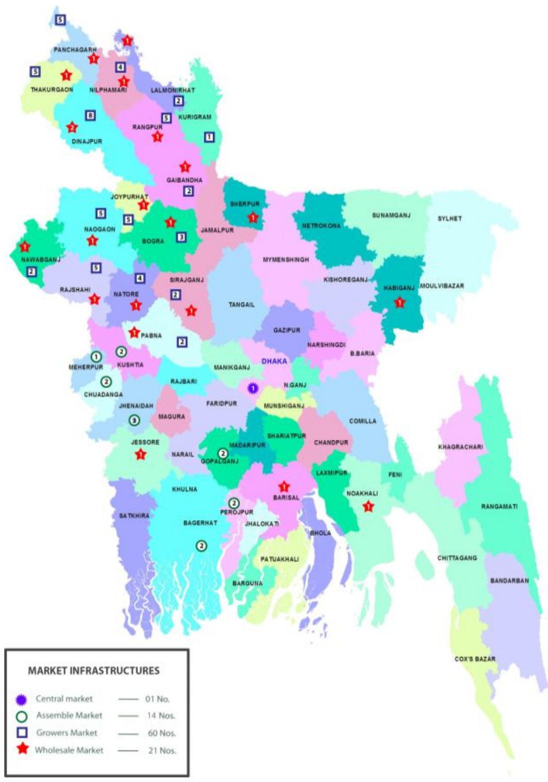
MARKET INFRASTRUCTURES
Central market —— 01 No.
Assemble Market —— 14 Nos.
Growers Market —— 60 Nos.
Wholesale Market —— 21 Nos.

ফটো গ্যালারী

নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম

জাতীয় ফল মেলায় মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন

ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণেহাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান

ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণেহাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান।

বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষনের জন্য মডেল ঘর

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত কৃষি পণ্যের পাইকারি বাজার।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত জিরো এনার্জি কুল চেম্বারে দর্শনার্থী

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যাক্তিমালিকানায় প্রতিষ্ঠিত আলুর সংরক্ষণাগার।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আর্থিক সহায়তায় উদ্যোক্তাগনকে প্রদানকৃত কুল ভ্যান।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভা।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

v